FAYSAL

মাসুদ রানা

অন্ধপ্রেম

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শ্যামল

মাসুদ রানা

অন্ধপ্রেম

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রেম স্বর্গীয়, প্রেম অবিনশ্বর-চিরন্তন। কিন্তু যদি সেই প্রেম ডেকে আনে আশি লক্ষ মানুষের আকস্মিক মৃত্যু?
সামান্য একটা কাজ করতে হবে রানাকে। কিন্তু এভাবে বোকা বনে যাবে ভাবতেও পারেনি। খুন হয়ে গেলেন তেল-সম্রাট সার খন্দকার আযহার মাহতাব, আহত হল রানা। রোখ চেপে গেল ওর। উন্মাদটা আনবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইছে। ঠেকাতে হবে তাকে, কিন্তু হাতে সময় যে নেই মোটেও।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

মাসুদ রানা - ৩৪২

অন্ধপ্রেম

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ মাসুদ হোসেন রানা
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ.নেট
ইবুক পড়ুন হাই কুয়ালিটিতে!
আড্ডা, আলোচনা, সমালোচনা সবই পিডিএফ নিয়ে!
ইবুক রিকোয়েস্ট, শেয়ার এবং আপলোড!
ওয়ারলক
আই অব দ্য টাইগার
ইনফার্নো

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

অন্ধপ্রেম

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

এক

আইবেরিয়া এয়ারলাইন্স ল্যান্ড করেছে। অন্যান্য যাত্রীরা নামবার পর বিরাট উড়োজাহাজটার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হলো এক সুদর্শন বঙ্গসন্তান। বিলবাও এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল সে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মিস্টার লংফেলোর অনুরোধ এবং তাতে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের মৌন সম্মতি তাকে এখনও ভাবাচ্ছে।

সামান্য একটা কাজ, এবং একান্তই ব্যক্তিগত। তার অন্তত তা-ই ধারণা।

কী কাজ? না, ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত নিয়ে তাঁর টাকা পৌঁছে দিতে হবে তেলসম্রাট সার খন্দকার আজহার মাহতাবকে। ভদ্রলোক রাহাত খানের বাল্যবন্ধু, এবং মার্ভিন লংফেলোর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ার স্বামী । কালোবাজারে কেনা গোপন কিছু তথ্যের বিনিময়ে টাকাগুলো দিয়েছিলেন তিনি। পরে প্রমাণ হয়ে যায় তথ্যগুলো ভুয়া। একটা সুইস ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা ফেরত দিতে রাজি হয়েছে বিক্রেতারা বেশ কিছুটা গড়িমসি করবার পর।

ডাবল-ও-সেভেন আহত। শেষ অ্যাসাইনমেন্টে দুর্ভাগ্যবশত খুন হয়েছে ডাবল-ও-টুয়েলভ। খুনটার ব্যাপারেও খোঁজ নিতে অনুরোধ করেছেন মার্ভিন লংফেলো। তাঁর ধারণা, সার মাহতাবের কিনতে চাওয়া তথ্যগুলো যিরো-যিরো-টুয়েলভের কাছ থেকেই খোয়া গেছে। ওকে চিনত রানা, দু'একবার কথাও হয়েছে। রসিক স্বভাবের হাসিখুশি মানুষ ছিল ও।

বিএসএস-এর অন্যান্য এজেন্টরা ব্যস্ত দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে, কাজেই লন্ডনে হাতের কাছে পেয়ে চিফ মার্ভিন লংফেলো ধরে বসেছেন রানাকে।

জরুরি কাজ ছিল না হাতে, আয়েসের সঙ্গে ক্লাবে গলফ খেলে আর তাস পিটিয়ে সময় কাটছিল ওর, এমন সময় মার্ভিন লংফেলোর এই আবদার। বসের অনুমতি লাগবে বলতেই জানিয়ে দিলেন, তিনি যোগাযোগ করেছেন, মেজর জেনারেলের কোন আপত্তি নেই ও কাজটা করে দিলে। এখন শুধু ওর সম্মতির অপেক্ষা।

সার খন্দকার আজহার মাহতাব আর বসের মাঝে মিষ্টি একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে, জানে রানা। শুধু সেজন্যই কাজটা করে দেবে ঠিক করেছে।

লন্ডন থেকে এই সাত-সকালে এ-কারণেই ছুটে আসতে হয়েছে ওকে স্পেনের বিলবাওতে।

সার খন্দকার আজহার মাহতাব। মনে মনে লোকটার চেহারা কল্পনা করল রানা। কী জানে ও তাঁর সম্বন্ধে?

ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এবং চীফ এক্সিকিউটিভ তিনি। বছর তিরিশেক আগে ব্রিটেনে তাঁর বাবার রেখে যাওয়া একটা কনস্ট্রাকশন ব্যবসার হাল

ধরেন, প্রচুর সুনাম এবং অর্থের মালিক হন অবিশ্বাস্য রকম অল্প সময়ে। অত্যন্ত বাস্তববাদী প্রতিভাবান মানুষ। প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ার তিন বছর পর দ্বিতীয় বিয়ে করেন আবার। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর ছিল পারিবারিক সূত্রে পাওয়া একটা তেল আমদানীর ব্যবসা। খারাপ অবস্থা থেকে ওটাকে টেনে তুলে আনেন খন্দকার আজহার মাহতাব। ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে শুরু করেন, তেল উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগ করেন প্রচুর।

তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর দুঃখজনক মৃত্যুর পর পরবর্তী দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলেন তিনি কোম্পানির সম্পদ। আয়ও বেড়ে যায় সেই সঙ্গে। গোটা ব্রিটেনের তেল সরবরাহের বিরাট একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন তিনি। বিশ্ব তেল-ব্যবসার নিয়ত-প্রতিযোগিতার জগতে ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজ ব্রিটেনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

ব্রিটেনের শীর্ষ দশ বড়লোকের মধ্যে তিনি অন্যতম।

খন্দকার আজহার মাহতাব এতোই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন যে রানী তাঁকে সম্মান দেখাতে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

স্পেনের উত্তর প্রদেশের রাজধানী বিলবাও। আগেও কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্টে এখানে আসতে হয়েছে রানাকে। রাস্তাঘাট চিনতে পারছে। সেদিকেই মনোযোগ দিল এবার।

এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার পরই নৌ-বাণিজ্য আর ভারী শিল্পকারখানার জন্য কমার্শিয়াল এরিয়া, আগের মতোই সদাব্যস্ত। ক্যাসকো ভিয়েজোর দিকে চলেছে এখন ট্যাক্সি, ওটা রিয়া ডি বিলবাও নদীর ডানধারে, শহরের ব্যস্ততম এলাকা। দূর থেকেই দেখতে পেল, পরিবর্তন এসেছে ওখানে বেশ। মিউনিসিপ্যালিটি নতুন উদ্যোগ নিয়ে মেট্রপলিটন সিটি বানানোর জন্য বিশাল সব মাল্টিস্টোরিড আধুনিক অফিসভবন নির্মাণ করছে।

রানা জানে, দিনের বেলায় ফ্রান্সের প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর মতোই বেশ পশ একটা সদাকর্মময় চাকচিক্যের ভাব বজায় থাকে বিলবাওতে। কিন্তু সন্ধ্যার পর শহরের চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। রাস্তায় বের হয় তখন পতিতার দল, খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য চলে নানান ধরনের কসরৎ।

আলামেডা ডি মারাযারেডো পাশ কাটাল ট্যাক্সি। বিখ্যাত আমেরিকান আর্কিটেক্ট ফ্র্যাঙ্ক ঘেরির তৈরি, শিল্প হিসাবে প্রশংসিত চকচকে বিল্ডিং মিউযো জাগেনহেইম ডি আর্টি কনটেমপোর‍্যানিয়ো দাঁড়িয়ে আছে ওখানে তীরের কাছে, শহরের অন্যান্য সাধারণ বাড়িগুলোর প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে।

প্লাজা ডি মিউযিওতে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল রানা। রাস্তা পার হয়ে এগোল সাদা রং করা একটা বিল্ডিঙের দিকে। *লা ব্যাঙ্কো সুইস ডি লিসবো (প্রাইভি)* লেখা একটা সাদামাঠা সাইনবোর্ড আছে বাড়ির লোহার গেটে। নীচে স্প্যানিশ, জার্মান আর ইংরেজি ভাষায় একই কথা লেখা।

দরজা ঠেলে ঢুকবার আগে শামশের আলীর দেওয়া চশমাটা কোটের পকেট থেকে বের করে নাকের উপর চাপিয়ে নিল রানা, চট করে একবার পরখ করে নিল, ওয়ালথার পিপিকে আর স্টিলেটো জায়গা মতোই আছে।

রিসেপশনে বসে থাকা চশমা পরা মেয়েটার চেহারা ওকে ছুঁচোর মুখের কথা মনে পড়িয়ে দিল। কার্ড বের করে তাকে দিল রানা। ডেস্কে কয়েকটা বোতাম টিপল মেয়েটা, তারপর ফ্রেঞ্চ ভাষায় হেডসেটে কথা বলল। ওদিকের কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল বারকয়েক, তারপর বিশুদ্ধ ইংরেজিতে রানাকে বলল, 'মিস্টার রিখেন শীঘ্রি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। বসুন।'

আরামদায়ক কাউচে হেলান দিয়ে বসে পায়ের উপর পা তুলে দিল রানা, রিসেপশনিস্টকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে দেখে মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিল। একদিকের দেয়াল-জোড়া কাঁচের জানালা, তার ওপাশে জাগেনহেইমের অসাধারণ সৌন্দর্য।

একটা কলামের পিছন থেকে দেখা দিল আর্মানির তৈরি দামি পোশাক পরা তিনজন লোক। চেহারাই বলে দিচ্ছে ষণ্ডা। সুটগুলো সত্যি মানিয়েছে, তবে কোটের নীচে শোল্ডার হোলস্টারগুলো ফুলে আছে বিশ্রী ভাবে। রানার সামনে থামল তারা।

'মিস্টার রানা?' ভারী, খসখসে গলায় বলল একজন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

উঠে দাঁড়াল রানা, দলটাকে অনুসরণ করে লিফটে চড়ল। ওকে তিনদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তিনজন, গম্ভীর মুখে চুপ করে আছে। লিফটম্যানও চেহারায় তাদের চেয়ে কম যায় না, সে দাঁড়িয়েছে দরজা আড়াল করে।

অস্বস্তি কাটাতে গুনগুন করে 'আমার সোনার বাংলা'র সুর ভাঁজতে শুরু করল রানা। ত্যাড়া চোখে ওকে দেখল একজন। তার বোধহয় সুরের জ্ঞান আছে।

তেতলায় থামল লিফট। একটা হলওয়ে ধরে রানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন নিবিষ্টচিত্ত সেক্রেটারিকে পাশ কাটাল ওরা, ঢুকল সুন্দর করে সাজানো একটা বিলাসবহুল অফিসঘরে। ওক কাঠের বিরাট একটা ডেস্ক ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের উপস্থিতিকে খাটো করে দিয়েছে। ওটার পিছনে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু তিনটে জানালা। তার পিছনে সরু ব্যালকনি। নীচে রাস্তা।

মিস্টার রিখেন অত্যন্ত সুদর্শন ভদ্রলোক, ডেস্কের পিছনে বসে একটা কম্পিউটার প্রিন্টআউটের উপর চোখ বুলাচ্ছেন।

'মিস্টার রানা,' ঘোষণার সুরে বলল ষণ্ডাদের নেতা।

যেন বাকি দু'জন এই ঘোষণার জন্যই অপেক্ষা করছিল, দু'পাশ থেকে রানার দু'দিকে চেপে এলো তারা, দ্রুত হাতে সার্চ করে ওয়ালথারটা খুঁজে পেয়ে বের করে নিল। ডেস্কের উপর রাখা হলো ওটা। স্টিলেটো পাওয়া গেল এবার। ওটাও স্থান পেল পিস্তলের পাশে।

দলের নেতা এবার মিস্টার রিখেনের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়ল। মিস্টার রানা এখন কলুষমুক্ত।

এই আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর গম্ভীর চেহারায় রানার দিকে তাকালেন মিস্টার রিখেন। 'গুড। এবার আমরা সবাই স্বস্তি পাব। বসুন, মিস্টার রানা?' হাতের ইশারায় সামনের চামড়ামোড়া চেয়ারগুলো দেখালেন তিনি। নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'খুব খুশি হয়েছি আপনি এসেছেন, মিস্টার রানা। বিশেষ করে এতো স্বল্পসময়ের নোটিশে আসাটা সত্যি অবাক করার মতো।'

'বিশ্বাস করে চলে এসেছি,' হাসল রানা। 'সুইস কোন ব্যাঙ্কারকে যদি বিশ্বাস

করতে না পারি, তা হলে দুনিয়ায় আর কাকে বিশ্বাস করব, বলুন!'

মৃদু হাসলেন রিখেনও, একটা বোতামে টিপ দিলেন। সেক্রেটারি ঢুকল ঘরে, একটা কার্ট ঠেলে আনছে। ওটার উপর একটা ধাতব ব্রিফকেস আর সিগারের প্যাকেট রাখা। প্যাকেটটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। হাভানা। আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা, পকেট থেকে দেশী বেনসনের প্যাকেট বের করে একটা ধরাল। মিস্টার রিখেন একটা সিগার নিলেন, না ধরিয়ে নামিয়ে রাখলেন অ্যাশট্রের হোল্ডে।

'ধন্যবাদ, জিলিয়ান।' রানার দিকে তাকালেন আবার। 'টাকাগুলো আদায় করা সহজ হয়নি, তবে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে পুরোটাই। সার মাহতাব খুশি হবেন, কি বলেন?'

ব্রিফকেসটা কার্ট থেকে তুলল জিলিয়ান, রানার কোলের উপর আস্তে করে নামিয়ে রেখে খুলল। ঠোঁটে ধরে রেখেছে মধুর হাসি।

ব্রিফকেস পঞ্চাশ পাউন্ড স্টার্লিঙের নোটে বোঝাই।

'বর্তমানের বিনিময় রেট অনুযায়ী পুরো টাকাটাই আছে। এই যে স্টেটমেন্ট।' রানার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল জিলিয়ান। ওটা এক পলক দেখল রানা। সংখ্যাটা অদ্ভুত লাগল। পেনির হিসাবও দেওয়া আছে। ৩,৩০,০০৩·০৩ পাউন্ড।

'আমার হিসেব পরীক্ষা করে দেখতে চান?' রিনরিনে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জিলিয়ান।

'না, না,' মৃদু হাসল রানা। 'আমি জানি আপনার হিসেবে কোন ভুল নেই।' ব্রিফকেসটা বন্ধ করল ও।

মিস্টার রিখেন হাতের ইশারা করলেন, সেক্রেটারি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বললেন, 'আগেই বলেছি, পুরো টাকাই জোগাড় করা গেছে।'

স্টেটমেন্টটা পকেটে রেখে দিল রানা, ধীর হাতে চোখ থেকে চশমাটা নামাল, ঘোরাচ্ছে দু'আঙুলে ওটার ডাণ্ডি ধরে। অপলক চোখে কিছুক্ষণ দেখল ব্যাঙ্কারকে, তারপর গম্ভীর চেহারায় বলল, 'আমি শুধু টাকার জন্যে আসিনি। বিএসএস-এর একজন এজেন্ট মারা গেছে, তার ব্যাপারে খোঁজ নেয়াও আমার একটা দায়িত্ব।' আরেক পকেট থেকে ডাবল-ও-টুয়েলভের একটা ছবি বের করে মিস্টার রিখেনের সামনে ডেস্কের উপর রাখল ও। 'এ-ব্যাপারে আপনি অবশ্যই জানেন। যেহেতু তথ্যটা যারা বিক্রি করেছিল তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। তারাই একে খুন করেছে। আমি জানতে এসেছি খুনটা কে করেছে।'

একটা ভ্রূ উঁচু করলেন রিখেন, যেন বিস্ময় কীভাবে প্রকাশ করবেন বুঝতে পারছেন না, রানার কথার মানে তাঁর কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। ছবির দিকে একবার তাকালেন। হিসাব করে রাখা নির্ধারিত সময়টা শেষ হওয়ার পর আস্তে করে মাথা নাড়লেন। আফসোস করে টাকরায় আওয়াজ করে বললেন, 'চুকচুক। সত্যি মারা গেছে লোকটা? খুবই দুঃখজনক।'

চুপ করে তাকিয়ে আছে রানা ব্যাঙ্কারের চোখে।

এক আঙুল তুলে নাড়লেন রিখেন। 'তবে এর ব্যাপারে আর কিছু না জানলেও একটা কথা আমি জানি। এক রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জিনিসটা চুরি করেছিল লোকটা।'

কথাটা বলে রিখেন এমন ভাবে তাকালেন যেন এতেই খুনির অপরাধ মাফ হয়ে গেছে।

'আমি একটা নাম জানতে চাই, মিস্টার রিখেন,' নিচু গলায় বলল রানা, মেজাজটা খারাপ হতে শুরু করেছে।

রিখেনের দাঁত কেলানো কপট হাসি দেখে মনে হলো টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার ইচ্ছে আছে। 'ব্যাপারটা একটু বিবেচনা করে দেখুন, মিস্টার রানা। আমি একজন সুইস ব্যাঙ্কার। নিশ্চয়ই আমার অবস্থানটা বুঝতে পারছেন?'

'তা হলে আপনি নিরপেক্ষ?' ভ্রূ নাচাল রানা।

'আমি শুধুই একজন মধ্যস্থতাকারী, মিস্টার রানা। একজন ভদ্রলোকের হয়ে তাঁর টাকা সংগ্রহ করে ফিরিয়ে দিচ্ছি, ব্যস।'

পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে থাকল রানা আর মিস্টার রিখেন, কেউ চোখ সরাতে রাজি হচ্ছে না। রিখেনের মেকি হাসিটা মিলিয়ে গেছে হঠাৎ করেই, যেন এক হাজার ওয়াটের একটা বাতি নিভে গেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘরের নীরব পরিবেশটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তিন ষণ্ডাও টের পেয়েছে তফাৎটা। তারা তৈরি।

খুকখুক করে কাশলেন রিখেন। 'আমি আপনাকে টাকাগুলো নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছি, মিস্টার রানা।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানার চেহারা, ধীর গলায় বলল, 'আর আমি আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি প্রাণে বেঁচে থাকার, মিস্টার রিখেন।'

'আপনার বোধহয় নিজের বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই,' হাতের ইশারায় রানার পিছনে দাঁড়ানো তিন পালোয়ানকে দেখাল ব্যাঙ্কার। 'একজন ব্যাঙ্কার হিসেবে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে প্রতিপক্ষের সংখ্যা আপনার অনুকূলে নেই।' যে-লোকটা রানার উপস্থিতি ঘোষণা করেছিল তার উদ্দেশে মাথা নেড়ে ইশারা করল রিখেন। সঙ্গে সঙ্গে শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা হাই-পাওয়ার ব্রাউনিং নাইন এমএম পিস্তল বের করল লোকটা।

'আপনি বোধহয় আমার অবস্থানের ব্যাপারে ভুল ভাবছেন,' বলল রানা, চশমাটা আবার নাকের উপর চাপিয়ে নিয়ে ফ্রেমে সাবধানে আঙুল বোলাল।

সন্দেহের চকিত ছায়া খেলে গেল রিখেনের চেহারায়। চশমার ডাণ্ডিতে ছোট্ট একটা গুঁটলি আছে, ওটার উপর আঙুল রাখল নির্বিকার রানা, আস্তে করে চাপ দিল।

টেবিলে রাখা ওয়ালথার পিপিকের বাঁটের ভিতর রাখা ছিল শামশের আলীর তৈরি চার্জ, চড়াৎ শব্দ করে বজ্রবিদ্যুতের মতো প্রখর আলো বিকিরণ করল ওটা। বিশেষ চশমা পরা রানা ছাড়া প্রত্যেকের চোখ ধাঁধিয়ে দিল উজ্জ্বল আলো। জিনিসটা ডাইভার্শন তৈরির জন্য। সামান্য সময় করে দেওয়া। তিন পালোয়ান এবং ব্যাঙ্কার চমক সামলে নেওয়ার আগেই লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, পিস্তলধারী অপ্রস্তুত ষণ্ডার গলায় কারাতের কোপ ঝাড়ল এক হাতে, আরেক হাতে খপ করে ধরে কেড়ে নিল পিস্তলটা। ট্রিগারে টান পড়ায় গুলি বেরিয়ে গেল একটা। ডেস্কের পিছনের একটা জানালার কাঁচ চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ল।

পিস্তলধারী পিছন দিকে পড়ে যাচ্ছে অজ্ঞান হয়ে। ধপ করে শব্দ হলো শিথিল দেহটা কার্পেটের উপর পড়ায়। সময় নষ্ট না করে দ্বিতীয় গুণ্ডার মুখে একটা কারাতে কিক্ ঝেড়ে দিল রানা। তৃতীয় লোকটা ষাঁড়ের মতো নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ ছেড়ে রানার দিকে তেড়ে এলো। দ্রুত এক পাশে সরে গেল রানা, এক হাতে লোকটার কাঁধ আঁকড়ে ধরল, তারপর তারই গতি কাজে লাগিয়ে ঠেলে দিল সামনে। চেয়ারে হোঁচট খেয়ে টেবিলের উপর দিয়ে পিছলে গিয়ে একটা নিচু কাবার্ডে গুঁতো খেয়ে থামল সে। রানা ততোক্ষণে উঠে পড়েছে টেবিলের উপর। ওপাশে নেমে ব্যাঙ্কারের চোয়ালে ঠেসে ধরল ধার করা পিস্তলের মাজল।

পুরোটা ঘটতে সময় লেগেছে ছয় সেকেন্ড।

বিস্ফারিত হয়ে গেছে রিখেনের চোখ। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না কী ঘটেছে। চিন্তাভাবনার কোন সময়ই পায়নি সে। নড়বার আগেই ঘটে গেছে যা ঘটবার।

'মনে হচ্ছে এখন আর আমার অবস্থান নিয়ে আপনার মনে কোন সন্দেহ নেই,' বড় করে শ্বাস নিয়ে বলল রানা। 'এবার নামটা?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্যাঙ্কারের চেহারা। মুখ খুলে তোতলাল। 'বব্...বলতে পাপ্...পারব না। আমাকে...'

'তিন পর্যন্ত গুনব আমি,' বলল রানা। রিখেনের গালের উপর পিস্তলের মাজলের চাপ আরও বাড়াল, আস্তে আস্তে ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াচ্ছে।

'ঠি-ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ভয়ে গলা কেঁপে গেল ব্যাঙ্কারের, চোখের কোণে রানার ট্রিগারে রাখা আঙুলটা দেখছে। 'কিন্তু আমাকে বাঁচাতে হবে আপনার। নইলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!'

'সাধ্য মতো করব আমি,' বলল রানা। 'এবার মুখটা খুলুন।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্যাঙ্কার। চোখ দুটো দেখে মনে হলো পিংপং বল, এখনই লাফ দিয়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। কোটের দুই ল্যাপেলের ফাঁকে সাদা শার্টে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে টকটকে লাল রং। চমকে গিয়ে চেয়ারের পিছনটা দেখল রানা। ভাঙা জানালা দিয়ে নিঃশব্দে এসেছে বুলেট, চেয়ার ভেদ করে ব্যাঙ্কারের মেরুদণ্ডের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

চেয়ারে কাত হয়ে গেল রিখেন। এখন আর খোলা চোখের পলক পড়ছে না। এদিকে সামলে নিয়েছে দ্বিতীয় গুণ্ডা, পিস্তলটাও বের করে ফেলেছে শোল্ডার হোলস্টার থেকে। তাক করা হয়ে গেছে, এবার ট্রিগারে চেপে বসছে তার আঙুল। চোখ কুঁচকে রানাকে দেখছে। ব্রাউনিং ঘোরানোর ফাঁকে তার বুকের বাঁ পাশে গোল একটা ছোট্ট লাল আলো দেখতে পেল রানা। ঝনঝন করে জানালার কাঁচ ভেঙে গেল। আরেকটা জানালা দিয়ে আবার গুলি এসেছে!

ঠিক হৃৎপিণ্ডে বিঁধেছে বুলেট। পড়ে গেল লোকটা। মাথা নিচু করে টেবিলের পাশে বসে পড়ল রানা, ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কোত্থেকে গুলি আসছে দেখতে। রাস্তার উল্টোপাশের বাড়িটা হোটেল। ব্যালকনি আর জানালার কোন অভাব নেই। আততায়ী কোন্ জানালা থেকে হামলা করেছে বোঝা গেল না।

দূরে পুলিশের সাইরেনের মৃদু ওঁয়াওঁ-ওঁয়াওঁ শুনতে পেল ও। সেক্রেটারি দেরি

করেনি পুলিশে খবর দিতে। সরে পড়তে হবে দ্রুত। দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থামল রানা। ওপাশে লোকজনের চিৎকার আর ছুটাছুটির আওয়াজ হচ্ছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে দরজার বোল্ট আটকে দিল ও, তারপর জানালার দিকে আবারও তাকাল ভ্রূ কুঁচকে । স্নাইপার আর গুলি করছে না কেন? ঘরের ভিতর নজর বুলাল। কাবার্ডে গুঁতো খাওয়া তৃতীয় লোকটা নড়ছে মেঝেতে।

রানা বুঝতে পারছে, স্নাইপার ওকে টার্গেট করে গুলি করেনি। করলে এখনও বেঁচে থাকত না ও। সেক্ষেত্রে ব্যালকনি হতে পারে এখান থেকে বের হওয়ার ভাল একটা পথ।

ভাঙা জানালা দিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস ঢুকছে ঘরে। পর্দাগুলো দুলছে। দ্রুত চিন্তা করল রানা, ব্যস্ত হাতে খুলে ফেলল কয়েকটা পর্দা, গিঁঠ দিয়ে লম্বা করল, তারপর ডেস্কের পায়ার সঙ্গে এক পাক ঘুরিয়ে এনে এক প্রান্ত বেঁধে ফেলল মেঝেতে পড়ে থাকা ষণ্ডার একপায়ে।

দরজার ওপাশে স্প্যানিশ ভাষায় ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। দরজা পেটানো হচ্ছে দমাদম।

টেবিল থেকে ওয়ালথার পিপিকে আর স্টিলেটো নিয়ে পকেটে পুরল রানা, টাকা-ভরা ব্রিফকেসটা হ্যান্ডেল ধরে পর্দার আরেকপ্রান্ত তুলল মেঝে থেকে। জানালা টপকে চলে গেল ব্যালকনিতে। ব্রিফকেসটা কোমরের বেল্টে হুকের সঙ্গে আটকে নিয়ে নামতে শুরু করল নীচে।

বিবশ গুণ্ডার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যাচ্ছে। খেয়াল করল সে, তার পায়ে বাঁধা পর্দা সোজা চলে গেছে জানালা পার হয়ে ব্যালকনির দিকে! পর্দায় টান পড়তেই বাঁচার তাগিদে প্রাণপণে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সে টেবিলের পায়া।

আরেকটু টান পড়তেই আতঙ্কিত লোকটার হাতে মড়াৎ করে ভেঙে গেল ওটা। রানার ওজন লোকটাকে ছেঁচড়ে টেনে নিল জানালার দিকে। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থামল সে। মড়মড় করে একটা শব্দ হলো। দরজা ভেঙে পড়ছে। হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকল ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা।

পর্দা বেয়ে অনেকদূর নেমেছে রানা, দশফুট বাকি থাকতে লাফ দিয়ে ফুটপাথে নামল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। দু'একটা গাড়ি চলাচল করছে শুধু। গোলাগুলির আওয়াজে যে যার মতো সরে পড়েছে সতর্ক পথচারীরা। অসতর্ক দু'জন লোক হেঁটে আসছিল এদিকে, আকাশ থেকে রানাকে পড়তে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর পাশের একটা অফিস-বাড়িতে ঢুকে গেল চট্ করে।

পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ এখন অনেক কাছে চলে এসেছে।

যে-বিল্ডিং থেকে গুলি করা হয়েছে, সেটার দিকে একবার তাকাল ও। কেন ব্যাঙ্কারের ঘর থেকে ও জীবিত বের হতে পারবে সেটা নিশ্চিত করল কেউ? ব্রিফকেস হাতে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা, দুই মিনিটের মাথায় একটা বাঁক ঘুরে অন্য রাস্তায় পড়ল। ঠিক করে নিল টাইয়ের নট, তারপর হাতের ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল পিছনের সিটে। কয়েকটা পুলিশের গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল দ্রুত। নির্দেশ পেয়ে হোটেল হিলটনের দিকে রওনা হলো ট্যাক্সি।

রাত ঠিক নটায় লন্ডন পৌঁছে গেল রানা।

*

সুইস-ব্যাঙ্কের উল্টোদিকের হোটেলে ঢুকল জিলিয়ান। বারকয়েক ঢোক গিলল। পা কাঁপছে হাঁটুর কাছটায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল মেয়েটা। ব্যাঙ্কারের অফিসের সমান্তরালে একটা সুইটে ঢুকল। যার কাছে এসেছে তাকে সে যমের মতো ভয় পায়। বাইরের ওই খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়ানো লোকটা যেন আস্ত একটা পিশাচ!

আকৃতির বিচারে লোকটাকে বিরাট বলা যাবে না। একহারা গড়ন, মাঝারী উচ্চতা; দড়ির মতো পাকানো পেশি তার, প্রয়োজনে নড়াচড়ায় চিতার ক্ষিপ্রতা আসে, কিন্তু এমনিতে বিশ্রামরত সিংহের মতোই গম্ভীর আর ধীরস্থির। অ্যানথ্রাসাইট রত্ন সদৃশ কালো তার চোখ দুটো। এক সময় অত্যন্ত সুদর্শন ছিল মানুষটা, কিন্তু এখন কপালের এক পাশে দগদগে লাল লম্বা ক্ষত-চিহ্নটার কারণে চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষত-চিহ্নটা তার চকচকে ন্যাড়া মাথার আকৃতিও বদলে দিয়েছে।

বিশ্রী একটা চিহ্ন। মুখের ভাবে সামান্য পরিবর্তন এলেও কিলবিল করে নড়েচড়ে ওঠে ওটা। দেখলে মনে হয় চামড়ার নীচে চলেফিরে বেড়াচ্ছে কোন পোকা, অথবা চিহ্নটা যেন নড়ে ওঠা পিচ্ছিল সরীসৃপ। ডানচোখের পাতাটা সামান্য ঝুলে পড়েছে। পলক পড়ে না ওই চোখের। ডানদিকের ঠোঁটও নীচে বেঁকে আছে। হাসতে পারে না সে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সে যেন আলাদা দু'জন মানুষের দুই টুকরো চেহারার মালিক। দুর্ভাগা এক সিরিয়ান ডাক্তার বলেছিল, তার এই অবস্থাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় বলে বেল্‌স্‌ পোল্‌যি।

পিছনে দরজা খুলবার শব্দ পেয়েও নড়ছে না লোকটা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে লেযার-সাইট আর সাইলেন্সার লাগানো একটা গ্যাস অপারেটেড বেলজিয়ান এফএন ফ্যাল স্নাইপার রাইফেল। একটা ট্রাইপডে বসে আছে ব্যাঙ্কারের অফিসের দিকে তাক করা বিনকিউলার। বিলবাও পুলিশ এখন ওই অফিসের ভাঙা জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখছে।

'মিস্টার তুখোরভ…' ফিসফিস করল জিলিয়ান।

চেহারা দেখে মনে হলো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে কর্নেল। বুড়ো আঙুল দিয়ে ডানহাতের তর্জনী ডলল কিছুক্ষণ, তারপর নখ দিয়ে জোরে টিপ দিল। নেই…সামান্যতম অনুভূতিও নেই। হাতটা মুখের কাছে এনে কামড় দিল তালুর প্রান্তে। বরাবরের মতোই এবারও কোনকিছু টের পেল না সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে দেখল খানিক, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'নাম কী ওর? মাসুদ রানা?'

ঢোক গিলল জিলিয়ান। 'জী।'

আস্তে করে মাথা দোলাল কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ, যেন মাসুদ রানার ব্যাপারে সবই জানে। ব্যালকনি ছেড়ে ঘরের ভিতর ঢুকল সে, বার থেকে একটা ওয়াইনের বোতল নিয়ে গ্লাসে ঢালল লালচে তরল। এক ঢোক গলায় ঢেলে বলল, 'ঠিক আছে, জিলিয়ান, নামটা ঠিক মতো জানাই দরকার ছিল। আপাতত আমি মাসুদ রানার হাতেই কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি।'

দুই

পরদিন সকাল। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের হেডকোয়ার্টার। লন্ডন।

গবেষণাগারে শামশের আলীর পাশে দাঁড়িয়ে ব্রিফকেসটা খুলল রানা, পাউন্ডের বান্ডিলগুলো বের করতে শুরু করল। ওগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে থ্রী ডাইমেনশনাল নীল রে দিয়ে। শামশের আলী ব্রিফকেসটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। 'কী পাওয়া যায় পরে জানাব আমি।'

'কী পাবেন আশা করছেন?'

'আঙুলের ছাপ। নোটগুলোও দেখতে হবে। অনেক টাকা। আধঘণ্টা লাগবে অন্তত।'

বিএসএস চীফের অনুরোধে পাগলা প্রফেসরকে কিছুদিনের জন্য ধার দিয়েছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। ছয়মাস শামশের আলী থাকবেন বিএসএস গবেষণাগারের বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে; কিছু শিখবেন, কিছু শেখাবেন, তারপর ফিরে যাবেন দেশে।'

একজন সেক্রেটারি ঢুকল গুহার মতো বিরাট ঘরে, রানার সামনে এসে দাঁড়াল। 'মিস্টার লংফেলো আপনাকে খুঁজছিলেন, মিস্টার রানা।'

মহিলার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এলো রানা, লিফটে উঠে চলে এলো ফিফ্‌থ্ ফ্লোরে, তারপর নক করে ঢুকল মার্ভিন লংফেলোর নতুন অফিসে। ভিতরে বিএসএস চীফ ছাড়াও আরও একজন ভদ্রলোক আছেন।

মার্ভিন লংফেলো ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রানাকে। 'ইনি সার মাহতাব। আর, নিশ্চয়ই বলতে হবে না, সার মাহতাব, এ-ই সেই মাসুদ রানা।' হাসলেন তিনি।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন সার মাহতাব। করমর্দন করল রানা। ভদ্রলোকের হাত ধরবার আন্তরিক ভঙ্গিটা ভাল লাগল রানার। শক্ত করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিল।

সার মাহতাব সামনে থেকে দেখতে সত্যিই ভাল, স্বীকার করল রানা। কন্ট্রর বুড়োর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে, ধরতে পারল না। তাঁর কোটের ল্যাপেল-পিনটা ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। সাপের চোখের মতো চকচকে ওটা, নিশ্চয়ই অসম্ভব দামি।

'আপনি বাঙালী জেনে খুব ভাল লাগল। আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা,' গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন সার মাহতাব। 'আমি ঠকতে পছন্দ করি না। ওরা আমাকে ঠকিয়েছিল।' মার্ভিন লংফেলোর দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি তা হলে উঠি, মিস্টার লংফেলো। ওগুলো নিয়ে যাচ্ছি তা হলে। বারোটায় একটা মীটিং আছে, অ্যাটেন্ড করতেই হবে।'

তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন মার্ভিন লংফেলো, ভদ্রলোক রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর রানাকে

বসতে ইশারা করলেন। ও বসবার পর বললেন, 'হোটেলের কামরা চেক করে দেখা হয়েছে, স্নাইপারের রেখে যাওয়া কোনও চিহ্ন নেই। লোকটা প্রফেশনাল।' বেয়ারাকে দিয়ে এক লিটার ঠাণ্ডা কোক আনালেন লংফেলো। যতক্ষণ না দুটো গ্লাসে ঢেলে দিয়ে বেয়ারা কামরা থেকে বেরিয়ে গেল, ততক্ষণ গম্ভীর চেহারায় বসে থাকলেন চুপচাপ, তারপর সামনে রাখা ফাইলটা রানার দিকে ঠেলে দিলেন। 'সার মাহতাবের সেই তথ্যগুলো। ক্লাসিফায়েড।'

'কী বিষয়ে তথ্য?' টাম্বলার থেকে দু'টুকরো বরফ ছাড়ল রানা গ্লাসে, তারপর ছোট্ট একটা চুমুক দিল।

'রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট। সংস্থাটার কাজ হচ্ছে বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের নিউক্লিয়ার আর্সেনাল নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে কম্পিউটার ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকানো।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'মিস্টার মাহতাবের কী দরকার ছিল এ-তথ্যের?'

'দরকার ছিল না,' বললেন মার্ভিন লংফেলো। 'ভুল খবর পেয়ে কেনেন। তিনি ভেবেছিলেন রিপোর্টগুলো টেরোরিস্টদের ধরতে বা ঠেকাতে সাহায্য করবে। কাযাকস্তান, আযারবাইযানের উপর দিয়ে নতুন পাইপলাইন বসাচ্ছেন তিনি। কিন্তু হামলা করছে কিছু টেরোরিস্ট। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে লেগে গেছে তাঁর। তারা কিছুতেই পাইপলাইন বসাতে দিতে রাজি নয়। প্রায়ই বিস্ফোরক দিয়ে লাইনের ক্ষতি করছে, কাজে পিছিয়ে দিচ্ছে তাঁকে বারবার। সার মাহতাব ভেবেছিলেন রিপোর্টে কুচক্রী অপরাধী-নেতাদের দুষ্কর্মের নিরেট প্রমাণ থাকবে, সেগুলো নিয়ে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যাবেন। তথ্যগুলো হাতে পাওয়ার পর বুঝলেন ওগুলো রাশান নিউক্লিয়ার বোমা সংরক্ষণ সংক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেন তিনি। সব পুরোনো তথ্য। আমাদের আগেই জানা ছিল ওসব।'

রানার গ্লাসে দেওয়া বরফের টুকরো অনেকক্ষণ ধরে প্রায় নিঃশব্দে হিসহিস করছে। বরফের গা গরম তেলের মতো বলকাচ্ছে, অস্বাভাবিক দ্রুত গলছে। কিন্তু দু'জনের কেউই খেয়াল করছে না সেটা।

গ্লাসটা তুলে আবার চুমুক দিল রানা, এখনও চোখে পড়ল না ওর ব্যাপারটা।

'আচ্ছা,' বলল রানা। 'তা হলে কী দাঁড়াল? সার মাহতাব আপনাকে একটা ফালতু রিপোর্ট ফিরিয়ে দিলেন, তারপর খবর এলো তাঁর টাকা ফেরত পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ। তাঁকে জানানো হলো, সার মাহতাব যোগাযোগ করে নিজে গেলে বা কাউকে পাঠালেই স্পেনের ওই সুইস ব্যাঙ্ক থেকে টাকাগুলো ফেরত পেয়ে যাবেন।'

'এসবের সঙ্গে বিএসএস জড়াল কেন?'

'ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। ওঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন আমার আত্মীয়া। তা ছাড়া ওঁর সৎ মেয়ে সাবরিনাকে যখন কিডন্যাপ করা হয়, তার পর থেকেই উনি আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন, প্রয়োজনে পরামর্শ চান। এবারও আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম ডাবল-ও- টুয়েলভের মৃত্যুর সঙ্গে রিপোর্টের যখন সম্পর্ক আছে, তো আমরাই ব্যাপারটা ডিল করি। সেজন্যই আমরা টেকওভার করি।'

'গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় লাগছে,' বলল রানা। 'কেউ একজন চেয়েছে আমি যেন টাকাগুলো নিয়ে ওই ব্যাঙ্ক থেকে জীবিত বের হতে পারি। আমার নিরাপত্তা তার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্বিচারে খুন করেছে সে আমাকে রক্ষা করবার জন্যে। কেন?' আপনমনে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ডলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, বুদ্বুদ উঠছে আঙুলের ভেজা-ভেজা জায়গাটা থেকে। গ্লাসের দিকে তাকাল ও। জোড়া লেগে যাওয়া বরফের টুকরো দুটো গরম পানি ঢাললে যেমন গলে, তেমনি করে গলছে!

ব্যাপার কী! আঙুলটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকল ও। গন্ধটা চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। হুড়মুড় করে চেয়ার ছাড়ল রানা, গলা কেঁপে গেল সামান্য। 'মিস্টার লংফেলো! সার মাহতাব! টাকাগুলো আসলে বোমা!'

প্রায় দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, ছুটছে। দরজা খুলে ছিটকে বের হলো। ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে দ্রুত নির্দেশ দিলেন লংফেলো, 'বারবারা, সার মাহতাবকে ঠেকাও! যেতে দিয়ো না কোথাও!'

বিএসএস-এর এক কর্মচারীর সঙ্গে বিল্ডিঙের সিকিউরিটি এরিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন সার মাহতাব, জানেন না কী ঘটতে চলেছে। টাকাগুলোর কথা ভাবছেন তিনি। ওগুলো প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে সিকিউরিটি বারের ওদিকে রাখা হয়েছে। একজন অফিসার আরেকটা ব্যাগ হাতে এগিয়ে এলেন, তাঁর পিছনে শামশের আলী। পাগলা বিজ্ঞানী বললেন, 'টাকাগুলো এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।'

হাতের ঝাপটায় কথাটা উড়িয়ে দিলেন সার মাহতাব। 'পুরোটা আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। বিএসএস-এর সততাকে অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

শামশের আলী কিছু বলতে হাঁ করেছিলেন, কিন্তু অফিসার তাঁকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিলেন। তিনি চাইছেন না ব্রিটেনের অন্যতম ক্ষমতাশালী কারও সঙ্গে শামশের আলী তর্কে জড়িয়ে পড়ুন। বিশেষ চাবি দিয়ে দরজা খুলে বার সরিয়ে নিজের ব্যাগের ভিতর টাকাগুলো ভরলেন তিনি, সার মাহতাবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'ধন্যবাদ,' ব্যাগটা নিলেন সার মাহতাব। 'বেশ ভারী তো!' বিএসএস-এর কর্মচারীকে নিয়ে বাইরে যাওয়ার করিডরের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের কাজের জায়গায় ফিরে গেলেন শামশের আলী, মাথা থেকে অন্য সব চিন্তা সরিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর নতুন বোট পানির তলা দিয়ে যাওয়ার সময় আরও গতি বাড়াতে পারবে কীভাবে।

ওদিকে বিশাল বাড়িটার ভিতর শর্টকাট পথে সার মাহতাবের কাছে পৌঁছুনোর জন্য শামশের আলীর ল্যাবরেটরির ভিতর দিয়ে ছুটছে রানা। শামশের আলীকে দেখতে পেল, একটা বিদঘুটে চেহারার বোট নিয়ে ব্যস্ত তিনি। রানাকে ছুটে পাশ কাটাতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দৌড়াচ্ছেন কেন, আগুন লেগেছে নাকি?'

জবাব দিল না রানা, একটা বাঁক ঘুরে তিন ধাপ সিঁড়ি টপকাল, ছুটল

সিকিউরিটি এরিয়ার দিকে। সামনে লোক দেখে চিৎকার করল, 'সার মাহতাবকে ঠেকান!'

অনেক দূরে আছেন সার খন্দকার আজহার মাহতাব। হাঁটতে হাঁটতে উদ্ধার করা টাকাগুলোর কথা ভাবছেন। তারপর অয়েল পাইপলাইনের চিন্তা ঢুকল তাঁর মাথায়। খেয়াল করলেন না তাঁর কোটের ল্যাপেল-পিন মৃদু গুঞ্জন শুরু করেছে।

'থামুন!' সার মাহতাবের পনেরো ফুটের মধ্যে চলে এসেছে রানা। 'টাকার ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিন!'

কথাটা কানে গেছে সার মাহতাবের, ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেন তিনি ভ্রূ কুঁচকে। ঠিক তখনই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা কমপ্লেক্স। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ছাদের একটা অংশ। আগুনের শিখা আর ধোঁয়ায় ভরে গেল চারপাশ।

শকওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কায় বিশ ফুট দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল রানা। কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সারাশরীরে ব্যথার ঢেউ টের পেল। বিশেষ করে বাম কাঁধের কাছে।

ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় মিষ্টি-পানির লেক লক লোমন্ড। বিখ্যাত সব লেখকদের ভিড় লেগে থাকে ওখানে। গত এক শতাব্দী ধরে ওটা তাঁদের প্রিয় একটা অবসর বিনোদন কেন্দ্র। ওখানে বিরাট খামারবাড়ি আছে সার মাহতাবের। কুলখানির আয়োজন করা হলো সেখানেই।

দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক লোমন্ডে হাজির হলেন শোকাহতরা। যাঁর-যাঁর ক্ষেত্রে বিরাট অবস্থানের মানুষ তাঁরা। ক্ষমতাশালী, ধনী এবং বিখ্যাত। প্রত্যেকের পরনে শোকের কালো পোশাক।

একটু দেরি হলো রানার পৌঁছুতে, মিলাদ শেষ হয়ে গেছে তখন। ওর বামহাতটা গলার কাছ থেকে একটা স্লিঙে বাঁধা। বিস্ফোরণের ফল। বাম কাঁধের কলার বোন জখম হয়েছে।

অন্যান্যদের সঙ্গে বাড়ির লিভিংরুমে বসল ও।

সবার সঙ্গে দেখা করছে সাবরিনা ম্যাকেনরো। ওর মনোযোগ কেড়ে নিল মেয়েটা। শুধু যে অসাধারণ সুন্দরী, তা-ই নয়, চেহারায় দেবীসুলভ সৌম্য-শান্ত কী একটা যেন আছে। যথেষ্ট লম্বা সে। কাঁধে লুটাচ্ছে রেশমী বাদামী চুল। মায়াবী পটলচেরা চোখ দুটোও বাদামী, তাতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ঠোঁট দুটো যেন কোন দক্ষ ভাস্করের তৈরি, কেমন অভিমানী-অভিমানী একটা ভাব এনে দিয়েছে অপূর্ব সুন্দর কোমল চেহারায়।

অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করল রানা। খবরের কাগজে মেয়েটির ছবি দেখেছে ও, তবে সামনে থেকে আগে কখনও দেখেনি। ছবিতে সাবরিনার সত্যিকার সৌন্দর্য বোঝা যায় না। কতো হবে বয়স? বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। কিন্তু আচরণে মনে হয় অন্তত ত্রিশ। বাদামী চোখের অন্তরালে কী যেন দুঃখ লুকিয়ে আছে, অনুভব করা যায়, অনেক কষ্ট পেয়েছে ও জীবনে। চেহারায় বিষাদের ছায়া। সেটা শুধুই যে সার মাহতাব এভাবে হঠাৎ মারা যাওয়ায়, তা নয়।

চোখ সরাতে পারছে না রানা। সাবরিনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন অনেকে। মৃদু মাথা

ঝাঁকিয়ে শুনছে সে। মার্ভিন লংফেলো জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। কপালে চুমু দিলেন। হাত বুলিয়ে দিলেন মাথায়। সাবরিনার প্রতি ভদ্রলোকের পিতৃসুলভ স্নেহ স্পষ্ট অনুভব করতে পারল রানা।

ধীর পায়ে মার্ভিন লংফেলোর পাশে হাঁটছে সাবরিনা। মাঝে মাঝে থামছে, এর-ওর সঙ্গে কথা বলছে।

এক সময় আনুষ্ঠানিক শোকপ্রকাশ শেষ হয়ে গেল, বাইরে বেরিয়ে এলো সবাই। লেকের ধারে মার্ভিন লংফেলোর সঙ্গে দাঁড়াল বিষণ্ন সাবরিনা। মনের ভিতর একটা অপরাধবোধ অনুভব করল রানা, তারপর সেই জায়গা দখল করল অস্বস্তি। কেন তা ও জানে না।

ব্যাগের টুকরো আর পাউন্ডের কুচি ছাড়া আর কিছু পায়নি বিএসএস-এর ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট। এসব থেকে জানা গেছে টাকাগুলো ইউরিয়া দিয়ে ভেজানো হয়েছিল, তারপর শুকিয়ে নিয়ে বান্ডিল বাঁধা হয়। জিনিসটাকে সার-বোমাও বলা যেতে পারে। রানার টাকা স্পর্শ করা হাতে যখন পানি লাগে, তখনই কেমিকেল রিয়্যাকশন শুরু হয়ে যায়।

কুলখানি থেকে ফিরেই বিএসএস কর্মকর্তাদের মীটিং ডেকেছেন মার্ভিন লংফেলো। রানাকেও থাকতে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। নিজেকে এখনও একটু দায়ী ভাবছে রানা। আরেকটু আগে যদি বরফ খণ্ডটা খেয়াল করত!

হাজির আছেন বিজ্ঞানী শামশের আলী। 'দূর থেকে ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে ফাটানো হয়েছে বোমাটা,' বললেন তিনি। 'একটা পাউন্ডের কাউন্টারফিটিং ঠেকানোর স্ট্রিপ সরিয়ে ফেলা হয়, তার জায়গায় রাখা হয় ম্যাগনিযিয়াম স্ট্রিপ। ডেটনেটর হিসেবে কাজ করে ওটা।'

বিস্ফোরণে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া সার মাহ্‌তাবের ল্যাপেল-পিনটা টেবিল থেকে তুলে দেখালেন তিনি। ভিতর থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ উঁকি মারছে এখন। 'সার মাহ্‌তাব এমনই একটা ল্যাপেল-পিন ব্যবহার করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ওটা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তবে আমরা এখন যেটা দেখছি সেটা আসলটা না। ট্র্যান্সমিটার যখনই সিগনাল দিল নকল ল্যাপেল পিনকে, ওটা সঙ্কেত পৌঁছে দিল পাউন্ডের ম্যাগনিযিয়াম স্ট্রিপে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল বিস্ফোরণ।'

একটা সুইচ টিপলেন মার্ভিন লংফেলো। দেয়ালের স্ক্রিনে ধ্বংসের ছবি দেখা গেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সব।

'প্রশ্ন হচ্ছে কাজটা কার?' সবার উপর চোখ বুলালেন তিনি।

মুখ খুলল রানা। 'তাঁর খুব কাছের কারও। এমন কেউ, যে ল্যাপেল-পিন বদলে ফেলার সুযোগ পেয়েছে। সার মাহ্‌তাবের চারপাশে লোকের অভাব ছিল না।'

'আমরা তাকে ঠিকই ধরব,' দৃঢ় শোনাল লংফেলোর গলা। 'কেউ একজন আমাদের বোকা বানিয়ে হাসছে এখন। ব্যবহৃত হয়েছি আমরা। ব্যবহৃত হয়েছি তার হাতের পুতুলের মতো।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি নতুন নির্দেশ দিয়েছি, যে যেখানে থাকুক, বিএসএস-এর ডাবল-ও ক্যাটাগরির এজেন্টরা হাতের কাজ ফেলে ফিরে আসবে, খুঁজে বের করবে কে করেছে কাজটা। আমরা ওদের গন্ধ

শুঁকে বের করব, ধাওয়া করব প্রয়োজনে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। পালানোর উপায় নেই দায়ী লোকটার। শাস্তি তাকে পেতেই হবে।'

'আমি অপমানিত বোধ করেছি,' লংফেলো থামবার পর গম্ভীর চেহারায় বলল রানা। 'এটা আমার কাছেও ব্যক্তিগত পরাজয় মনে হয়েছে। ঘোল খেয়েছি আমিও, পেছনের লোকটাকে বের না-করা পর্যন্ত থামব না।'

মাথা নাড়লেন লংফেলো। 'দুঃখিত, রানা। মেজর জেনারেলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে। সেরকমই তাঁর নির্দেশ। তাঁর সম্মতি নেই জেনেও তোমাকে আমি বিএসএস-এর কাজের সঙ্গে জড়াতে পারব না।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। 'যদি বিএসএস-এর ফিজিশিয়ান আমাকে সুস্থ মনে করেন? খুনীকে খুঁজে বের করতে বিএসএস-এর সাহায্য দরকার হবে আমার।'

'আমাদের ডাক্তার বেনসন যদি তোমাকে ক্লিয়ার করেন তা হলে মেজর জেনারেলকে বোঝাতে চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি,' বললেন লংফেলো। 'তবে ডাক্তার যে তোমাকে সার্টিফাই করবেন না, সে-ব্যাপারে আমি শিওর।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি যাচ্ছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।' মার্ভিন লংফেলো কিছু বলবার আগেই পা বাড়াল ও, গম্ভীর চেহারা। ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনে ভিড়িয়ে দিল দরজাটা।

বিএসএস-এর চীফ ফিজিশিয়ানকে একটা জাঁদরেল বাঘ বললে পরিষ্কার চিত্রটা পাওয়া যাবে। সাড়ে ছয়ফুট লম্বা রাগী এক ডাকাবুকো বুড়ো দানব। লালচে হাঁড়ির মতো চেহারায় কেউ কোনদিন হাসি দেখেছে এমন রেকর্ড নেই। কথা খুবই কম বলেন। কিন্তু যা বলেন তা অমান্য হওয়ার উপায় নেই। শোনা যায়, একবার অসুস্থ রানীকেও জোর এক ধমক দিয়েছিলেন তিনি কথা না শোনায়।

টেবিলে ঝুঁকে কী যেন লিখছিলেন তিনি, রানা নক করে ঢোকায় মুখ তুলে তাকালেন।

সরাসরি কাজের কথায় এলো রানা। 'আমার একটা সার্টিফিকেট দরকার, ডক্টর। আমি যে সুস্থ সেটা বোঝানোর জন্যে।'

'বসুন।' ভ্রূ কুঁচকে হাতের ইশারা করলেন বেনসন। রানা বসবার পর বললেন, 'আপনি সুস্থ? সে-কথা বলতে হবে আমাকে? কিন্তু আপনি তো সুস্থ নন, মিস্টার রানা।'

'আমিও তা জানি,' স্বীকার করল রানা। 'আপনি তো শুনেছেন কীভাবে সার মাহতাবের হত্যাকাণ্ডে আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। আমি ব্যবহৃত হতে পছন্দ করি না, ডক্টর বেনসন।'

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন ডক্টর বেনসন। হয়তো আরেকজন সত্যিকার খাঁটি পুরুষের অন্তরের অনুভূতি বুঝে নিলেন। কাশলেন খুকখুক করে, তারপর গম্ভীর চেহারায় বললেন, 'বুঝতে পারছি আপনার কেমন লাগছে, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে বলব, সত্যিই বিশ্রাম দরকার আপনার।'

'প্লিজ, ডক্টর। আমি খুব কষ্টে আছি!'

'কিন্তু আপনি তো আমাদের কর্মচারী নন।'

'অবৈতনিক উপদেষ্টা। আমি বিদেশী বটে, কিন্তু ঘটনার সময় আপনাদের হয়ে কাজ করছিলাম।'

রানার কণ্ঠের আবেদনটা ঠিকই টের পেলেন বেনসন, কলমটা টেবিল থেকে তুলে প্রেসক্রিপশন প্যাডে খসখস করে লিখলেন: এই মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, ট্রমা না থাকায় মাসুদ রানা হাঁটাচলা করবার মতো সুস্থ। কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। ওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বেরিয়ে এলো।

মার্ভিন লংফেলোকে অফিসে গিয়ে কাগজটা এগিয়ে দিল রানা। চোখ বুলালেন তিনি, তারপর বললেন, 'এটা কীভাবে সম্ভব হলো জানি না, তবে মেজর জেনারেলের সঙ্গে কথা বলব আমি। ব্যাপারটা যে তুমি ব্যক্তিগত ভাবে নিচ্ছ, সেটাও বলব। উনি মত দিলে আপাতত ডাবল-ও ক্যাটাগরির এজেন্টদেরকে যার-যার কাজ চালিয়ে যেতে বলব আমি।'

বিদায় নিয়ে রানা চলে এলো ল্যাবোরেটরিতে। শামশের আলী একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 'মিস্টার আলী,' বলল রানা, 'আমার গাড়িটা তৈরি?'

আটদিন আগে গাড়িটা শামশের আলীর পছন্দ মতো রেডি করবার জন্য দিয়েছিল ও।

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালেন পাগলাটে বিজ্ঞানী, টেবিলের সামনে থেকে সরে গিয়ে একটা সুইচে টিপ দিলেন।

ঘরের এক পাশে মেঝে ফাঁক হতে শুরু করল। দু'পাশে সরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে একটা প্ল্যাটফর্ম উঁচু হচ্ছে। ওটার উপর দাঁড়িয়ে আছে রানার বিএমডব্লিউ যেড এইট। গাড়িটা একদম নতুন। রংটা ধূসর, কনভার্টিবল-টপ।

একজন টেকনিশিয়ান ওটার সাইড গ্রিলে মিসাইল ঢোকাচ্ছে। কাজটা শেষ করে সরে গেল সে।

'এখন এটাকে একটা ভাল গাড়ি বলা যায়,' মন্তব্য করলেন শামশের আলী। 'ইন্টারসেপ্ট আর কাউন্টারমেযারের জন্যে নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। টাইটানিয়াম আর্মার। মালটিটাসকিং হেডআপ ডিসপ্লে। আগের অন্যান্য সুযোগ সুবিধেও আছে।'

টেকনিশিয়ানের দিকে ফিরলেন শামশের আলী। 'আচ্ছা, ওই কোটটা পরে নিন তো! মিস্টার রানার সামনেই পরীক্ষাটা করে নিই।'

সতর্ক হয়ে উঠল রানা। শামশের আলীর জটিল মগজে কী খেলছে আল্লা মালুম। কিছু একটা বিদঘুটে কাণ্ড ঘটবে বুঝতে পারছে ও।

একটু দ্বিধা করল টেকনিশিয়ান কালা আদমীর নির্দেশ মানতে গিয়ে, তারপর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কালো কোট পরতে শুরু করল।

'এই যে এই সানগ্লাসটা,' টেবিলের উপর রাখা জিনিসটা দেখালেন শামশের আলী, তুলে নিয়ে রানাকে দিলেন। 'এটা এক্সরে ভিশন গ্লাস। লুকানো অস্ত্র দেখতে সাহায্য করবে।' আরেকটা টেবিলের সামনে রানাকে হাতের ইশারা করে নিয়ে এলেন তিনি। একটা ওমেগা হাতঘড়ি ধরিয়ে দিলেন। 'ডুয়েল লেযার আছে এটায়।

সেই সঙ্গে পঞ্চাশ ফুট হাই-টেনসিল ফিলামেন্ট সহ গ্র্যাপলিং হুক। আটশো পাউন্ড ওজন নিতে পারবে।'

ঘড়িটা পরে নিল রানা। ঠিক তখনই টেকনিশিয়ান বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, 'আরেহ্, ব্যাপারটা কী!' কোটের দিকে চেয়ে আছে সে। 'ট্যাগটা দেখছি খোলা হয়নি!' টান দিল ওটা ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে গিয়ে একটা বিরাট বলে রূপান্তরিত হলো কোট, ভিতরে রয়ে গেল টেকনিশিয়ান। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না, গোল বলের মতো তাঁবুটার ভিতর আটকা পড়ে গেছে। 'বাঁচান!' চিৎকার করল টেকনিশিয়ান। 'বের করুন আমাকে!'

'বেচারা,' বলল রানা।

'আমি তা হলে যাই,' টেকনিশিয়ানের আর্তিকে পাত্তা না দিয়ে হাত নাড়লেন শামশের আলী, কী যেন একটা করলেন। গন্ধহীন কালো ধোঁয়ায় ভরে গেল তাঁর সামনেটা, দেয়ালে একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে। সেটার ভিতর মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর গলা শুনতে পেল রানা। 'সবসময় সরে পড়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়।'

তিন

বিএসএস-এর রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট একেবারেই বদলে গেছে। এখন ওটা বিশ্বের সর্বাধুনিক ভিজুয়াল কম্পিউটারাইজড এনসাইক্লোপিডিক লাইব্রেরি। যে-কোন বিষয়ে এখানে বিস্তারিত জানা সম্ভব। একটা সুইচ টিপলেই মাল্টিমিডিয়া সহ হাজির হয়ে যাবে তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার।

একটা কনসোলের সামনে বসে আছে রানা, সাবরিনা ম্যাকেনরোর কিডন্যাপিঙের উপর লেখা রিপোর্টগুলো দেখতে এসেছে ও। খুব দ্রুত খবরের কাগজ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ঘটনাটা। রানার শুধু এটুকু মনে আছে, কীভাবে যেন কিডন্যাপারদের ফাঁকি দিয়ে পালায় সাবরিনা, পালানোর সময় তাদের কয়েকজনকে হত্যা করে। কিডন্যাপারদের নেতা ছিল না তাদের মধ্যে। সে বেঁচে যায়।

সার খন্দকার আজহার মাহতাবের উত্থান দিয়ে শুরু করল রানা। মনিটরে ফুটে উঠল ছবি, নিউজপেপার ক্লিপিং, ম্যাগাজিনের আর্টিকেল আর টেলিভিশন স্নিপেটস। সবগুলোই সার মাহতাবের জীবনযাপন বিষয়ক। দেখল ম্যাকেনরো কোম্পানিজ সবসময়েই খবরে ছিল, বিশেষ করে খবরের কাগজের ফিন্যানশিয়াল সেকশনে। সার মাহতাবের দ্বিতীয় বিয়ে ফলাও করে প্রচার করা হয়। ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি ব্যবসায়িক একটা ব্যাপার। মহিলার বাবা বিয়েতে খুব উৎসাহ দেখান। এর ফলে তাঁদের পারিবারিক ব্যবসাটা লাভবান হবে জানতেন। সার মাহতাবকে সার উপাধি দেওয়ার কথাটাও প্রচুর প্রচার পায়।

এবার সাবরিনা ম্যাকেনরোর খবরগুলো পড়তে শুরু করল রানা। ছোটবেলাটা

একেবারেই অস্পষ্ট। আসল বাবা মারা যায় তার জন্মের আগেই। কৈশোর থেকে খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে স্থান পেতে শুরু করে মেয়েটা। ষোলো বছর বয়সে তার জন্মদিনের পার্টি কাভার করে দেশের সবক'টা খবরের কাগজ। এরপর সে আবার খবর হয় ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে। ওখানে বেশিদিন পড়েনি সাবরিনা। ডিপ্লোমা করে সৎ বাবার সঙ্গে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেয়। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে গেছে মেয়েটা। বোর্ডিং স্কুল ছিল প্যারিসে। ইউনিভার্সিটি স্কটল্যান্ডে। প্রথম প্রথম ছুটি কাটাত মায়ের দিকের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে। পরে আযারবাইজানে, সৎ বাবার ভিলায়।

এর পরের খবরটা চমকপ্রদ। বিরাট হেডলাইন হয়। *সার খন্দকার আজহার মাহতাবের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সাবরিনা ম্যাকেনরো অপহৃত!*

'পুলিশ ফাইল' লেখা আইকনে চাপ দিল রানা। সার মাহতাবের কাছে কিডন্যাপারদের পাঠানো একটা পোলারয়েড ছবি চলে এলো মনিটরে। ওটাতে দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে সাবরিনাকে। ছড়ে যাওয়া সারা মুখে মারের চিহ্ন। একটা কান ব্যান্ডেজ করা। ছবির নীচে কিডন্যাপাররা মোটা কালিতে লিখে দিয়েছে: মুক্তিপণ মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ডলার।

সাবরিনা পুলিশকে যা জানায়, তাতে বলা হয়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালাবে ঠিক করে ফেলেছিল সে। এক সময় সুযোগ আসে। কিডন্যাপারদের একজনের গোপনাঙ্গে লাথি মারে সাবরিনা। লোকটা মেঝেতে পড়ে যাওয়ার পর তার অস্ত্র তুলে নিয়ে মাথায় গুলি করে। মারা যায় লোকটা। আরও দু'জন কিডন্যাপার অপ্রস্তুত অবস্থায় মরে কপালে গুলি খেয়ে। ডরসেটের খামারবাড়ির সেই বন্দিশালা থেকে বের হয়ে আসে সাবরিনা। কিডন্যাপিঙের হোতা তখন ওখানে ছিল না, পিছনে কোন সূত্র না রেখেই গায়েব হয়ে যায় লোকটা। টলতে টলতে মহাসড়কে উঠে আসে অসুস্থ সাবরিনা। ওখানে এক লরি ড্রাইভার তাকে তুলে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে দেয়।

'পুলিশ ইন্টারভিউ' লেখা আইকনে চাপ দিল রানা। মনিটরে সাবরিনা ম্যাকেনরোর একটা ছবি ফুটে উঠল। অপ্রকৃতিস্থ দেখাচ্ছে তাকে। চেহারা দেখে মনে হয় হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। ক্ষতগুলো ব্যান্ডেজ করা হয়েছে, কিন্তু তারপরও অবস্থা খুব করুণ। গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

'আবার বলুন, অস্ত্রটা কীভাবে হাতে পেলেন,' নরম গলায় বললেন ইন্টারোগেটর।

'তিনবারেও বোঝেন না, আর কতোবার বলতে হবে?' জেদি বাচ্চার মতো প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সাবরিনা। 'ওদের একজন আমাকে কাছে পেতে চেয়েছিল।...লোকটা আমার ঘরে...সেলে আসে...আমাকে ধরতে চেষ্টা করছিল।'

'তখন তো রাত?'

'ভোর। মাত্র সূর্য উঠেছিল মনে হয়। আমি যখন বাড়িটা থেকে বের হই, তখন সূর্য দেখেছি।'

'তারপর?'

'আগেই বলেছি,' আবার শুরু করল সাবরিনা। 'লোকটাকে আমি যথেষ্ট

কাছে আসতে দিই···যাতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে লোকটার। তারপর লাথি মারি তার গোপনাঙ্গে। সে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার পর অস্ত্রটা তুলে নিয়ে গুলি করে দিই।'

'তারপর···'

'চিৎকার আর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। অন্যান্যরা আসছিল কী ঘটেছে দেখতে। দরজার দিকে অস্ত্র তাক করে রাখি। যেই দরজা খুলল অমনি ট্রিগার টেনে দিলাম।'

'কতোজন এসেছিল?'

'দু'জন। দু'জনকেই গুলি করি আমি।'

'দলনেতার কী হলো?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্টারোগেটর। 'যে-লোকটা পালিয়েছে। তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?'

'মাথা ন্যাড়া লোকটার। চোখের রং কালো। চেঁচিয়ে কথা বলত।' ফুঁপিয়ে উঠল সাবরিনা। 'ধমক মারত সারাক্ষণ।'

মেয়েটার অন্তরের অনুভূতি রানাকে ছুঁয়ে গেল। আনমনে স্ক্রিনে আঙুল বোলাল ও, যেন মুছে দিতে চাইছে সাবরিনার চোখের জল। এত অসাধারণ সুন্দরী একটা মেয়ে···এত নির্যাতনের শিকার···অসহায়···সত্যি দুঃখজনক।

একটা চিন্তা দোলা দিল হঠাৎ করে। মুক্তিপণের অঙ্ক লেখা ছবিটা আবার স্ক্রিনে আনল রানা। পাঁচ মিলিয়ন ডলার।

পকেট থেকে বিলবাওয়ের ব্যাঙ্কের দেওয়া স্টেটমেন্টটা বের করল ও। লন্ডন ফিরবার পর থেকে ব্যস্ততার কারণে ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। অদ্ভুত একটা সংখ্যা। ৩,০৩০,০০৩·০৩। খসখস করে কপাল চুলকাল রানা, কয়েকটা বাটনে চাপ দিল তারপর। এক্সচেঞ্জ রেট পাউন্ড টু ডলার ফুটে উঠল স্ক্রিনে। ৩,০৩০,০০৩·০৩ পাউন্ড টাইপ করে রিটার্ন বাটনে টিপ দিল।

পাঁচ মিলিয়ন ডলার–হিসাব করল কম্পিউটার। সংখ্যাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা, বুঝতে চেষ্টা করছে এর মানে কী। আবার কয়েকটা বাটন পুশ করল। এবার স্ক্রিনে এলো সাবরিনা ম্যাকেনরো, ফাইল ৭৬৯৮৮৯। রিটার্ন বাটনে চাপ দিল রানা। মনিটরে দেখা গেল অ্যাক্সেস ডিনাইড।

আবার চেষ্টা করে দেখল রানা। ফলাফল আগের মতোই। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ও, ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে চিন্তায়। ব্যাঙ্কের কাগজটায় হাত বুলাতে বুলাতে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তটাই নিল। মার্ভিন লংফেলোর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। একমাত্র তিনিই পারেন বিএসএস-এর কোনও ফাইল ক্লোজ করে দিতে।

'একটু খুলে বলুন,' চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে আছে রানা মার্ভিন লংফেলোর সামনে।

'মেজর জেনারেল কিন্তু পারমিশন দেননি অ্যাসাইনমেন্ট নিতে,' এড়িয়ে যেতে চাইলেন বিএসএস চীফ।

'তিনি নিষেধও করেননি,' পাল্টা যুক্তি দিল রানা। 'বলেছেন আমি সুস্থ বোধ না করা পর্যন্ত ছুটিতে থাকব। এখনও পুরোপুরি সুস্থ নই আমি। কিন্তু তার মানে এই

নয় যে, কেউ আমাকে ব্যবহার করে পার পেয়ে যাবে।'

'বেশ,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মার্ভিন লংফেলো। 'সাবরিনা কিডন্যাপ হওয়ার পর সার মাহতাব কিডন্যাপারদের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন। কোন কাজ হয়নি। তখন তিনি আমার কাছে আসেন। বিএসএস কখনোই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসে না, কাজেই সমস্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি চেপে রেখে আমি তাঁকে জানিয়ে দিই, তিনি যেন মুক্তিপণের টাকা না দেন। আমি ভেবেছিলাম সাবরিনাকে উদ্ধার করার মতো যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে আছে।'

'মেয়েটাকে আপনি টোপ হিসেবে ব্যবহার করেন।'

'হ্যাঁ।' মার্ভিন লংফেলোর চেহারায় অস্বস্তির ছাপ পড়ল।

'ভেবেছিলেন কিডন্যাপারদের খুঁজে বের করতে পারবেন।'

'কারা এসবের পেছনে আছে সেটা জানার পর। হ্যাঁ।'

নড়েচড়ে বসল রানা। 'সার মাহতাবের কাছে যে পরিমাণ টাকা ফিরিয়ে দেয়া হয় সেটা ঠিক কিডন্যাপারদের চাওয়া টাকার সমান।' স্টেটমেন্টটা ভদ্রলোকের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'পুরো ব্যাপারটা পরিকল্পিত। টাকা ফেরত দেয়া, স্নাইপারের অযাচিত সাহায্য–সব। সে নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যাতে টাকা সহ আমি ফিরতে পারি। বোমা বহনকারী হিসেবে আপনার পাঠানো লোককে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা একটা স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ।' একটু থামল রানা, তারপর বলল, 'আপনার টেরোরিস্ট ফিরে এসেছে।'

গম্ভীর চেহারায় কিছুক্ষণ রানার দিকে চেয়ে থাকলেন বিএসএস চীফ, তারপর নিচু গলায় বললেন, 'তা হলে এখন আমরা জানি কে ডাবল-ও-টুয়েলভ আর সার মাহতাবকে খুন করেছে।'

'কে?'

'কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ। কেজিবির কর্নেল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দেয়। এখন সে ফ্রিল্যান্সার। তাকে দেখা গেছে তাইওয়ান, চিন, উত্তর কোরিয়া, আফগানিস্তান, ক্যামবোডিয়া, বসনিয়া, ইরাক, ইরান, বৈরুত আর আরব আমিরাতে। লোকটার একমাত্র লক্ষ্য প্রচুর অর্থের বিনিময়ে অন্যের হয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করা। রাশিয়ান মাফিয়ার সঙ্গেও যোগসাজস আছে বলে অনুমান করা হয়।' থামলেন মার্ভিন লংফেলো, দু'ঢোক পানি খেলেন, তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে শুরু করলেন আবার।

'সাবরিনার কিডন্যাপিং তার বুদ্ধিতেই পরিচালিত হয়। সার মাহতাব আমার কাছে আসার পর আমি ডাবল-ও-টুয়েলভকে পাঠাই গুস্তাভ তুখোরভকে খুন করতে। সে কাজটা করতে পারার আগেই সাবরিনা মুক্তি পেয়ে যায়। এর এক সপ্তাহ পর ডাবল-ও-টুয়েলভ সিরিয়ায় কর্নেলের দেখা পায়। মাথায় গুলি করেছিল সে। গুলিটা এখনও গুস্তাভ তুখোরভের মাথার ভেতরেই রয়ে গেছে।'

কুঁচকে গেল রানার ভ্রূ। ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নটার জবাবে একটা সুইচে টিপ দিলেন মার্ভিন লংফেলো। ঘরের মাঝখানে দেখা দিল থ্রী-ডি হলোগ্রাফিক ইমেজ। ভাসছে গুস্তাভ তুখোরভের মাথা।

'আমরা ভেবেছিলাম লোকটা মারা গেছে,' বললেন বিএসএস চীফ। 'তার ফাইল ক্লোজ করে দেয়া হয়।' ডক্টর বেনসনের দিকে তাকালেন তিনি। 'এবার আপনি কিছু বলুন।'

ডাক্তার গম্ভীর চেহারায় বসে আছেন। চুপ করে শুনছিলেন, এবার গুরুগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, 'এক সিরিয়ান ডাক্তার গুস্তাভ তুখোরভের চিকিৎসা করেন। কিন্তু বুলেট বের করতে পারেননি তিনি। ফলে তুখোরভ তাঁকে খুন করে।' কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে চলে গিয়ে কয়েকটা সুইচ টিপলেন ডক্টর বেনসন। হলোগ্রামটা খানিক ঘুরে গেল।

'সেই ডাক্তারের করা এক্সরে রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। বুলেট আস্তে আস্তে মেডিউলা অবলঙ্গার দিকে যাচ্ছে। ফলাফল, সমস্ত অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া। স্পর্শ, গন্ধ, ব্যথার অনুভূতি—কিছুই নেই তার। মুখের পেশিও অনেকগুলো অবশ হয়ে গেছে। বেলস পোলযি। তবে এ কারণে লোকটার সহ্যক্ষমতা বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক রকম। সাধারণ মানুষের তুলনায় তুখোরভ অনেক বেশি কাজ করতে সক্ষম। মগজের ভেতরের বুলেট এক সময় তাকে খুন করবেই, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত প্রতিদিন আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে সে।'

এবার মুখ খুললেন মার্ভিন লংফেলো, 'ডাবল-ও-টুয়েলভ খুন হয়েছে, সার মাহতাব মারা গেছেন, বিএসএস অপমানিত হয়েছে। লোকটা তার প্রতিশোধ নিতে পেরেছে।'

'না,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'ওই কিডন্যাপিঙে তিনজন প্রতিপক্ষ ছিল তার। সার মাহতাব, বিএসএস আর সাবরিনা। সাবরিনাকে এখন পর্যন্ত হাতের নাগালে পায়নি সে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল মার্ভিন লংফেলোর চেহারা। রানার যুক্তি অকাট্য। বললেন, 'সাবরিনা এখন সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মহিলা। আর তার পেছনে লেগেছে গুস্তাভ তুখোরভ।' রানার দিকে তাকালেন। 'বের করতে হবে কে ল্যাপেল পিনটা সরিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে তুখোরভ ফিরে এসেছে, আর সাবরিনাই তার পরবর্তী লক্ষ্য।'

'তুখোরভকে শেষ করতে আবার মেয়েটাকে আমরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করছি,' বলল রানা। 'তুখোরভ আর ডাবল-ও-টুয়েলভের ফাইল দরকার হবে আমার। ডাবল-ও টুয়েলভ সম্ভবত তুখোরভের হাতেই খুন হয়েছে।'

'ফাইল পেয়ে যাবে। ব্যবস্থা করছি।'

চার

বিএমডব্লিউ যেড এইট টার্কিতে পিক করল রানা, ওটা নিয়ে পুবদিকে রওনা হলো। ককেশাসের দক্ষিণে পৌঁছে যেতে খুব বেশি সময় লাগল না। কাছেই টার্কি আর ইরানের সীমান্ত; বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের জর্জিয়া, আর্মেনিয়া আর

আযারবাইনও খুবই কাছে। দূরে মেঘের উপরে মাথা তুলে রেখেছে আগ্নেয়গিরি মাউন্ট আয়েরগিয়াসের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য।

যেড এইট গাড়িটা বিশ্ববিখ্যাত বিএমডব্লিউ ৫০৭-এর আরও উন্নত সংস্করণ। যেড এইট সরু আর লম্বাটে। সিক্স স্পীড ট্র্যান্সমিশন। চারশো হর্স পাওয়ার ভি-এইট এঞ্জিন। এতোই শক্তিশালী আর দ্রুতগামী যে বারবার রাশ টানছে রানা, নিজেকে সাবধান করছে গতির ব্যাপারে।

কিছুক্ষণ পর পরিত্যক্ত তেলক্ষেত্রগুলোর এলাকায় ঢুকল যেড এইট। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া একটা পাইপ লাইনের পাশ দিয়ে গেছে। ওই পাইপ লাইন অনুসরণ করলেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে রানা।

রাস্তায় আর কোন গাড়ি নেই, কাজেই যেড এইটের পূর্ণ শক্তি কাজে লাগাল ও, ছুটল বিদ্যুৎগতিতে। মনটা কেন যেন বলছে, কেউ ওকে চোখে চোখে রেখেছে। সতর্ক হয়ে আছে রানা, বারবার রিয়ারভিউ মিরর দেখছে, চোখ বুলাচ্ছে হেডস-আপ ডিসপ্লেতে। চারপাশের দশ মাইলের মধ্যে আর কোন গাড়ি থাকলে জানান দেবে ওটা। কিন্তু কিছুই নেই, যেন পড়ো উপত্যকায় ও-ই একমাত্র জীবিত মানুষ।

পাইপ লাইন একটা ঘন পাইন বনের ভিতর দিয়ে গেছে। মৃদু গুঞ্জন তুলে ওটার পাশ দিয়ে ছুটল রানার গাড়ি। গন্তব্য আর বেশি দূরে থাকবার কথা নয়।

হঠাৎ একটা আইকন জ্বলে উঠল ডিসপ্লেতে। পিছন থেকে ওর মাথার উপর একটা এয়ারক্রাফট চলে আসছে। দু'মিনিট পর হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেল। জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখল, ওটা একটা মালটানা এয়ারক্রাফট, তলায় তার দিয়ে বাঁধা বিরাট একটা ক্রেট বয়ে নিয়ে চলেছে। ক্রেটের গায়ে ম্যাকেনরো ইন্ড্রাস্টিজের লোগো আঁকা।

গাড়িটাকে পিছনে ফেলে চোখের আড়ালে চলে গেল কপ্টার, নিশ্চয়ই কন্সট্রাকশন সাইটে যাচ্ছে।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পর বনের শেষ প্রান্ত দেখতে পেল রানা। পাইনের বন থেকে বের হতেই চোখে পড়ল বিস্তীর্ণ প্রান্তর। রানা এখন প্রায় নিশ্চিত, ওর উপস্থিতি গোপন নেই। খবর চলে গেছে। সম্ভবত জঙ্গলের ভিতর ক্যামোফ্লেজ পোশাক পরা প্রহরী আছে।

ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের তৈরি পাইপ লাইন বিরাট এলাকা জুড়ে আছে। অত্যাধুনিক রোবটিক যন্ত্রপাতিসহ গাড়িগুলো ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। একটা এয়ারস্ট্রিপও দেখতে পেল। বিশাল এলাকায় চলছে কর্মব্যস্ততা। সার মাহতাব চেয়েছিলেন অন্য একটা বিকল্প পাইপ লাইন, যেটা কাস্পিয়ান সাগর-তীরবর্তী সমৃদ্ধ খনিগুলো থেকে পশ্চিম ইউরোপে তেল নিয়ে যাবে। গত কয়েক বছর ধরে চলছে কাজ, আরও কয়েক বছরের কাজ বাকি।

বেশ কয়েকটা কপ্টার কাজ করছে জঙ্গলের মাথার উপর। ওগুলোর নীচে লাগানো আছে বিশালকায় ঘুরন্ত গোল করাত। গাছ কেটে লাইনের জন্য পথ তৈরি করছে। প্রকাণ্ড সব যন্ত্র কাটা গাছগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছে।

কনস্ট্রাকশন অফিসের সামনে বিএমডব্লিউ থামাল রানা, প্রখর সূর্যালোকের

কারণে চোখ কুঁচকে রেখেছে। বছর তিরিশেকের এক চিকন লোক বেরিয়ে এলো অফিস থেকে, হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি, মিস্টার...?' লোকটার উচ্চারণে মনে হলো সে ইউক্রেনিয়ান অথবা মস্কোভাইট।

'আমি সাবরিনা ম্যাকেনরোকে খুঁজছি,' বলল রানা, পকেট থেকে আইডি কার্ড বের করে দেখাল। 'মাসুদ রানা। ইউনিভার্সাল এক্সপোর্ট থেকে এসেছি।'

কার্ড দেখল লোকটা, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল। 'জর্জ কালাশনিকভ। সিকিউরিটি হেড। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগল।'

করমর্দন করল রানা। টের পেল কালাশনিকভ হালকা-পাতলা লোক হলেও গায়ে শক্তি রাখে। পাল্টা চাপ দিয়ে হাত ছেড়ে দিল ও। 'এবার আপনি আমার পেছনে অস্ত্র তাক করে রাখা লোকগুলোকে বেরিয়ে আসতে বলতে পারেন।'

কালাশনিকভকে দেখে মনে হলো কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে। হাসল আবার, তারপর রানার পিছনে হাতের ইশারা করল। তিনজন কন্সট্রাকশন ক্রু তাদের অস্ত্র শোল্ডার হোলস্টারে রেখে সরে গেল।

কালাশনিকভ কিছু বলবার আগেই তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ চারপাশ ভরিয়ে তুলল। দ্রুত কাছে চলে আসছে একটা এক্সিকিউটিভ কপ্টার। বনের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে এদিকেই এগিয়ে এলো।

'আমি জানি মিস ম্যাকেনরো আপনাকে আশা করছেন,' গলা চড়িয়ে বলল সিকিউরিটি হেড।

লিফটিং কপ্টারটা নেমে পড়েছে। ক্রেট ঘিরে কাজে লেগে পড়েছে ক্রুরা। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ভিতরের অত্যাধুনিক জিনিসটা। একটা মোবাইল অফিস। প্রয়োজন মতো দেয়াল সরিয়ে আকারে দ্বিগুণ করে নেওয়া যায় ওটা।

এক্সিকিউটিভ কপ্টারটা নেমেছে। রানওয়েতে এসে নামল আরেকটা এয়ারক্রাফট। এটা এক্সিকিউটিভ জেট প্লেন। ওটা ট্যাক্সিইং করে থামতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল কালাশনিকভ এবং তার লোকজন। প্লেনটাকে ঘিরে ফেলল অস্ত্রধারী একদল লোক। রানাও এসে দাঁড়াল প্লেনের কাছে। এখনও ওর মনটা বলছে কেউ ওদের উপর লক্ষ রাখছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল, ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।

'কোন হুমকি দেয়া হয়েছে?' কালাশনিকভকে জিজ্ঞেস করল ও।

'না।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জানাল সিকিউরিটি হেড। 'তবে বেশ অনেকদিন ধরেই স্যাবোটাজের শিকার হচ্ছি আমরা। এখানে তেমন না, শুধু পাথর ছোঁড়ে। কিন্তু আযারবাইজানে বারবার সমস্যা হচ্ছে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লাইন নষ্ট করছে গ্রামবাসীরা। ওদের বাড়ির ভিতর দিয়ে পাইপ লাইন যাওয়াটা এখনও মেনে নিতে পারছে না। সার মাহতাব এ নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। তাঁর মতে লোকগুলো টেরোরিস্ট ছাড়া আর কিছু নয়। মিস ম্যাকেনরো অবশ্য এসব ব্যাপারে অনেক বেশি ধৈর্যশীলা। তবে আমি সিকিউরিটি বাড়িয়ে রেখেছি। এখনও কোন সমস্যা হয়নি।'

খুলে গেছে প্লেনের দরজা। সিঁড়িটা নামানো হলো। ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের নতুন সিইও পা রাখল সিঁড়ির ধাপে। আগের মতোই কোমল সৌন্দর্যের প্রতীক এক

মায়াময়ী দেবী। চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ফেলল সিকিউরিটি পার্সোনেলরা। একবারও রানার দিকে তাকাল না সাবরিনা, ঋজু ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল মোবাইল অফিসের দিকে, ঢুকে গেল ভিতরে।

'চলুন?' রানার দিকে তাকাল কালাশনিকভ।

লোকটাকে অনুসরণ করল রানা। মোবাইল অফিসের ভিতরটা এরইমধ্যে প্রয়োজন মতো সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। দেখে মনে হয় কয়েক সপ্তাহ ধরে এখানে কাজ চলছে। কম্পিউটার, ফোন, একটা কিচেন, দেয়ালে পাইপ লাইনের একটা মানচিত্র–সব সাজানো গোছানো। একদল ক্রুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সাবরিনা, তাদের কথা শুনছে।

ফোরম্যানের বক্তব্য শুনে আস্তে করে মাথা দোলাল। 'মোস্তাক, আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন গত সপ্তাহে পথটা তৈরি করে ফেলবেন। তা হলে কি এখন ধরে নিতে হবে আব্বুর শিডিউল অনুযায়ী কাজ এগিয়ে নিতে পারব না আমরা?'

লজ্জা পেল ফোরম্যান, নরম গলায় বলল, 'রুয়ানে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমাদের কিছু ঝামেলা হয়েছে। একটা কবরস্থানের জমিতে...ওদের কাছে জায়গাটা পবিত্র।'

বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল সাবরিনা, প্রথমবারের মতো কালাশনিকভ আর রানাকে খেয়াল করল।

'মিস ম্যাকেনরো,' বলল কালাশনিকভ। 'মিস্টার রানা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সাবরিনা, তারপর আবার ফিরল ফোরম্যানের দিকে। 'লাইমস্টোনের ডিপোযিটের ওপর রিসার্চটা আমাকে দেবেন, নির্দেশগুলো যাতে মানা হয় তা দেখবেন, আর জীপটা তৈরি রাখুন। রুয়ানের ঝামেলা আমি নিজেই সামলাব।'

'মিস ম্যাকেনরো, সেটা কি উচিত হবে?' বলে উঠল কালাশনিকভ।

'মিস্টার কালাশনিকভ,' মিষ্টি হাসল সাবরিনা। 'জানি কেন মানা করছেন। কিন্তু রুয়ানে আমি যাবই। ওরা আমার মায়ের প্রতিবেশী। জীপটা রেডি করুন।' ক্রুদের দিকে তাকাল। 'আর আপনারা, কাজে লেগে পড়ুন। আমি দেখছি আমাদের রহস্যময় অতিথি মিস্টার রানা কেন এসেছেন।'

রানার দিকে পিছন ফিরে দরজা খুলে দিল সাবরিনা, এক পাশে সরে দাঁড়াল লোকগুলোকে চলে যেতে দেওয়ার জন্য। মেয়েটার সহজ আচরণ রানাকে আকর্ষিত করছে। কোন জোরাজুরি নেই, অথচ নিজের কাজটা ঠিকই বুঝে নিচ্ছে সাবরিনা। বস্ হিসাবে ভাল মানিয়ে গেছে অল্প কয়েকদিনে।

'লংফেলো আঙ্কেল বলেছিলেন একজনকে পাঠাবেন,' সবাই বেরিয়ে যাওয়ায় দরজা বন্ধ করল সাবরিনা।

'উনি আপনাকে খুব পছন্দ করেন,' বলল রানা।

'ঠিকই বলেছেন, উনি আমার আব্বুর মতোই।' একটু থামল সাবরিনা, তারপর বলল, 'কুলখানিতে আপনাকে দেখেছি।'

'হ্যাঁ। আপনার বাবার এই দুঃখজনক পরিণতির জন্যে সত্যি খারাপ লাগে।'

'কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার?'

'একবার। খুব অল্প সময়ের জন্যে।'

'বড় অদ্ভুত···সারাদিন হয়তো মনেই পড়ল না, তারপর ছোট্ট কোন কারণে···হয়তো কোন শব্দ বা গন্ধ, অমনি সব মনে এসে যায়।' রানার চোখে চোখ রাখল সাবরিনা। 'আপনি কখনও পছন্দের কাউকে হারিয়েছেন, মিস্টার রানা?'

'কখনও কখনও,' বলল রানা। মনের ভিতর সুলতা, রাফেলা, রেবেকা, লুবনার মুখ দেখতে পেল চকিতে। আরও কতো মানুষ হারিয়ে গেছে! 'হ্যাঁ, অনুভূতিটা কেমন তা জানি।'

রানার চেহারায় কী যেন খুঁজছে সাবরিনা, যেন আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে ও মানুষটা কেমন। নির্বিকার করে রাখল রানা চেহারা। 'মিস্টার লংফেলো আমাকে পাঠিয়েছেন, কারণ তাঁর ধারণা আপনি বিপদে আছেন।'

জোর করে হাসল সাবরিনা। দেয়ালে টাঙানো মানচিত্রের সামনে চলে গেল, তারপর বলল, 'আমার আব্বুকে খুন করা হয়েছে। এখন কোম্পানির উদ্দেশ্য যাতে পূরণ হয় সেটা নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। চেষ্টা করছি পাইপ লাইনটা শেষ করতে। ইরাক, ইরান আর সিরিয়াকে এড়িয়ে টার্কির ভিতর দিয়ে পুরো আটশো মাইল।' মানচিত্রটা দেখাল। 'উত্তরে তিন-তিনটা রাশিয়ান পাইপ লাইন আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। আমাদের ঠেকাতে প্রয়োজনে যা খুশি করতে পারে তারা।' রানার দিকে ফিরল সাবরিনা। 'আর আপনি এসেছেন আমাকে বলতে যে আমি বিপদে আছি?'

টিটকারিটা নীরবে হজম করল রানা, বুঝতে পারছে, যতোটুকু বলতে চেয়েছিল তার চেয়ে বেশি বলতে হবে এখন। 'আমাদের ধারণা সার মাহতাবের হত্যাকারী খুব কাছেরই কেউ।'

সাবরিনা কিছু বলবার আগেই দরজায় টোকার শব্দ হলো। বিশালাকৃতি এক গার্ড তার মাথা গলিয়ে দিল ভিতরে। কুচকুচে কালো একজন মানুষ, মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো বেণি পাকিয়ে রেখেছে।

'এক্সকিউয মি, মিস ম্যাকেনরো, জীপ তৈরি।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু হাসল সাবরিনা।

রানার দিকে তাকাল গার্ড। সাবরিনাকে একবার দেখল, তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

'কাছের কেউ?' ভ্রূ কুঁচকাল সাবরিনা। 'আপনি কি আমার বডিগার্ডকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে চান?'

'ওর নাম মেবার,' বলল রানা। 'ফিজির লোক। বেকা দ্বীপের যোদ্ধা। কিডন্যাপিঙের পর থেকে আপনার নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে।'

কিডন্যাপিং শব্দটা শুনে মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো জ্বলে উঠল সাবরিনার। মাসুদ রানা নামের এই অনাহূত সুদর্শন অতিথি বড় বেশি জানে। ব্যাপারটা তাকে কেন যেন রাগিয়ে তুলল।

ঘুরে দাঁড়াল সাবরিনা। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে বলল, 'আসার জন্যে

আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। তবে আমার বডিগার্ড আছে, নতুন কাউকে দরকার পড়বে না।'

চট করে মেয়েটার বাহু ধরে ফেলল রানা, পকেট থেকে সার মাহতাবের ল্যাপেল পিনটা বের করে দেখাল।

'এটা আমার আব্বুর...' অবাক দেখাল সাবরিনাকে, চোখে টলটল করে উঠল অশ্রু।

'না, এটা নকল একটা। এটার ভেতরে রিসিভার ছিল, যেটা বোমাটাকে ফাটায়। আপনাদের অর্গানাইযেশনের কেউ আসল পিনটার সঙ্গে বদল করে এটা। আমি এখানে এসেছি আপনার নিরাপত্তার জন্যে...আর কাজটা কার সেটা জানতে।'

হাতের ঝাপটায় জিনিসটা সরিয়ে দিল সাবরিনা। 'দু'বার আমার পরিবার বিএসএস-এর ওপর নির্ভর করেছে। তৃতীয়বার আমি সেই একই ভুল করতে চাই না।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সাবরিনা। পিছু নিল রানা। বাইরে জীপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেবার, প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে রেখেছে সাবরিনার জন্য। ঘাড় ফেরাল সাবরিনা। 'মিস্টার রানা, আমি পাইপ লাইনটা শেষ করবই। করব আমার আব্বুর জন্যে...আমার নিজের জন্যে।' জীপে উঠে পড়েছে সে, ড্যাশবোর্ডে রাখা একটা ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল। 'আপনার অযাচিত সাহায্য আমার দরকার নেই। আশা করি ফিরতি পথের যাত্রাটা আপনার জন্যে উপভোগ্য হবে।'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসল রানা, কাত হয়ে হতভম্ব মেবারের সামনে বন্ধ করে দিল প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা, তারপর এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হয়ে গেল। নির্বাক তাকিয়ে আছে সাবরিনা। 'ভাবছি ফেরার আগে রুয়ান ঘুরে যাই,' জীপের গতি বাড়াল রানা। 'সিটবেল্ট বেঁধে নিন, বিপদের ঝুঁকি কমবে।'

তেল ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে চলেছে জীপ। বিস্ফোরণের চিহ্ন চারদিকে। লোহার জঞ্জালের একটা জঙ্গল। দিক নির্দেশনা দিচ্ছে সাবরিনা, কিন্তু আর কোন বিষয়ে কথা বলছে না। অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙার জন্য মন্তব্য করল রানা, 'দৃশ্যটা সত্যি অদ্ভুত। এক কথায় বিশ্রী।'

খানিকটা অপমানিত বোধ করল সাবরিনা। জিজ্ঞেস করল, 'জানেন আপনি কিসের দিকে তাকিয়ে আছেন? এক সময় দুনিয়ার সবচেয়ে দামি জায়গা ছিল এটা।'

'খানিকটা জানি,' বলল রানা। 'উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এখানে তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়। উনিশশো উনিশ সালে সোভিয়েতরা এ-জায়গা দখল করে। হিটলারও চেয়েছিল। পরে স্ট্যালিন আর ক্রুশচেভ শীতল যুদ্ধের খরচ জোগাতে তেলখনিগুলোর উৎপাদনের টাকা ব্যবহার করে।'

'বুঝতে পারছি হোমওয়ার্ক ঠিক মতোই করেছেন,' বলল সাবরিনা। 'তবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে আবেগের কমতি আছে।'

ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করল রানা।

'আমার মায়ের দিকের আত্মীয়রা প্রথম আবিষ্কার করে এখানে তেল আছে। বলশেভিকরা খনি কেড়ে নেয়ার জন্যে তাদের খুন করে। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে পরিত্যক্ত হয় খনিগুলো। অনেকে বলে আমাদের পরিবারের রক্তে তেল মিশে আছে। আমি বলি তেলের সঙ্গে মিশে আছে আমাদের রক্ত।'

পিছনে একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। তাকিয়ে দেখল ওটা একটা ইউরোকপ্টার ডউফিন। গায়ে ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের লোগো আঁকা। সাবরিনাও তাকাল। 'মেবার আর কালাশনিকভ। ওরা আমার নিরাপত্তার জন্যে আসছে।'

পাথুরে জমির উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটছে জীপ। চারপাশে তাকালে মনে হয় চাঁদের পিঠ। আমেরিকার অ্যারিজোনাতেও এ-ধরনের পাথুরে মরুভূমি আছে। আরও খানিক পর লোকবসতির চিহ্ন দেখতে পেল ওরা।

রুয়ান গ্রামে পৌঁছে গেল জীপ। একটা চওড়া উঠানে জীপটা থামাল রানা। পাথরের তৈরি বাড়িগুলোর উপর তিনমাথা চিমনি। একসময় গ্রামটা সন্ন্যাসীদের আশ্রম হিসাবে সুপরিচিত ছিল। টিলার গায়ে অনেক গুহা আছে। সেগুলোতে বসবাস করতেন তাঁরা। বেশ কয়েকটা চার্চ দেখতে পেল রানা। সাবরিনা জানাল গুহায় প্রাগৈতিহাসিক ছবি আঁকা আছে। আর্কিওলজিস্টরা অনেক আর্টিফ্যাক্টও পেয়েছেন ওখানে।

'সবই এখানে প্রাচীন,' বলল সাবরিনা। 'নুহ নবীর নৌকো যে-পাহাড়ের চুড়োয় ভিড়েছিল, সেটাও এখান থেকে কাছেই।'

ঠিক সময়েই পৌঁছেছে ওরা। ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের ক্রুরা তাদের ক্যাম্পের কাছে দল বেঁধে একটা গাড়ির আড়াল নিয়েছে, তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারছে গ্রামবাসী। চিৎকার করে গালাগাল দেওয়া হচ্ছে, গ্রামের লোক পাথরে খোদাই করা গ্রামটা থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রানা বাধা দেওয়ার আগেই জীপ থেকে নেমে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল সাবরিনা। তাকে দেখে বন্ধ হয়ে গেল পাথর ছুঁড়ে মারা। গ্রামবাসীরা মেয়েটা কে তা ভাল করেই জানে। পিছু নিল রানা। সেদিকে সাবরিনার খেয়াল নেই, ও নেতা গোছের দু'তিনজনকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদেরই ভাষায় আলাপ করছে। একটু পর ভিড় দু'ভাগ হয়ে গেল, একজন অর্থডক্স যাজক এগিয়ে এসে হাতের ইশারা করলেন।

'এসো, মা।'

অনুসরণ করল তাঁকে সাবরিনা, চলে এলো নিরেট পাথরে খোদাই করা একটা অপূর্ব বাইজেন্টাইন চ্যাপেলের সামনে। মশালের আলোয় ভিতরের মোজাইক আর দেয়ালের চিত্রকর্ম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ছায়ায় দাঁড়াল রানা, ঠিক করল পরিস্থিতি কীভাবে সামলায় সাবরিনা সেটা জড়িয়ে না পড়ে দেখবে। নিচু স্বরে যাজকের সঙ্গে কথা বলছে সাবরিনা, রানা চারপাশটা একটু ঘুরে দেখল, বেরিয়ে এলো বাইরে। কালাশনিকভের কপ্টারটা চ্যাপেলের সামনেই নেমেছে। বডিগার্ড আর সে হেঁটে আসছে চ্যাপেলের দিকে।

বারবার একটা কথা মনে হচ্ছে রানার। কেউ একজন আড়াল থেকে নজরে রাখছে ওকে। এধরনের ক্ষেত্রে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাধারণত ভুল করে না। কেউ সত্যিই লক্ষ করছে ওকে। কে?

কালাশনিকভ আর মেবারও চারপাশে তাকাচ্ছে।

'আপনারা তো ওপর দিয়ে এসেছেন,' বলল রানা। 'কিছু দেখতে পেয়েছেন?'

মাথা নাড়ল কালাশনিকভ। 'না। মনে হচ্ছে সব ঠিকই আছে।' চেহারায় প্রশংসা ফুটে উঠল তার। এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে আর মেবার। 'মিস ম্যাকেনরো একেবারে মানুষের মনের ভেতর ঢুকে যেতে পারেন। সার মাহতাবের গুণটা পেয়েছেন।'

'বাবার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল সাবরিনার?'

'খুব ভাল। মিষ্টি একটা সম্পর্ক ছিল দু'জনের মাঝে।'

'কোম্পানিতে সার মাহতাবকে সবাই পছন্দ করত?'

'নিশ্চয়ই। কারও সঙ্গে তাঁর খারাপ সম্পর্ক ছিল না। সাত বছর হলো আমি এই কোম্পানিতে আছি। ভাল বস্ ছিলেন সার মাহতাব, যা বলতেন মেপে বলতেন। কখনও মেজাজ দেখিনি।'

'ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসায় কোম্পানির সবার কী মনোভাব?'

'মিস ম্যাকেনরোকেও সবাই পছন্দ করে। আপনি নিজেই তো দেখলেন কীভাবে মানুষকে প্রভাবিত করেন উনি। তবে তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি কতোটা সফলতা পাবে সেটা বলার সময় আসেনি এখনও। আমার মনে হয় ঠিকই মানিয়ে নেবেন উনি।'

দশ মিনিট পর সাবরিনা আর যাজক বের হলো চ্যাপেল থেকে। যাজক চলে গেলেন গ্রামবাসীদের নিয়ে, সাবরিনা দৃঢ় চেহারায় পা বাড়াল সার্ভে ক্রুদের ফোরম্যানের দিকে। 'পাইপ লাইন ঘুরিয়ে নিয়ে এগোন,' নির্দেশ দিল সে।

প্রতিবাদ করল ফোরম্যান। 'তাতে কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে যাব আমরা। কয়েক মিলিয়ন ডলার বাড়তি খরচা হবে। আপনার বাবা এই রুটই ঠিক করেছিলেন।'

'সেক্ষেত্রে বলতেই হয় আমার আব্বু ভুল করেছিলেন,' বলল সাবরিনা। 'পবিত্র সমাধি আছে এখানে। এলাকার মানুষের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু...'

'যা বলছি করুন।'

খানিকটা বিস্মিত দেখাল ফোরম্যানকে। এই প্রথম সে দেখল সাবরিনা প্রয়োজনে কঠোর হতে পারে। নিজের কর্তৃত্ব ভালই বুঝিয়ে দিয়েছে সাবরিনা। লোকটা আর কোন প্রতিবাদ করল না।

রানার দিকে ফিরল সাবরিনা। 'মিস্টার রানা, আপনার রুয়ান দেখা হয়েছে। এবার লন্ডন ফিরে গিয়ে লংফেলো আঙ্কেলকে বলতে পারবেন আমি ভালই আছি। তাঁকে চিন্তা করতে নিষেধ করবেন। দুঃখিত, কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে। ওপরের দিকের লাইন পরীক্ষা করে দেখতে যাব।'

'আমিও সবসময় ভেবেছি ওপরের দিকের লাইন দেখব,' বলল রানা। বিরক্ত

হয়েছে মনে মনে, কিন্তু চেহারায় তার ছাপ পড়তে দিল না।

'মেবার আপনাকে আপনার গাড়ির কাছে পৌঁছে দেবে।'

'মেবার নিজের দেখভাল করতে পারে।'

মেবারের দিকে তাকাল সাবরিনা। 'আমিও নিজের দেখভাল করতে পারি।'

জোর করে হাসল রানা। 'তা হলে আমি আপনার সঙ্গে গেলে মেবার নিশ্চয়ই চিন্তিত হবে না।'

দ্বিতীয় বারের মতো মেবারের দিকে তাকাল সাবরিনা। মেবার মাথা দুলিয়ে বুঝিয়ে দিল সে শুনছে।

রানার চোখে চোখ রাখল সাবরিনা। 'কারও মুখে "না" শুনতে পছন্দ করেন না আপনি, মিস্টার রানা, না কি?'

'না।'

হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাবরিনা। 'দেখুন, আমাকে কিন্তু পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে। ওপরে বরফ আর তুষার আছে, কাজেই স্কি ব্যবহার করব।'

'অনেকদিন স্কি করি না,' হাসল রানা। তারপর গম্ভীর হলো। 'একটা কথা আপনাকে জানাতেই হচ্ছে: আমি আপনাদের রাণীর কর্মচারী নই। মিস্টার লংফেলোর অনুরোধে আপনার বাবার একটা উপকার করে দিতে গিয়ে আহত হয়েছি আমিও। এই মুহূর্তে চলে যেতে পারলে খুবই খুশি হতাম, কিন্তু নাটের গুরুটিকে না দেখে আমি কিছুতেই এখান থেকে নড়ছি না।'

একমুহূর্তের জন্য সাবরিনার চেহারা দেখে রানার মনে হলো মেয়েটা ওর গালে চড় কষাতে যাচ্ছে, তারপর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ভদ্রতার হাসি হাসল সাবরিনা, কপ্টারের দিকে হাতের ইশারা করে বলল, 'আসুন।'

কেউ আড়াল থেকে চোখে চোখে রাখছে, রানার এ অনুভূতিটা মিথ্যে নয়। ভুল করেনি ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। কালাশনিকভ কিংবা ও যদি গ্রামের উপর ঝুঁকে আসা টিলার মাথায় জন্মানো গাছগুলোর দিকে তাকাত, তা হলে হয়তো দেখতে পেত, ক্যামোফ্লেজ পরা এক লোক বসে আছে ঘন পাতাওয়ালা গাছের একটা মোটা ডালে। তার হাতে একটা ওয়াকিটকি।

চোখের সামনে বিনকিউলার তুলে দেখছে কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ।

সাবরিনার উপর স্থির হলো বিনকিউলার। বরাবরের মতোই অপূর্ব সুন্দর একটা ফুল মনে হচ্ছে তাকে এখনও। স্মৃতি মনে পড়ে গেল। কাঁদছে সাবরিনা। হাত বাঁধা···চোখে ভীষণ ভয়···সেই মাখনের মতো কোমল ত্বক। স্মৃতিটা পীড়াদায়ক। মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিল তুখোরভ। সামনে জরুরি কাজ পড়ে আছে।

হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের জীবন্ত কিংবদন্তী সেই মাসুদ রানাও আছে। লংফেলো নিশ্চয়ই তাকে পাঠিয়েছেন সাবরিনার নিরাপত্তার দিকটা দেখবার জন্য। বাঁকা হাসি ফুটল ওর মুখে। আজকে লোকটা বুঝবে জীবনের শেষ মুহূর্ত চলে এলে কেমন লাগে।

জীপটা কন্সট্রাকশন সাইটের দিকে এগোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর ওয়াকিটকিতে কথা বলল। 'ওরা কি পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তুমি জানো কী করতে হবে। প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করবে। আমি তোমার রিপোর্টের অপেক্ষায় রইলাম।'

'ঠিক আছে।'

'আরেকটা কথা,' একটু থামল তুখোরভ। 'সাদা বরফে মাসুদ রানার ঝাঁঝরা লাশ আর রক্তের লাল রং দেখতে চাই আমি।'

পাঁচ

ডউফিন উড়ে চলেছে বরফের রাজ্যের উপর দিয়ে। এক সময় একটা চুড়োর কাছে চলে এলো। হাতের ইশারায় ওটা দেখাল সাবরিনা। গন্তব্য কাছে চলে আসছে। বাতাসের প্রচণ্ডতা ইউরো-কপ্টারটাকে এমন ঝাঁকি দিচ্ছে যে ন্যাভিগেট করতে সমস্যা হচ্ছে পাইলটের।

'নামতে পারব না!' কিছুক্ষণ পর চিৎকার করে জানাল সে। 'বাতাস অনেক বেশি জোরাল।'

'এক জায়গায় দাঁড় করান,' জবাব দিল সাবরিনা। গগল্‌স্‌ পরে নিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'জাম্প করতে হবে আমাদের। স্কি করতে পারেন তো?'

'লেডিজ ফার্স্ট,' গগল্‌স্‌ পরে নিল রানাও। কালাশনিকভের কাছ থেকে ধার নেওয়া অল-মাউন্টিন-কার্ভিং স্কি জোড়া আটকে নিল জায়গা মতো। লোকটার পলিপ্রোফাইলিন জ্যাকেট, ফ্লীস গ্লাভস আর মাইক্রো ফ্লীস লাইনিং দেওয়া প্যান্টও রানার গায়ে ঠিক লেগেছে। সবকিছুর উপর শামশের আলীর দেওয়া জ্যাকেট পরে নিল ও।

সাবরিনার পরনে হালকা পার্কা-জ্যাকেট, হুডে ফার লাগানো। মিটেন আর রানার মতোই স্কি প্যান্ট। শুধু মাত্র মহিলাদের জন্য তৈরি এক জোড়া স্কির টো-হোল্ডে বুট জুতো ঠিক মতো আটকে নিল।

দরজা খুলতেই তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকল ভিতরে। রানা তৈরি কি না দেখতে থামল না সাবরিনা, লাফ দিল বাইরে। পনেরো ফুট নীচে পড়েই ছুটতে শুরু করল। রানাও লাফ দিল। ততোক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে সাবরিনা। বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না দ্রুতগতিতে ছুটতে।

ইস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে শেখা ল্যাঙলফিং পদ্ধতিতে পিছলে সামনে এগোল রানা। মেয়েটা যেন নীরবে ওকে চ্যালিঞ্জ করছে। বরফের খাড়া ঢাল বেয়ে স্কি করে নামবার চেয়ে একটা মাত্র কাজেই বেশি উত্তেজনা আছে, সেটা স্কাই ডাইভিং। বাতাসের ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে রানা সাবরিনার পিছনে। টের পাচ্ছে শরীরের ভিতর অ্যাড্রেনালিন তৈরি হচ্ছে।

ঢাল শেষে একটা সমতলে এসে সাবরিনাকে ধরতে পারল রানা। একটা খাড়া খাদের ঠিক কিনারায় থেমেছে সাবরিনা। এক মুহূর্ত পর রানাও থামল।

'খারাপ না,' বলল সাবরিনা। 'বেশ ভাল স্কি করেন আপনি, মিস্টার রানা।'

'আর…কেউ পিছু নিলে আপনি খুশি হন। বোধহয় সবসময় পুরুষরা চায় আপনার পিছু নিতে।'

'যতোটা বলছেন ততোটা নয়।'

নীচে সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে বরফে ঢাকা সাদা উপত্যকা। সেদিকে আঙুল তাক করল সাবরিনা। উপত্যকার ঠিক মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে সার্ভে পতাকার সারি।

'দু'দিক থেকেই কাজ করছি আমরা,' জানাল সাবরিনা। 'ওদিকে চারশো মাইল দূরে কাস্পিয়ান সাগরের তেলক্ষেত্র। আর এদিকে চারশো মাইল দূরে মেডিটারেনিয়ান।'

'এখানে দুটো লাইন মিলবে,' বলল রানা। মনে মনে কোম্পানির পরিকল্পনার প্রশংসা না করে পারল না।

'পার্শিয়ান উপসাগরের তেল যখন ফুরিয়ে যাবে তখন এটাই আবার পরিণত হবে দুনিয়ার সেরা দামি জায়গায়। তেলের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আর সেই চাহিদা মিটানোর মতো প্রচুর তেল পেতে হলে তা নিতে হবে আমাদের কাছ থেকে। এই লাইনটা হবে আমাদের প্রধান ধমনি।'

'আপনার বাবার স্বপ্ন?'

'হ্যাঁ। আমারও। আমার পরিবারের স্বপ্ন। আমার মায়ের দিকের আত্মীয়দের স্বপ্ন।'

খানিক ওখানেই দাঁড়াল ওরা। সাবরিনা বুঝে নিচ্ছে সার্ভে ফ্ল্যাগগুলো ঠিক জায়গায় বসানো হয়েছে কি না। মেয়েটার দৃঢ়চেতা মনোভাব, আন্তরিকতা আর কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখে মনে মনে প্রশংসা করল রানা। অনেকদিন পর অন্যরকম একটা অনুভূতি দুলিয়ে দিয়ে গেল ওকে। মনে হলো নিমগ্ন সাবরিনাকে আলতো করে একবার ছুঁয়ে দেখে।

রানাকে কিছু না বলেই আবার ছুট লাগাল সাবরিনা, দক্ষতার সঙ্গে একটা ঢাল বেয়ে নেমে চলল পতাকাগুলোর দিকে। মৃদু হাসল রানা। মেয়েটা সত্যি চায় তার পিছু নেওয়া হোক। পরিষ্কার যেন মেয়েটার অন্তর দেখতে পাচ্ছে ও। ওকে যাচাই করতে চাইছে সাবরিনা, দেখতে চাইছে ও কী ধাতু দিয়ে গড়া। ঠিক আছে, যাবে ও ওর পিছনে।

ছুটতে শুরু করল রানাও। সহজেই সার্ভে পতাকাগুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে। সাবরিনাকে দেখে মনে হচ্ছে ও পেশাদার অবস্ট্যাকল কোর্সে সাফল্যের জন্য ছুটছে। একই ভাবে অনুসরণ করল রানা, লেগে থাকল ঠিক পিছনেই।

একবার একটা টিলার উপর থেকে লাফ দিল সাবরিনা। বিশফুট দূরে গিয়ে নামল। দেখে মনে হলো অলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করছে। সাবরিনার চেয়ে সামান্য বেশি গতিতে লাফ দিয়েছে রানা, আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে বরফে মুখ থুবড়ে পড়তে হতো ওকে। শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, ঘটনাটা সাবরিনা খেয়াল করেনি।

আরেকটা টিলার সামনে থামল আবার সাবরিনা। রানা পাশে থামবার পর বলল, 'ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?' তাকিয়ে আছে ও আরেকটা উপত্যকার পতাকা সারির দিকে।

'না।'

অদ্ভুত একটা আগ্রহ বোধ করছে রানা সাবরিনার প্রতি। মেয়েটা তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি নিয়েছে, কিন্তু ও জানে, প্রায় সর্বক্ষণ চোখের কোণে ওকেই লক্ষ করছে সাবরিনা। নিজেকে যেন লুকাতে চায়। কিছুতেই প্রকাশ করবে না, স্বীকারই করবে না রানার ব্যাপারে গভীর কৌতূহল জন্ম নিয়েছে তার ভিতর।

মাথার উপর আওয়াজ শুনে আকাশে চোখ বুলাল রানা। ওদের পৌঁছে দেওয়া কপ্টারটা নয়, একটা ক্যাসা ২১২ প্লেন। ওটার পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এলো চারটে কালো জিনিস। ওগুলো নিঃশব্দে নামতে শুরু করতেই প্রত্যেকটার মাথার উপর খুলে গেল প্যারাশুট, গতি কমে গেল পতনের। সাবরিনাও ওগুলোকে খেয়াল করেছে।

'প্যারাহক,' বলল ও। 'চারজন লোক প্যারাহকে করে আসছে।'

অতি আধুনিক বিপজ্জনক সামরিক যন্ত্র প্যারাহক। খুব নিচু দিয়ে উড়তে সক্ষম এক ধরনের স্নোমোবাইল। তৈরি হয়েছে হালকা ওজনের এয়ারক্র্যাফট-গ্রেড অ্যালিউমিনিয়াম দিয়ে। সঙ্গে আছে হাই পারফর্মেন্স প্যারাশুট, হ্যান্ডলবার স্টিয়ারিং আর থাম্ব থ্রটল কন্ট্রোল। প্যারাশুটগুলো উড়বার কাজে ব্যবহার করা যায়। পাইলট ইচ্ছে করলে গতি বাড়াতে কমাতে পারে ঘণ্টায় চার-পাঁচ মাইল। এঞ্জিনটা রোট্যাক্স ৫৮২, পঁয়ষট্টি হর্স পাওয়ার। পিছনে ছয় ব্লেডের প্রপেলার। যন্ত্রটা উড়তে পারে, লাফ দিতে পারে, পিছলে এগোতে পারে যেদিক খুশি।

পটপট আওয়াজ করল একটা প্যারাহকের মেশিনগান। গুলি ছোঁড়া হচ্ছে ওদের দিকে।

নিরাপদে সরে যাওয়ার পথ খুঁজল রানার চোখ। পাহাড়ের গায়ে সামান্য নীচেই একটা খাদ আছে, ওটা দেখতে পেল। ওটার উল্টোদিকে জঙ্গল।

'সাবরিনা, খাদের দিকে যান!' নিচু গলায় নির্দেশ দিল ও। 'আমি ওদের জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাব।' ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে, ওটা দিয়ে ইশারা করল।

সাবরিনা নির্দেশ পালন করতে দেরি করল না, স্কি করে সরে যেতে শুরু করল গিরিখাদের দিকে। প্যারাহকগুলোর দিকে তাকাল রানা অস্ত্র হাতে।

হঠাৎ একসঙ্গে গর্জে উঠল ওগুলোর মেশিনগান। কুঁজো হয়ে গেল রানা, পরক্ষণে শিকারী বাজপাখির মতো যন্ত্রগুলোকে পিছনে নিয়ে জঙ্গলের দিকে স্কি করতে শুরু করল। এক নাগাড়ে গুলি করছে লোকগুলো। ওর পিছনের বরফে মাথা খুঁড়ছে শক্তিশালী বুলেট।

ঢাল বেয়ে জঙ্গলের দিকে দ্রুত নামছে রানা। আওয়াজ শুনে টের পাচ্ছে, কাছে চলে আসছে প্যারাহকগুলো। গুলি এখন অনেক কাছে এসে আঘাত করছে। একটা ফাঁকা জায়গা পার হয়ে জঙ্গলে গাছের নীচে পৌঁছোতে হবে ওকে।

আওয়াজ বেড়ে গেল এবার। রানার ঠিক পিছনে চলে এসেছে একটা। ওকে

ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার মতলব ছিল, শেষ মুহূর্তে বসে পড়ে এড়িয়ে গেল রানা। স্কি থামায়নি, গতি আরও বাড়িয়ে তুলল পিছলা পাউডারের মতো তুষারে। মনে হলো যেন লোকগুলোকে পিছনে ফেলে দিতে পারছে, আর ঠিক তখনই ওর সামনে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো বরফের একটা স্তূপ।

এবার হ্যান্ড গ্রেনেড ব্যবহার করছে লোকগুলো!

স্কি করতে করতে লাফিয়ে শূন্যে পুরো এক পাক ঘোরাকে বলে স্প্রাং-ক্রিসটিনা। ঠিক তা-ই করল রানা, ঘুরন্ত অবস্থায় গুলি করল কাছের প্যারাহকটার গায়ে। কাজের কাজ কিছুই হলো না, বুলেটপ্রুফ আর্মারে লেগে ছিটকে গেল বুলেট।

জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে রানা, গাছের ফাঁক দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলল। ওর পিছনে লেগে আছে দুটো প্যারাহক, গাছের মাথার উপর দিয়ে ধাওয়া করে আসছে। এক নাগাড়ে গুলি করে চলেছে এখনও, ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো কাছে এসে বরফে বিঁধছে বুলেট।

একটা প্যারাহক দিক পরিবর্তন করল রানাকে সুবিধা মতো পাওয়ার জন্য। এগিয়ে আসছে ওটা ভিন্ন একটা অ্যাঙ্গেলে। পাইলটের পূর্ণ মনোযোগ রানার পিঠ ঝাঁঝরা করায়। খুব কাছে চলে এলো। এতো কাছে যে, একটু সময় পেলেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে তার।

স্বাভাবিক অবস্থায় বরফ আর তুষার কেটে ছুটে চলা স্কির তীক্ষ্ণ আওয়াজটা উপভোগ করত রানা, কিন্তু এই মুহূর্তে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে ছুটছে, খেয়াল রাখছে আওয়াজে যেন কোন পরিবর্তন না হয়। তা হলে বুঝতে হবে গতি কমে যাচ্ছে ওর, অথবা স্কি করবার চিরাচরিত এঁকেবেঁকে চলবার ভঙ্গিতে কোন খুঁত রয়ে যাচ্ছে।

একটা গাছের শেকড়ে ঠোকর খেল বামদিকের স্কি। আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেত রানা। শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। ক্ষণিকের জন্য এক স্কির উপর ভর দিয়ে এগোতে হলো ওকে। সামনে পাথরে মোড়া দুটো বড় পাথর। ওগুলোর মাঝখান দিয়ে লাফ দিল ও, নিরাপদে ঢুকে পড়ল আরেক সারি গাছের তলায়।

দলনেতার প্যারাহকটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সামনে তাকাল রানা। আরও কিছুক্ষণ যদি ওটাকে একই জায়গায় আটকে রাখা যায় তা হলে জ্যামিতির সাধারণ নিয়ম আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ওর পক্ষে কাজ করবে। গন্তব্য লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল রানা, বিদ্যুৎগতিতে স্কি করছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল।

বাঁক নিতে শুরু করে বিরাট একটা গাছকে পাশ কাটাল প্যারাহক, কিন্তু ওটার প্যারাশুট আটকে গেল গাছের কয়েকটা ডালে। ডিগবাজি খেয়ে গাছের সঙ্গে বাড়ি খেল মেশিনটা। তেলের ট্যাঙ্ক, মেশিনগানের গুলি আর গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা ধরে গেল।

খাদের ভিতর নিরাপদেই নামতে পেরেছে সাবরিনা, বিস্ফোরণের বিকট শব্দে থামল। মাসুদ রানা কোথায়? গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল। দুটো প্যারাহক দেখতে পেল, এখনও আকাশে চক্কর মারছে। তা হলে কি এখানে থাকাই উচিত হবে? সতর্ক মন বলছে অপেক্ষা করো, কিন্তু সাবরিনা নিজেকে চেনে। জেদী

বাচ্চার মতো বিপদের তোয়াক্কা না করে রানা যেদিকে গেছে সেদিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

এদিকে দ্বিতীয় আর তৃতীয় প্যারাহক রানার পিছু ছাড়েনি। এখন জঙ্গলের ভিতর গ্রেনেড ছুঁড়ে দিচ্ছে তারা। রানার ডানে-বামে বিস্ফোরিত হচ্ছে বোমাগুলো। প্যারাশুট খুলে ফেলে বরফের উপর নেমে এলো যন্ত্র দুটো। এখন দুটোই ছুটছে রানার পিছনে, মেশিনগানের গুলিগুলো গেঁথে যাচ্ছে রানার দু'পাশে আর পিছনের বরফে।

একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে রানা। এর চেয়ে বিপজ্জনক জায়গা এ-মুহূর্তে আর নেই। স্কির গতি বাড়িয়ে ছুটবে ভেবেছিল, কিন্তু টের পেল এখন আর প্যারাহকগুলোর এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছে না। পিছনে তাকিয়ে দেখল, ওগুলো নেই। ব্যাপারটা···?

গতি না কমিয়ে ফাঁকা জায়গার ওপাশে পৌঁছুতে চাইল রানা, তারপর আবার বনের ভিতর ঢুকবে। ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। এতো সহজে হাল ছেড়ে দিল লোকগুলো?

প্রশ্নটা মনের ভিতর দ্বিতীয়বার নেড়েচেড়ে দেখবার সময় পেল না ও, সামনে থেকে যন্ত্র দুটোকে আসতে দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল। গালের দু'পাশে বাতাসের হালকা চাপড় লাগল। শিসের আওয়াজ তুলে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট দুটো। আবার গুলি শুরু করেছে পাইলটরা। তাদের সঙ্গে যোগ দিল তৃতীয় প্যারাহক। উপর থেকে গ্রেনেড ছুঁড়ছে ওটা।

একটা প্যারাহক সামান্য বাঁক নিল রানাকে সামনাসামনি পেতে। সোজাসুজি রানার দিকে ছুটে আসছে। গান ব্যারেল রানার বুকে তাক করা হয়ে গেছে।

একটা কাজই করবার আছে এখন। সেটাই করল রানা। সরাসরি প্যারাহকের দিকে ছুটল। যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। পাইলটের চোখ দেখতে পেল ও, বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে রানাকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসতে দেখে। বরফের কুঁজো ঢিবিটার উপর উঠে এলো রানা তীব্র গতিতে, তারপর যন্ত্রটার উপর দিয়ে ভেসে পার হয়ে গেল। ততোক্ষণে মেশিনগান থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে পাইলট। নিরাপদেই ওপাশে নামতে পারল রানা। কিন্তু গুলি ছুঁড়তে গিয়ে পাইলটের খানিকটা অতি প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় হয়ে গেছে। দড়াম করে একটা গাছের মোটা কাণ্ডের সঙ্গে গিয়ে বাড়ি খেল যন্ত্রটা। আরেকবার বিস্ফোরণের বিকট শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশ।

দুটো নিষ্ক্রিয় হয়েছে। এখনও বাকি দুটো।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখল রানা। একটা প্যারাহক আকাশে উড়ছে, গ্রেনেড ফেলছে দূর থেকে। অন্যটা? বিস্ফোরণের আগুনের কারণে থেমে গেছে? আড়াল থেকে উঁকি দিল ও।

না। আগুনের দেয়াল ভেদ করে নিরাপদেই বেরিয়ে এলো তৃতীয় প্যারাহক। রানার স্কির চিহ্ন চোখে পড়তেই জঙ্গলের উপর গুলিবর্ষণ করতে শুরু করল। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করল রানা গাছের ফাঁক দিয়ে। বুঝতে পারছে বেশিক্ষণ আর এভাবে পালিয়ে বেড়াতে পারবে না ও। স্কিয়ারের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা তার

হাঁটু। বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই দুই হাঁটুতে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে ওর, ক্রমে বাড়ছে ব্যথাটা, সেই সঙ্গে দপদপ করছে। দাঁতে দাঁত চেপে এগোল রানা। উপর থেকে গ্রেনেড নেমে আসছে আগেরই মতো। তবে বিপদ বেড়েছে। লোকটা এখন আগের চেয়ে কাছে ফেলতে পারছে বোমাগুলো।

খাদের পাড়টা আগে থেকে দেখতে পায়নি ও, একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল বরফে। গড়াতে শুরু করল শরীরটা। ভয়ে দুরুদুরু করছে রানার বুক। পনেরো ফুট গড়ানোর পর খাদের প্রান্তে জন্মানো একটা গাছের শেকড়ে ঠোকর খেয়ে থামল ও। কিন্তু প্যারাহকের পাইলট ওর মতো এতো ভাগ্যবান নয়। সময় মতো থামতে না পেরে রানার দেহের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পাঁচশো ফুট গভীর পাথুরে খাদের ভিতর পড়ল যন্ত্রটা।

ঘাড় কাত করে ওটার পতন দেখল রানা। ওর আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল, কিন্তু হতাশ হতে হলো শেষে। পড়ন্ত প্যারাহকের লেজের কাছ থেকে বেরিয়ে এসে ফুলে উঠল একটা ইমার্জেন্সি প্যারাশুট। উপরে উঠবার জন্য বাঁক নিল পাইলট, তারপর যোগ দিল উড়ন্ত প্যারাহকটার সঙ্গে। দুটোই এখন সরাসরি রানাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

উঠে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে আবার ফিরে চলল রানা, তবে ভিন্ন পথে টিলার কিনারা ধরে যাচ্ছে। প্যারাহক দুটো আরও কাছে চলে এসেছে। ছুটছে রানাও। সামনে খাদ সরু। তার উপর প্রকৃতির তৈরি একটা বরফের সেতু ওর লক্ষ্য। একজন পাইলটও রানার মতলব বুঝেছে, সে তার যন্ত্রটাকে সেতুর তলা দিয়ে পার করাল, ওপাশ থেকে উঠে রানাকে বাগে পাওয়ার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় পাইলট ঘুরে আসছে আরেকদিক থেকে, রানাকে সামনাসামনি পেতে চায়। দু'জনের মাঝখানে আটকা পড়ে যাবে রানা, কোনদিকে যাওয়ার আর উপায় থাকবে না।

একটা মাত্র উপায় আছে বাঁচবার। যদিও সফলতার আশা খুব ক্ষীণ। পাইলটরা যা ভাবেনি সেটাই করল রানা। বরফের সেতু পার না হয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে গতি আরও বাড়িয়ে লাফ দিল খাদের কিনারা থেকে। ওর ঠিক নীচে ভাসছে একটা প্যারাহক। রানার স্কি জোড়া ফালাফালা করে চিরে দিল প্যারাশুট। নিরাপদেই ওপারে নামতে পারল রানা, দেরি না করে ছুটতে শুরু করল।

প্যারাশুট নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে যন্ত্রটা। বাতাসে খানিক এদিক ওদিক দুলল, তারপর নাক নিচু করে ছুটল সোজা সামনের দিকে। ওদিকে তখন বেরিয়ে এসেছে অন্যটা। সরাসরি ওটার গায়ে গিয়ে গুঁতো মারল নিয়ন্ত্রণহীন প্যারাহক। দুটোই প্রায় এক সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। আওয়াজে মনে হলো কাছেই বাজ পড়েছে কোথাও।

কিছুটা দূরে গিয়ে দম নিতে থামল রানা। চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে। সাবরিনা কোথায়? খাদ ধরে নিরাপদে নেমে যেতে পেরেছে তো? কোন্ জাহান্নামে গেছে মেয়েটার বডিগার্ডরা? তাদের তো দূর থেকে হলেও সাবরিনার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখবার কথা।

রানা আবার রওনা হওয়ার আগেই ওকে খুঁজে বের করে ফেলল সাবরিনা। বরফের সেতুর উপর দিয়ে রানার পাশে থামল মেয়েটা। জ্বলন্ত প্যারাহকগুলোর

একটা আবার বিস্ফোরিত হয়েছে। পায়ের নীচে জমি কেঁপে উঠল। ঝাঁকি খেয়ে রানার দু'বাহুর মধ্যে পড়ে গেল সাবরিনা, সরে যাওয়ার চেষ্টা করল না।

'চলে গেছে ওরা?' গলা সামান্য কেঁপে গেল সাবরিনার। একটু আগের সেই নিশ্চিত ভাবটা এখন আর নেই।

'ওদের নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না,' বলল রানা।

'ওখানে তোমার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারিনি, ভাবলাম তোমার কাছে ফিরে আসব।'

'ভালই করেছ,' বলল রানা। 'নইলে তোমাকে হয়তো আমি খুঁজে পেতাম না। ককেসাসে হরিয়ে যেতাম।'

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল প্যারাশুটের ছোট একটা টুকরো ওর ডান স্কির সঙ্গে আটকে আছে। কীসের যেন একটা নক্সার অংশ আছে কাপড়টায়। কাপড়টা টান দিয়ে খুলে নিয়ে কাছ থেকে দেখল, ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্টের লোগো দেখে। কাপড়টা প্যান্টের পকেটে রেখে দিল ও। চারপাশে তাকাল নিচু একটা গম্ভীর গুড়গুড় আওয়াজ শুনে।

'কীসের আওয়াজ?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা, রানার চোখে চেয়ে ভরসা খুঁজছে।

আওয়াজটা আরও বাড়ছে, কাছে চলে আসছে। টিলার উপর দিকে তাকাল রানা। বিস্ফোরিত প্যারাহকগুলোর শকওয়েভ উপরের তুষারে ধস নামিয়ে দিয়েছে। নরম বরফের বিরাট উঁচু একটা সাদা দেয়াল গড়িয়ে নেমে আসছে ওদের দিকেই। আরও বাড়ছে গতি। উঁচু হচ্ছে আরও। আওয়াজটা সমুদ্রের গর্জনের মতো শোনাল।

'এসো!' দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। ছুটন্ত অ্যাভালাঞ্চ থেকে বাঁচবার একটাই মাত্র উপায়, সেটা ঢালের নীচের দিকে ছুটে অ্যাভালাঞ্চকে পিছনে ফেলে দেওয়া।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল সাবরিনা। সঙ্গে সঙ্গে থামল রানা, হাতে বাড়তি সময় নেই বুঝে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সাবরিনার উপর।

'শরীরটা গোল করার চেষ্টা করো,' চিৎকার করল ও অ্যাভালাঞ্চের গর্জনের উপর দিয়ে। এ ছাড়া আর কিছু করবার নেই এখন। কারও হাত দুটো যদি গোড়ালির কাছে থাকে তা হলে তার পক্ষে স্কি থেকে বুট জুতো খোলা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তারপর বরফ খুঁড়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করতে হবে।

অ্যাভালাঞ্চও আঘাত হানল, রানাও টেনে দিল শামশের আলীর দেওয়া জ্যাকেটের ট্যাগ। ফটাশ্ শব্দ করে খুলে গেল এয়ারব্যাগ, ভিতরে ওদের ভরে নিয়ে বরফ থেকে আলাদা করে দিল ওদের। সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল সাবরিনা ভীষণ ভয়ে। শক্ত করে মেয়েটাকে ধরে থাকল রানা, যাতে নড়তে না পারে।

'ঠিক আছে, সব ঠিক আছে,' নিচু গলায় বলল রানা। চারপাশে আওয়াজ। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল। তারপর থেমে গেল সব শব্দ। অন্ধকারে একমাত্র আলো বলতে রানার হাতঘড়ির লুমিনাস ডায়ালের মৃদু বিকিরণ। টো হোল্ড খুলে স্কি সরিয়ে ফেলল রানা বুট থেকে, তারপর সোজা হতে

চেষ্টা করল। হাঁটুর নীচের খাপ থেকে থ্রোইং নাইফটা বের করে নিয়ে এয়ারব্যাগ ফুটো করল। ভুশভুশ করে বাতাস বেরিয়ে গেল। এখন ওরা আছে একটা ইগলুর মতো গোম্বুজাকৃতির বরফের কুঠুরির ভিতর। আপাতত নিরাপদ, কিন্তু বন্দি।

'হায়, যীশু,' ফুঁপিয়ে উঠল সাবরিনা। 'জীবন্ত কবর হয়ে গেছে আমাদের!'

'চিন্তা কোরো না,' সান্ত্বনা দিল রানা। 'ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা।'

শিউরে উঠল সাবরিনা। 'আমি এখানে থাকতে পারব না।' গলা চড়ছে। 'দম আটকে মরে যাব!'

'কিচ্ছু হবে না।' ইগলুর উপরের দিকের বরফ খুঁড়তে শুরু করল রানা। ঝুরঝুর করে গুঁড়ো বরফ পড়তে শুরু করল।

'না!' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল সাবরিনা। 'মাথার ওপর ছাদ ধসে পড়বে!'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

'হায়, যীশু!' ঘনঘন শ্বাস পড়ছে সাবরিনার, সেই সঙ্গে বাড়ল ফোঁপানি। দু'হাতে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরল রানাকে। কাঁপছে থরথর করে। ক্লস্ট্রোফোবিয়া পেয়ে বসেছে মেয়েটাকে।

'চিন্তা কোরো না, সাবরিনা, ঠিকই বের হয়ে যাব আমরা।' ব্যস্ত হয়ে ছোরা চালাচ্ছে রানা বরফের ছাদে।

'আমি…আমি…শ্বাস নিতে পারছি না! শ্বাস নিতে পারছি না!'

'সাবরিনা! আমার দিকে তাকাও! আমার চোখে!' থামছে না সাবরিনা, আরও জোরে ঝাঁকাচ্ছে রানাকে, খামচি মারছে। ঠাস করে মেয়েটার গালে চড় দিল রানা। এতোক্ষণে যেন বাস্তবে ফিরল সাবারিনা, রানাকে ছেড়ে দিল। দম নিল বড় করে।

'তুমি ঠিকই আছো,' বলল রানা। 'আমাদের কোন বিপদ হয়নি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

রানার গলার আওয়াজে নিশ্চয়তা শুনে সাহস সঞ্চয় করল সাবরিনা, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল, বসল দেয়ালের একধারে। হাতের ইশারায় রানাকে কাজ করতে ইঙ্গিত করল।

মেয়েটাকে আগের চেয়ে ভাল ভাবে বুঝতে পারছে রানা। কিডন্যাপিং যে গভীর ক্ষতের মতো ছাপ ফেলে গেছে সাবরিনার জীবনে সেটা ও গোপন করতে চায়। ঠিক পথেই আছে সাবরিনা। ওর জীবনে যা ঘটে গেছে সেটাকে পিছনে ফেলে নতুন করে ব্যস্ত হয়ে উঠছে, কাজে ডুবে ভুলে যেতে চাইছে কী ঘটেছিল। কতোটা প্রচেষ্টায় স্বাভাবিক আছে ও, ভাবতে অবাক লাগে। তার উপর কিডন্যাপিঙের স্মৃতি ঝাপসা হওয়ার আগেই বাবাকে হারিয়েছে। বিরাট দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। তীব্র আতঙ্ক আর স্বাভাবিক থাকবার চেষ্টা, দুটোর নিরন্তর দ্বন্দ্ব সহ্য করতে হচ্ছে ওকে। বুঝতে পারছে রানা, কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ যে কাছাকাছি আছে সেটা কিছুতেই সাবরিনাকে জানতে দেওয়া চলবে না।

ছয় মিনিট পর বরফের স্তূপের উপর বেরিয়ে এলো রানার মুঠো। গর্তটা বড় করল রানা, তারপর দু'হাতের ভর দিয়ে বেরিয়ে এলো। সাবরিনাকে তুলল তারপর।

একটু পর মাথার উপর দেখা দিল ডউফিন।

'কালাশনিকভ!' হাত নাড়তে শুরু করল সাবরিনা। উদ্ধার পাবে বুঝতে পেরে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে, চেহারায় ফিরে এসেছে শান্ত-সমাহিত ভাব। কর্তৃত্বপরায়ণা এক ক্ষমতাশালী নারীতে পরিণত হয়েছে ও কয়েক মুহূর্ত আগের তীব্র আতঙ্ক কাটিয়ে। কাজের কথায় চলে এসে বলল, কয়েকটা সার্ভে মার্কার সরাতে হবে।

সাবরিনার পরিবর্তন রানাকে খানিকটা চমকিত করল। সত্যি, সমস্যা কাটিয়ে উঠে কর্তব্য পালনের মতো প্রচণ্ড মানসিক জোর আছে সাবরিনার।

এক পাক ঘুরে খোলা একটা জায়গা বেছে খানিকটা নামল কপ্টার। একটা দড়ির মই নামিয়ে দিল কালাশনিকভ। তুষারের ভিতর দিয়ে ওটার দিকে এগোল রানা সাবরিনার পাশে। অনুভব করল, নীরবে অজান্তে কী যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ওদের দু'জনের মাঝে। বদলে গেছে সাবরিনা। ওর দুর্বলতা দেখেছে রানা, সে-কারণেই হয়তো আগের সেই উদ্ধত কর্তৃত্বপরায়ণতা ঝেড়ে ফেলে ওর প্রতি আচরণে সহজ হয়ে উঠেছে সাবরিনা।

অদ্ভুত একটা টান অনুভব করছে রানা সাবরিনার প্রতি। অনেক, অনেক দিন পর কোন নারী ওকে এতোটা তীব্র ভাবে কাছে টানছে। নিজেকে চোখ রাঙাল রানা, জোর করে মনটাকে সরিয়ে আনল জরুরি কাজে।

বিচলিত সাবরিনাকে খুব কাছ থেকে বিপদের মাঝে দেখেছে ও। এতে কি ওর অ্যাসাইনমেন্ট সহজ হবে···না কি, কঠিন?

ছয়

আযারবাইজানের তেলক্ষেত্রগুলোর বেশিরভাগই আছে দেশটার পুব আর দক্ষিণ-পুব দিকে, কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী রাজধানী বাকুর কাছে। কাছেই ইরানের বর্ডার।

আযারবাইজান আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতা পাবার পর এগারোটা আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সঙ্গে গভীর সাগরে তেল উত্তোলনের চুক্তি করেছে। চুক্তি অনুযায়ী যে টাকা সরকার পাবে সেটা দেশের ভগ্নপ্রায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেরামত করতে অত্যন্ত প্রয়োজন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সরে আসায় জর্জিয়া আর আর্মেনিয়ার মতোই আযারবাইজানের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ উন্নতির পথে বিরাট একটা বাধা।

তেল কোম্পানিগুলো ছাড়া আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে বাকু সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং শিক্ষা-নগরী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। পেট্রলিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজের কল্যাণে দশ লাখ মানুষের এই শহরটা দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশে-বাতাসে টাকার খেলা চলছে, ফলে হাজির হয়ে গেছে সংগঠিত অপরাধীরা। বাকুতে নিজেদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করেছে রাশিয়ান মাফিয়াও। গুপ্তচর, ড্রাগস স্মাগলার, আর্মস ডিলার ছাড়াও নানান ধরনের

ছোটখাটো অপরাধীর স্বর্গভূমিতে পরিণত হয়েছে বাকু।

অবশ্য এই পরিস্থিতি সার মাহতাবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কাস্পিয়ান সাগরে নিজের স্বার্থ রক্ষায় প্রচুর বিনিয়োগ করেছিলেন তিনি। দেশটা স্বাধীন হতেই হাজির হয়ে গিয়েছিল ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজ, এবং সফলতার সঙ্গে বেশ কয়েকটা সমৃদ্ধ তেলখনি আবিষ্কার করেছে। নিজের জন্য সাগর তীরে চমৎকার একটা ভিলা তৈরি করেছিলেন সার মাহতাব। এদেশে এলে ওখানেই উঠতেন।

হত্যা প্রচেষ্টার পরদিন সকালে এই ভিলাতেই রানাকে আমন্ত্রণ করল সাবরিনা। কারও কথা শোনেনি মেয়েটা, কালাশনিকভ আর মেবারকে জোর দিয়ে বলেছে, কাজ বন্ধ করা চলবে না। সেই কারণে জর্জিয়া আর আর্মেনিয়া হয়ে আযারবাইজানে চলে এসেছে তারা। সাবরিনা এসেছে তার প্রাইভেট জেট প্লেনে। রানা বিএমডব্লিউ নিয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে পুবদিক হয়ে এসেছে। ওর বেশ খানিকটা পিছনে সর্বক্ষণ লেগে ছিল মেবার।

পুরোটা পথ ভাববার সুযোগ পেয়েছে রানা। কোনও সন্দেহ নেই যে ওদেরকে খুনের চেষ্টা কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভেরই কাজ। অত্যন্ত খরচবহুল ঝুঁকিপূর্ণ একটা অপারেশন ছিল ওটা। রাশিয়ান এজেন্সিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ এবং সুসম্পর্কের কারণে তুখোরভের পক্ষে কাজটা অর্গানাইজ করা সম্ভব হয়েছে। ওকে আর সাবরিনাকে শেষ করতে গিয়ে খরচের চিন্তা করেনি লোকটা।

সাবরিনাকে তুখোরভের মতো খুনির সামনে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে বাধছে রানার। কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই আপাতত। সাবরিনা পরিস্থিতির এক অসহায় শিকার। বরফের তলায় সাবরিনাকে ও যেমন দেখেছে তেমনটা আর কেউ দেখেনি। এটা সাবরিনাও জানে। দেখা যাক এর ফলে ওদের সম্পর্ক কোন্‌দিকে মোড় নেয়।

রানা যখন ভিলার কাছে পৌঁছুল তখন সূর্য ডুবছে। শান্ত নীল সাগর যেন স্বচ্ছ আয়না। আঙিনায় ঢুকে সশস্ত্র প্রহরীদের পায়চারি করতে দেখল রানা। বাইরের রাস্তায় তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে।

ভিতরে ঢুকে সাবরিনাকে দেখতে পেল ও, কালাশনিকভের সঙ্গে তর্ক করছে। মুখ কালো করে কথা বলছে কালাশনিকভ। বারবার অভিযোগ করছে তাকে ফেলে পাহাড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া সাবরিনার মোটেই উচিত হয়নি। কিন্তু অভিযোগ পর্যন্তই, আর কিছু করবার নেই লোকটার।

নিজের অবস্থান সম্বন্ধে সাবরিনা পরিষ্কার ধারণা রাখে। ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের সিইও হিসাবে কারও মতামত না নিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করবার অধিকার আছে তার। তবে রানা অনুভব করল, আপাত শান্ত সাবরিনা ভিতরে ভিতরে আতঙ্কিত।

বিদায় নিয়ে ভ্যালের পিছনে নিজের ঘরে চলে এলো পরিশ্রান্ত রানা।

রাতে ডিনার খেতে রাজি হলো না সাবরিনা। কালাশনিকভ জোর করতে শুরু করল, ডাক্তার দেখানো দরকার। শেষ পর্যন্ত তার অনুরোধ রাখল সাবরিনা। মেবার আর কালাশনিকভের সঙ্গে ড্রইং রুমে অপেক্ষা করল রানা। ডাক্তার উপরে গেলেন সাবরিনাকে দেখতে।

‘এখনও আমার মাথায় ঢুকছে না কী করে আপনাদের হারিয়ে ফেললাম,’ পায়চারি করতে করতে বলল কালাশনিকভ। ‘এক মুহূর্ত দেখলাম আপনারা পাহাড়ের মাথায়, তারপরই…’

‘শেষ পর্যন্ত আমাদের খুঁজে পেয়েছেন আপনি, সেটাই যথেষ্ট,’ বলল রানা। একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে ও, হাতে বুরবঁর গ্লাস। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে ওর। ডিনারে খাওয়া বীফ ওয়েলিংটন, নতুন আলু, অ্যাসপারাগাস আর বীট ওর শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেনি এখনও। তবে ঠিক করে ফেলেছে রানা, বসে থাকবে না ও, আজ রাতে বেরোবে আবার। বাকুতে অনেককেই চেনে ও। গুস্তাভ তুখোরভের খোঁজ বের করতে তাদের সাহায্য কাজে লাগবে।

‘আমার এখনও মনে হচ্ছে ওই প্লেনটার পেছনে যাওয়া দরকার ছিল,’ বলল মেবার।

দ্বিমত পোষণ করল কালাশনিকভ। ‘আগে মিস ম্যাকেনরোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।’

‘আমার বোধহয় জানা আছে কিছু প্রশ্নের জবাব কোথায় পাওয়া যাবে,’ বলল রানা।

‘তা-ই?’ চোখ সরু করে রানার দিকে তাকাল কালাশনিকভ। ‘তা হলে চলুন, যাওয়া যাক।’

‘আমাকে একা যেতে হবে।’

উপর থেকে একটা দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। সিঁড়ির কার্পেটে পায়ের চাপা শব্দ নীচে নামছে। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন আর্মেনিয়ান ডাক্তার।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল কালাশনিকভ।

‘একদম সুস্থ আছেন,’ বললেন ডাক্তার। ‘সামান্য কেটে ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। তবে ও কিছু না।’ হাতের ইশারা করলেন। ‘উনি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।’

ঠিক কাকে ইশারা করলেন বোঝা গেল না। সিঁড়ির দিকে দ্রুত পা বাড়াল কালাশনিকভ, কিন্তু ডাক্তার বললেন, ‘আপনাকে নয়।’ এবার আঙুল দিয়ে রানাকে দেখালেন। ‘ওঁকে যেতে বলেছেন।’

কালাশনিকভ আর রানার চোখ জোড়া মুহূর্তের জন্য এক হলো। চেয়ার ছেড়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল রানা।

সাজানো গোছানো বিলাসবহুল বিরাট ঘর। জানালার কাছে বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে সাবরিনা, পরনে লেস দেওয়া পাতলা নাইটগাউন। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সাবরিনার পাশে দাঁড়াল রানা।

‘কেমন আছো?’

রানার দিকে ফিরল সাবরিনা। ‘তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, রানা। জবাব দেবে?’

‘বলো?’

‘কে আমার পেছনে লেগেছে? আমাকে কে খুন করতে চায়?’

এ-মুহূর্তে প্রশ্নটার মুখোমুখি হতে চায়নি রানা। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। 'ঠিক জানি না এখনও। তবে জানব।'

রানার ইচ্ছে হলো মেয়েটাকে দু'হাতে ধরে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে আশ্বাস দেয়, ওর মাথা বুকে নিয়ে সৌরভ নেয় রেশমি কোমল চুলের।

আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সাবরিনা। মনে হলো অনেক দূর থেকে ভেসে এলো ওর গলা। 'কিডন্যাপিঙের পর থেকে একটা ভয় কাজ করে আমার ভেতর। বাইরে যেতে ভয় করে, একা থাকতে ভয় করে, আবার লোকের ভিড়ে থাকতেও অস্বস্তি হয়।' ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখল সাবরিনা, ছলছল করছে চোখ দুটো। 'তবে বুঝতে পেরেছি লুকিয়ে থাকলে চলবে না, যে করে হোক ভয়কে আমার জয় করতেই হবে। সে-চেষ্টাই আমি করে চলেছি।'

আস্তে করে সাবরিনার কাঁধে হাত রাখল রানা। 'আমি লোকটাকে খুঁজে পাবার পর তোমাকে আর ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না। এবার মন দিয়ে আমার কথা শোনো তো, লক্ষ্মী মেয়ে। এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে আজ রাতে আমি বাকুর একটা ক্যাসিনোয় যাব। সে সম্ভবত জানে লোকটা এখন কোথায়। আমি চাই তুমি বাসায় থাকবে। এখানে তুমি নিরাপদ।'

রানার চোখে আকুতি ভরা মায়াবী চোখ দুটো রাখল সাবরিনা। পরিষ্কার ওর চোখের ভাষা পড়তে পারল রানা। 'যেয়ো না, রানা,' ফিসফিস করে বলল সাবরিনা, 'আমার সঙ্গে থাকো।'

আনমনে রানার চিবুকে হাত বুলাল সাবরিনা। পেলব হাতটা এক পলক দেখল রানা, তারপর তাকাল অপূর্ব সুন্দর মুখটায়। প্রচণ্ড টানে যেন কাছে ডাকছে ওকে মেয়েটা, বলছে, আমি তোমার, রানা, আমাকে ফেলে কোথাও যেয়ো না তুমি!

'প্লিজ, রানা।'

আস্তে করে হাতটা সরিয়ে দিল রানা। 'সম্ভব নয়, সাবরিনা।'

অভিমানে ফুলে উঠল সাবরিনার লোভনীয় অধর। 'আমি ভেবেছিলাম আমাকে রক্ষা করাই তোমার দায়িত্ব।'

'এখানে তুমি নিরাপদ।'

'আমি নিরাপদে থাকতে চাই না তোমাকে ছাড়া,' মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল সাবরিনার চোখ জোড়া। ঝট করে সরে গেল রানার কাছ থেকে। ভাবতেও পারেনি ওর পরিপূর্ণ আহ্বান রানা এভাবে ফিরিয়ে দেবে, ওর নারীত্বকে অপমান করবে। কিছু চেয়ে না পেয়েছে তেমনটা বোধহয় খুব কমই ঘটেছে সাবরিনার জীবনে। না পেলে সেটা সহজ ভাবে মেনে নেওয়ার অভ্যাস স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠেনি।

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা, যেতে যদি হয় তা হলে আর দেরি না করাই ভাল। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল ও, 'যতো তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব আমি।'

'কে এখন ভয় পাচ্ছে, রানা?'

কথাটা সাবরিনা নিচু গলায় টিটকারির সুরে বলেছে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে আবার পা বাড়িয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করল, সত্যি কি ও ভয় পাচ্ছে? অদ্ভুত ওর জীবন। যাকেই অন্তর দিয়ে চেয়েছে, তাকেই হারাতে হয়েছে। সুলতা, মিত্রা, রেবেকা—আরও কতোজন? সাবরিনাকেও হারিয়ে ফেলতে

হবে এমন একটা ভয় কি সত্যি কাজ করছে ওর অন্তরে? জবাব পেল না রানা। আস্তে করে পিছনে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বন্দর-নগরী এবং রাজধানী বাকুর রহস্যময়তা আর আভিজাত্যেরই ছোট কোন প্রতিচ্ছবি যেন ক্যাসিনো ডিনোর। নতুন ক্যাসিনো এটা, সোভিয়েত শাসনাবসানের পরে তৈরি করা হয়েছে। প্রচুর লোক সমাগম হয় এখানে। রাতে হাজিরা দেয় শহরের কালো জগতের নেতা-কর্মীরা। পিছনের ঘরে গোপনে সম্পাদিত হয় নানা ধরনের বেআইনী চুক্তি। সামনে প্রকাশ্যে চলে হরেক রকমের জুয়ার জমজমাট আসর। বড়লোক এবং ক্ষমতাশালীরা এখানে আসবেই। এখানে আসাটা যেন আযারবাইজানের প্রথম সারির সমাজে সম্ভ্রান্ত হওয়ার পূর্ব শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের মনোরঞ্জন করে দেশের সেরা সুন্দরী অপ্সরীরা।

চোখে শামশের আলীর কাছ থেকে পাওয়া চশমাটা পরে ভিতরে ঢুকল রানা। মনে হলো অস্ত্র প্রদর্শনীতে ঢুকেছে। এমন লোক খুব কমই আছে যার শরীরে শোল্ডার হোলস্টার বা লুকানো অস্ত্র নেই। দু-একজনের পকেটে গ্রেনেডের দেখাও পাওয়া গেল। রূপসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ওদিকে বিশেষ মনোযোগ দিল না রানা।

ঘরের কিনারা ধরে এগোল ও, কালো পর্দা ঢাকা একটা ছোট ঘরের সামনে থামল। এটাই খুঁজছিল। ভিতরে ঢুকবার আগেই দু'জন মহিলা ওকে পাশ কাটাল। তাদের একজন ঘুরে রানার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল, জানে না তাকে প্রায় অনাবৃত দেখতে পাচ্ছে রানা। তার বান্ধবীও ঘুরে তাকাল। মৃদু নড করে হাসল রানাও। দ্বিতীয় মহিলার ব্রার ভিতরে একটা ছোট্ট ডেরিঞ্জার পিস্তল লুকানো আছে।

পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। ছোট একটা বারকাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে নীচের সিঙ্কে পিক দিয়ে বরফের চাকা টুকরো করছে বারটেন্ডার। তার উল্টোদিকে একটা টুলের উপর বসে আছে কোট-টাই পরা এক গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মাস্তান। এক্সরে গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখল রানা, লোকটা আস্ত একটা চলন্ত অস্ত্রগুদাম। পিস্তল, ছোরা আর চেইন ভরে রেখেছে কোটের ভিতর, প্যান্টের এখানে সেখানে আরও কয়েকটা হ্যান্ডগান।

তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা বারের সামনে, নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে বলছে না এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ইউরি পাতায়েভের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ড্রিঙ্কে চুমুক দিল ষণ্ডা, মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। চুমুক দেওয়া শেষে রানাকে ভ্রূ কুঁচকে দেখল। 'এটা প্রাইভেট বার। এখানে কোন ইউরি পাতায়েভ নেই। রাস্তা মাপো।'

'তাকে গিয়ে বলো মাসুদ রানা এসেছে।'

চোখ পিটপিট করে রানাকে দেখল লোকটা, উঠে দাঁড়াতে শুরু করে কোটের ভিতরে হাত ভরে দিল অস্ত্রের খোঁজে। 'একবার বলেছি এটা প্রাইভেট বার। ঘাড় ধরে তোমাকে বের করে দিতে হবে দেখছি! তা হলে তা-ই করি!'

দ্রুত নড়ল রানা, বারটেন্ডারের কাছ থেকে হ্যাঁচকা টানে পিকটা কেড়ে নিয়ে

মাস্তানের টাই গেঁথে ফেলল বার-কাউন্টারের সঙ্গে। একই সঙ্গে লাথি মেরেছে ও লোকটার টুলে। তখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি সে, পিছলে পড়ল। টান খেয়ে গলায় চেপে বসল টাইয়ের নট। আটকে গেল লোকটা ওই বেকায়দা অবস্থাতে, হাঁসফাঁস করে উঠল শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। তার কোটের ভিতর হাত ভরে দিল রানা, তারপর শোল্ডার হোলস্টারের পিস্তলটা বের করে আনল।

ঠিক তখনই সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ বড় একটা হাতের থাবা রানার ডান কাঁধ আঁকড়ে ধরল। ঘুরে দাঁড়াল রানা, দেখল সাত ফুট লম্বা এক পেশিবহুল দানবের খপ্পরে পড়েছে।

'মিস্টার ইউরি পাতায়েভ খুব খুশি হবেন, আপনি এসেছেন,' বলল লোকটা। ঝিকমিক করে উঠল তার সোনা দিয়ে বাঁধানো দু'পাটি দাঁতের সারি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল রানা। বিগ জিম রবিনসন গেলোস, ওরফে ষাঁড়। স্বর্ণদন্ত নামেও অনেকে চেনে তাকে। সোমালিয়ান গুণ্ডা, একে খোঁজা হচ্ছে গণহত্যা এবং আরও বিভিন্ন অমানবিক পৈশাচিক অপরাধের অভিযোগে।

মৃদু হাসল রানা, চশমাটা পকেটে রেখে দরজা দেখাল। 'পথ দেখাও।'

'আপনি আগে,' আপত্তির সুরে বলল দানব। 'আপনাকে তো আমি অপমান করতে পারি না।'

'এ সম্মান শুধু তোমারই প্রাপ্য,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, এসো, আমরা একসঙ্গে বের হই।'

বারের একপাশের দরজা দিয়ে পাশাপাশি বের হলো ওরা। দু'জন বেরিয়ে যাওয়ার পর দমকে আটকে মরতে বসা গুণ্ডা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টাই থেকে পিকটা খুলল। টুলটা দাঁড় করিয়ে বসে পড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'টুরিস্ট আর কাকে বলে!'

তাকে দু'এক কথায় সহানুভূতি জানাল বারটেন্ডার।

ইউরি পাতায়েভের সঙ্গে রানার বেশ কয়েক মাস পর দেখা। কেজিবির অফিসার ছিল পাতায়েভ। একটা অ্যাসাইনমেন্টে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল রানা। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর ফ্রী-ল্যান্সার হিসাবে বেআইনী কর্মকাণ্ডে বেশ নাম করে পাতায়েভ। রাশিয়ান মাফিয়ার রত্ন হয়ে উঠেছিল সে, এখন নিজের ব্যবসা পরিচালনা করছে। বেশ কয়েকবার পরস্পরকে সাহায্য করেছে ওরা মানবিক কয়েকটা কাজে। কে কাকে বেশিবার সাহায্য করেছে তা নিয়ে ব্যাপারটা অনেকটা নীরব প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে গেছে।

কোলের উপর দুই সুন্দরী আদুরি রমণী নিয়ে আয়েস করে বসে আছে ইউরি পাতায়েভ, চামচে তুলে ক্যাভিয়ার খাওয়াচ্ছে প্রণয়িনীদের। আগের মতোই হাতিসদৃশ মোটাই আছে সে। চাঁদের মতো গোল চেহারাটা বরাবরের মতোই অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে লালচে। অবশ্য মুখ লালচে হওয়ার পিছনে কোলে বসা মেয়েদের অতিরিক্ত কর্মচাঞ্চল্যও একটা অন্যতম জোরাল কারণ হওয়া সম্ভব।

'রানা! মাসুদ রানা!' আন্তরিক স্বরে বলল সে। 'এসো, দোস্ত।' মেয়ে দুটোকে দেখাল। 'এরা হচ্ছে নায়লা আর শারমিন, আমার নতুন বান্ধবী।'

'মেয়েদের যেতে বলো, পাতায়েভ,' গম্ভীর চেহারায় বলল রানা। পরিবেশ

দেখে বুঝে ফেলেছে এখন গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে ওকে, নইলে নারীলোলুপ ইউরি পাতায়েভের মাধ্যমে সহজে ওর কাজ উদ্ধার হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সোনা বাঁধানো দাঁতওয়ালা বিগ জিম রবিনসন গেলোসকেও আঙুল দিয়ে দেখাল ও। 'তোমার বডিগার্ডকেও যেতে বলো, জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

নাক দিয়ে বিদঘুটে একটা আওয়াজ বের করল ইউরি পাতায়েভ। 'এখন মনে হচ্ছে আমি বড় একা হয়ে যাব। ঠাণ্ডা হও, রানা। আমার ক্যাসিনোতে একবার কপাল ঠুকে দেখো।'

'রাজি আছি,' বলল রানা। 'তবে বন্ধুত্বের বিনিময়ে।'

'তার বদলে আমি মরতেও রাজি,' বলল পাতায়েভ গম্ভীর চেহারায়। হাতের ইশারা করল মেয়ে দুটোকে। 'বুঝেছ, ডার্লিংরা, কী ধরনের বেরসিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক? চার বছর হলো আমি এসপিওনাজ ছেড়েছি, অথচ এখনও এই ব্যাটা মাসুদ রানা আমাকে যখন তখন নিজের কাজে ব্যবহার করছে।'

আরও কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল পাতায়েভের, কিন্তু রানার গম্ভীর শীতল চেহারা দেখে থেমে গেল।

ওয়ালথার পিপিকেটা বের করে ফেলেছে রানা, সোজা পাতায়েভের হাঁটুতে তাক করল। 'এক হাঁটুতে গুলি খেয়েছিলে, মনে পড়ে, ইউরি? আরেকটাতে ফুটো হলে কেমন লাগবে?'

বিগ জিম রবিনসন গেলোস তার অস্ত্র বের করে রানার মাথায় তাক করল। তার দিকে মনোযোগ দিল না রানা, নিষ্পলক চেয়ে আছে ইউরি পাতায়েভের ফোলা চোখে।

বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইউরি পাতায়েভ। 'ঠিক আছে, মেয়েরা, তোমরা এখন যাও। জরুরি কাজ পড়ে গেছে। গেলোস, তুমিও যাও। সব ঠিক আছে।'

'কিন্তু ইউরি,' প্রতিবাদ করে উঠল একটা মেয়ে। 'তুমি বলেছিলে আমরা ক্যাসিনোয় খেলতে পারব।'

গার্ডের দিকে তাকাল পাতায়েভ। 'ওদের এক হাজার ডলার করে দাও, গেলোস।'

পকেট থেকে ডলারের দুটো বান্ডিল বের করে হাত উঁচু করে ধরল দেঁতো গেলোস, নোংরা সোনালী হাসিতে ভরে উঠেছে বিটকেল মুখ। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পাতায়েভের কোল ছেড়ে উঠে পড়ল মেয়ে দুটো, বান্ডিল দুটো প্রায় কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'গেলোস, খেয়াল রেখো, ক্যাসিনোতে যেন টাকাগুলো হারে ওরা,' সাবধান করে দিল পাতায়েভ।

মেয়েদের পিছু নিল গার্ড, বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। হাসছে এখনও। বেরিয়ে আছে সোনা দিয়ে বাঁধাই করা দাঁতগুলো। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'আবার আমাদের দেখা হবে, মিস্টার রানা।'

'বুঝতে পারছি রোজগারের টাকা কোথায় রাখো তুমি,' শুকনো গলায় বলল রানা।

কথাটা ধরে ঝামেলা পাকানোর ইচ্ছে ছিল বিগ জিম রবিনসন গেলোসের, কিন্তু

হাতের ইশারায় তাকে বিদায় করে দিল ইউরি পাতায়েভ। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস্টার গেলোস কোন ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করে না। ঠিক আছে, গেলোস, তুমি এখন যাও।'

গম্ভীর বিরক্ত চেহারায় ঘর ছাড়ল লোকটা।

পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে রাখল রানা।

'ওকে নিয়ে চিন্তা কোরো না,' বলল পাতায়েভ। 'ও আমার ড্রাইভার আর বডিগার্ড।'

'জানি ওর সম্বন্ধে,' রানার চেহারা নির্বিকার। 'দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে পিষে মানুষ মারে ও, সেই সঙ্গে মারার সময় উজ্জ্বল সোনালী হাসি উপহার দেয়।'

'সত্যি তোমাকে আমার হতাশ না করে উপায় নেই।' চামচে তুলে ক্যাভিয়ার মুখে পুরল পাতায়েভ। 'আমি এখন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী।...ক্যাভিয়ার চলবে? আমার নিজের পছন্দের ব্র্যান্ড। পাতায়েভ স্পেশাল।'

'আমার কিছু তথ্য দরকার। গুস্তাভ তুখোরভের ব্যাপারে।'

ভ্রূ কুঁচকাল পাতায়েভ। 'কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ? কেজিবি?'

'হ্যাঁ। তার মতো একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সর্বাধুনিক রাশিয়ান মিলিটারি ইকুইপমেন্ট পায় কোথা থেকে? যেমন নতুন প্যারাহক?'

'পেতে পারে না,' মাথা নাড়ল পাতায়েভ। 'সম্ভব নয়।'

পকেট থেকে প্যারাশুটের কাপড়ের টুকরোটা বের করে দেখাল রানা। 'পড়তে পারছ? রাশিয়ান স্পেশাল সার্ভিসেস ডিভিশন অভ দ্য অ্যাটমিক উইপন্স ব্রাঞ্চ।'

'রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্ট,' চিন্তিত দেখাল পাতায়েভকে। কৌতূহলে চকচক করছে মদের টোপলা পরা চোখ দুটো। 'কোথায় পেলে?'

'একটা প্যারাহক থেকে। ওটা সাবরিনা ম্যাকেনরো আর আমাকে খুন করতে পাঠানো হয়েছিল। আমার জানা প্রয়োজন তুখোরভের হাতে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের কেউ আছে কি না। এমন কেউ যে অস্ত্রগুলো বিক্রি করেছে। না কি ধরে নেব রাশিয়ান সরকারই চাইছে ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজ পাইপ লাইনের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হোক? তুখোরভ সাবরিনাকে আবার খুন করতে চেষ্টা করার আগেই তাকে আমি থামাতে চাই।'

রানার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করল পাতায়েভ, গোল ফর্সা-লালচে মুখটা দেখে মনে হলো পূর্ণিমার চাঁদ।

মেজাজ চড়ছে রানার, জিজ্ঞেস করল, 'এতো হাসির কী আছে?'

'কিছু না, কিছু না...তবে বুঝতে পারছি মিস ম্যাকেনরো নিরাপত্তার বিষয়ে তোমার মতো অতো চিন্তিত নন।'

ঘাড় ফেরাল রানা, একটা ভিডিও মনিটরে চোখ পড়ল। ওটায় ক্যাসিনোর সামনের দরজা দেখা যাচ্ছে। মাত্র ভিতরে ঢুকেছে সাবরিনা।

আগের চেয়ে অনেক বেশি চৌকশ আর লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছে তাকে। আঁটসাঁট পোশাক পরেছে। পোশাকটা একেবারে ত্বকের সঙ্গে মিশে আছে। বাদামী চুলগুলো খোলা, স্তূপ হয়ে আছে গ্রীবার কাছে। মায়াবী চোখে সাবরিনার উজ্জ্বল চাহনি। অপূর্ব সুন্দরী এক দেবী যেন।

পাতায়েভের ঘর থেকে বের হয়ে জুয়ার প্রধান আসরে ফিরে এলো রানা। ওকে এগোতে দেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অবজ্ঞা ভরে ঘুরে দাঁড়াল সাবরিনা, একটা ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

পিছু নিল রানা। ওকে দেখেও না দেখবার ভান করছে সাবরিনা। নীল নিয়ন আলোয় সরে গেল দূরে। পরিবেশের সঙ্গে যেন নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ও, রাজরানীর মতো দেখাচ্ছে ওকে। অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছে ওকে। সর্বনিম্ন একশো ডলার লেখা একটা টেবিলের সামনে থামল। এগোল আবার, সর্বনিম্ন পাঁচশো ডলারের টেবিলটা পার হয়ে গেল, পার হলো সর্বনিম্ন এক হাজার ডলারের টেবিল, তারপর থামল 'সীমাহীন' লেখা টেবিলের সামনে। টেবিলটা ঘিরে রেখেছে দেশের সেরা বড়লোকের দল। বিদেশী ব্যবসায়ীরাও আছে। আমেরিকান, তুর্কি, আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী এবং রাশিয়ান শিল্পপতিদের স্ত্রীরা। মহিলাদের শরীরে কোটি কোটি ডলারের গহনা।

হাজির হয়ে গেল পাতায়েভ, সাবরিনার জন্য টেবিলের মাঝখানের একটা চেয়ার টেনে বের করে বসতে আহ্বান করল। 'মিস ম্যাকেনরো,' খসখসে গলায় মধু ঝরল তার। 'খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে। আপনার জন্যে সার মাহতাবের চেয়ারটা আমরা সবসময় খালি রাখি।'

'ওঁর অ্যাকাউন্ট চালু আছে?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'আছে। বরাবরের মতোই দশ লাখ ইউএস ডলার।'

একটা শিট এগিয়ে দিল পিট্‌বস্‌। ওটাতে অবলীলায় সই করল সাবরিনা। ওর অর্ডার নিতে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এক ওয়েইট্রেস, তাকে বলল, 'ভদকা মার্টিনি, প্লিজ।'

রানাকে পাশ থেকে কথা বলতে শুনে অবাক হলো সাবরিনা। 'দুটো দিন। ঝাঁকিয়ে দেবেন, চামচ দিয়ে নাড়বেন না।'

সাবরিনার সামনে বিশটা পঞ্চাশ হাজার ডলারের প্ল্যাক রাখা হয়েছে। ওগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে সাবরিনার চোখে চেয়ে হাসল রানা।

'কী করছ এখানে, সাবরিনা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

মৃদু হাসল সাবরিনাও, কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'কেউ যদি আমাকে খুনই করতে চায় তা হলে আমি তার চোখের দিকে চেয়ে মরতে চাই। পাহাড়ে যে-লোক আক্রমণ করেছিল সে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে আমাকে এখন। না পেলেও জানবে আমি ভয় পেয়ে গর্তে লুকাইনি। আমি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমি ভীত নই।' রানার চোখে কী যেন খুঁজল সাবরিনা। 'তুমি কেন এখানে, রানা? আমি কি তোমার জন্য যথেষ্ট ছিলাম না?'

অস্বস্তি বোধ করল রানা, নিচু গলায় বলল, 'আমিই যদি তোমার এখানে আসার পেছনের কারণ হই তা হলে বলো, আমি তোমাকে নিয়ে এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে চাই।'

'তোমার সুযোগ, তুমি হারিয়েছ, রানা। আমি ভিখারিনী নই।' ডিলারের দিকে তাকাল সাবরিনা। 'আমি তৈরি। ডিল করুন।'

দুটো পঞ্চাশ হাজার ডলারের চিপস ফেল্টে ফেলল ও। নতুন উদ্যমে বাজি

রাখল আরও কয়েকজন জুয়াড়ী। তাস ডিল করল ডিলার।

বেশ, মনস্থির করে ফেলল রানা, সাবরিনা যেমন চাইছে তেমনি ভাবেই এগোনো যাক। ভীষণ অপমানিত বোধ করেছে সাবরিনা, নিজেকে হালকা করবার সুযোগ পাওয়া উচিত ওর। সবার চোখের সামনে সফলতার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারলে হয়তো স্বস্তি পাবে মেয়েটা।

'আমি খেলার আগে পরিবেশটা বুঝে নিই,' আন্তরিক স্বরে বলল রানা। 'জানতে চেষ্টা করি অন্যান্য খেলোয়াড়দের হাতে কী আছে।' বাংলাদেশ সরকারকে শুল্ক দেওয়া একটা আমদানীকৃত বেনসন ধরাল ও। রক্তের ভিতর জোয়ার অনুভব করছে। বরাবরের মতোই বেপরোয়া ঝুঁকি টানছে ওকে অমোঘ আকর্ষণে। কিন্তু নিজেকে খেলার মধ্যে জড়াল না রানা। ঠিক করেছে, সাবরিনা কেমন খেলে সেটা লক্ষ্য করবে, দেখবে হারা কিংবা জেতাকে কেমন ভাবে গ্রহণ করে মেয়েটা।

'তা হলে তোমাকেই বরং খেলতে দিই প্রথম দানটা,' মিষ্টি হাসল সাবরিনা। 'কীভাবে খেলতে হয় সেটা আসলে জানিই না আমি। হয়তো আমার ভাগ্য নিয়ে খেলতে গিয়ে খুবই সতর্ক হয়ে উঠবে তুমি। এসো, মিস্টার রানা, দেখাও কীভাবে খেলতে হয়।'

নিষ্পলক রানার চোখে চেয়ে জিভ দিয়ে চকচকে পুরুষ্টু ঠোঁট ভিজাল সাবরিনা।

'বেশ,' সম্মতি জানাল রানা, পিছু হটতে রাজি নয়।

সাবরিনার হাতে একটা কালো রাজা আছে। তার সঙ্গে একটা চার দেখতে পেল ও। ডিলারের হাতেও একটা রাজা দেখা যাচ্ছে।

'আমরা কি খেলব, না কি খেলব না?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'কার্ড,' ডিলারকে বলল রানা।

ডিলার একটা সাত বেঁটে দিল। ঘোষণার সুরে বলল, 'একুশ।'

দু'জন খেলোয়াড় বসে পড়ল। দ্বিতীয় তাস উল্টাল ডিলার। ওটা একটা আট।

'আঠারো,' ঘোষণা করল সে। 'মিস ম্যাকেনরো জিতেছেন।'

'বাজির টাকা বাড়াব না আমরা?' রানার দিকে তাকাল সাবরিনা।

'তুমি খেলছ আসলে,' বলল রানা। 'আমি না।'

'আবার,' বেশ কয়েকটা প্ল্যাক এগিয়ে দিয়ে ডিলারকে বলল সাবরিনা।

ওটাকে বলা হয় আগুনে-প্রান্তর।

বাকুর দশমাইল দূরে ওটা একটা জ্বলন্ত তেলক্ষেত্র। দোজখ বললেও মানিয়ে যাবে। ওখানে একটা টিলার উপর উঠে থামল রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি লেখা ল্যান্ড রোভারটা। শুকনো খটখটে মাটি থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস বের হচ্ছে এখানে ওখানে। সর্বক্ষণ আগুন জ্বলছে। রাতের আকাশে নীচের দিকে তাকালে মনে হয় আধমাইল দীর্ঘ ও প্রস্থ একটা উনুনের দিকে তাকানো হয়েছে।

'আমরা এসে গেছি, মেলানভ।'

ষাট বছর বয়সী লোকটা নামবার পর ল্যান্ড রোভার থেকে নামল কালাশনিকভ। মেলানভের ওভারঅলের বুকে একটা রাশিয়ান ফটো আইডি।

'আগেই বলেছি, যদি আমার পেনশন ন্যায্য হতো তা হলে এ-কাজটা আমি

করতাম না। তোমাদের কপাল ভাল আমাদের অর্গানাইযেশনের কেউ তোমাদের সাহায্য করছে। কিন্তু প্যারাহকগুলোর ব্যাপারে আমি কী ব্যাখ্যা দেব এখনও জানি না। এখন মনে হচ্ছে পাগলের পাল্লায় পড়েছি।'

'চুপ করো,' প্রায় ধমকে উঠল কালাশনিকভ। চারদিকে চোখ বুলাল। 'গেল কোথায়?'

অগ্নি-প্রান্তরের দিকে তাকাল দু'জন, অপেক্ষা করছে। হিসহিস আওয়াজ করে বের হচ্ছে গ্যাস, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠছে আগুনের শিখা। একেবারে একা দুনিয়ার নির্জনতম স্থানে হাজির হয়েছে বলে মনে হলো ওদের।

দু'মিনিট কেটে গেল নীরবে, তারপর পিছনে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তারা। 'ওয়েলকাম টু দ্য ডেভিলস ব্রেথ, জেন্টলমেন।'

ঘুরে তাকাল কালাশনিকভ আর মেলানভ। একজন গার্ডকে পাশে নিয়ে ওদের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ। কখন যেন নিঃশব্দে হাজির হয়েছে। লালচে আলোয় খোদ শয়তানের মতো লাগছে তাকে দেখতে। ন্যাড়া মাথায় নানা আকৃতির ছাপ ফেলছে আগুনের শিখা। মুখের যে-পাশটা অবশ সেদিকটা নীচের দিকে ঝুলে আছে, তৈরি করেছে ব্যঙ্গাত্মক হাসির মতো একটা ভাব। বাম চোখটার পাতা পড়ছে, কিন্তু ডান চোখ একেবারে নিষ্পলক। সাপের পলকহীন, বরফ-শীতল দৃষ্টি ওটায়। শিউরে উঠল কালাশনিকভ। শিরদাঁড়ায় শিরশিরে অনুভূতি হলো। গুস্তাভ তুখোরভকে দেখলেই কেমন যেন ভয় লেগে ওঠে তার।

'হাজার বছর ধরে হিন্দু সন্ন্যাসীরা এই পবিত্র ভূমিতে এসেছেন,' শ্রদ্ধাভরে বলল তুখোরভ। 'তাঁরা দেখতে এসেছেন সেই চিরন্তন ঐশ্বরিক আগুন, যা কখনও নেভে না। হাতে তপ্ত পাথর তুলে নিয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি নিজেদের ভক্তি ভালবাসা পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁরা।'

উবু হয়ে আগুনের ভিতর থেকে একটা পাথর তুলে নিল সে। হাতের মুঠোর ভিতর হিসহিস আওয়াজ করল প্রায়-ফুটন্ত পাথর খণ্ড। চামড়া পুড়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বিশ্রী পোড়া গন্ধ ছড়াল চারপাশে। তুখোরভ একেবারেই নির্বিকার। বার কয়েক টেনিস বল লোফার মতো উপরে ছুঁড়ে দিয়ে পাথরটা আবার ধরল। কালাশনিকভের সামনে দাঁড়াল এবার।

'বলো, কালাশনিকভ, পাহাড়ে কী ঘটেছে? তুমি বলেছিলে তোমার সেরা লোকদের পাঠাবে কাজটা করতে। মিস্টার মেলানভ দুনিয়ার সেরা যন্ত্রপাতি যোগাড় করে দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু মাসুদ রানা...' থেমে যেতে হলো কালাশনিকভকে।

'ছিল, একটা পিস্তলসহ,' তিক্ত শোনাল তুখোরভের কণ্ঠ। বডিগার্ডের দিকে ইশারা করল সে। কালাশনিকভের খুলিতে পিস্তলের নল ঠেসে ধরল লোকটা।

'আমি এই মাসুদ রানার যখন-তখন নোংরা নাক গলানোয় অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছি।' মেলানভের দিকে তাকাল গুস্তাভ তুখোরভ। 'আর আপনি, মিস্টার মেলানভ। আগামীকালের জন্যে সব তৈরি?'

'প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আর পাস গাড়ির ভেতর আছে,' জানাল মেলানভ।

'রাতে প্লেন ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু একটা কথা...'

'কী কথা?'

'আমার মনে হয় মিশনটা বাতিল করা উচিত। প্যারাহকগুলো আমি ধার করেছিলাম কাউকে কিছু না বলে। ওগুলো ফিরিয়ে দেয়ার দরকার ছিল। অনেক প্রশ্ন উঠবে। প্রশ্নের হাত থেকে এমন কী আমিও রেহাই পাব না।' চোখের ইশারায় কালাশনিকভকে দেখাল মেলানভ। 'এই অপদার্থের অযোগ্যতার কারণে মিশনটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এখন আর আমাদের পরিকল্পনাকে নিখুঁত বলা যাবে না।'

কালাশনিকভের ভীত চোখে নিষ্পলক তাকাল গুস্তাভ তুখোরভ। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'বুঝতে পারছি আপনি কী বলছেন।' তপ্ত হাতটা বাড়িয়ে দিল সে, জোর করে সিকিউরিটি চীফের হাতে পাথরটা ধরিয়ে দিয়ে চেপে রাখল, যাতে ফেলে দিতে না পারে। 'কালাশনিকভ, এটা ধরে থাকো।'

তীব্র যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করে উঠল কালাশনিকভ।

'তোমার কাছে বেশিকিছু আশা করা আমার বোকামি হয়েছে,' কালাশনিকভের ব্যথায় বিকৃত চেহারাটা উপভোগ করছে কর্নেল। সঙ্গী গাডর্কে বলল, 'গুলি করো।'

কালাশনিকভকে গুলি করবার বদলে দ্রুত পিস্তলটা ঘুরিয়ে নিশ্চিন্ত মেলানভকে গুলি করল গার্ড। মেলানভের গোটা মাথা পাকা তরমুজের মতো বিস্ফোরিত হলো। ধপ্ করে গরম মাটিতে পড়ল নিথর লাশটা।

'আমার প্রতি আন্তরিকতার পরীক্ষায় ফেল মেরেছে ও,' বলল তুখোরভ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নারত কালাশনিকভের কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে নিল। প্রসন্ন চেহারায় দু'হাতে লোফালুফি করতে করতে ভাবল, প্রতিদিন আগের চেয়ে অনুভব ক্ষমতা কমে যাচ্ছে তার। মনে হলো যেন এর চেয়ে ব্যথা, অত্যাচার কিংবা উত্তাপটা সহ্য করাও ভাল ছিল। কিছুই অনুভব না করবার চেয়ে কিছু অনুভব করাটাই বোধহয় ভাল। অনুভবই তো জীবন।

প্রচণ্ড রাগে পাথরটা গায়ের জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। মুহূর্তে রাগ সামলে নিল, তাকাল কালাশনিকভের বুজে রাখা চোখে। কাঁধে চাপড় দিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'ওর জায়গায় তুমি যাচ্ছ। ওর আইডিটা নিয়ে নাও। ঠিক সময় মতো হাজির থাকবে।'

ব্যথায় বিকৃত চেহারায় আস্তে করে বাধ্য অনুগত ক্রীতদাসের মতো মাথা ঝাঁকাল কালাশনিকভ। জোর করে চোখ খুলল, তারপর চেয়ে দেখল হাতের তালুর দিকে। পুড়ে লাল আর কালো দগদগে ক্ষতে ভরে গেছে তালুটা।

এক মুহূর্ত পর মুখ তুলে তাকাল সে। চলে গেছে তুখোরভ। মেলানভের মৃতদেহ, ল্যান্ডরোভার আর সে নিজে ছাড়া চারপাশে আর কিছু নেই।

সাত

প্রতিটা প্ল্যাক পঞ্চাশ হাজার ডলারের। ওই প্ল্যাকের দুটো স্তূপ এখন সাবরিনার সামনে, প্রতিটা এক মিলিয়ন ডলারের। অন্যান্য খেলোয়াড়রা হার মেনে নিয়ে খেলা ছেড়ে উঠে গেছে। তবে চারপাশে অনেকে জড়ো হয়েছে রানা-সাবরিনা জুটির খেলা দেখতে। দু'জনের উপর পালা করে ঘুরে আসছে তাদের চোখ। অদ্ভুত সুন্দর মানিয়েছে দু'জনকে। কাছাকাছি বসে খেলছে ওরা, খেলবার উত্তেজনায় মাঝে মাঝে পরস্পরের গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। দু'জন ওরা যে পরস্পরকে তীব্র ভাবে কাছে টানছে তা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে পাতায়েভ। ভ্রূ কুঁচকে খেলা দেখছে। সান্ত্বনা খুঁজছে এই ভেবে যে মেয়েটা রানাকে একগাদা প্রশ্ন করা থেকে বিরত রেখেছে, নইলে এখন একের পর এক অনেকগুলো কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে হতো তাকে।

একটা খালি ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলের পাশে বসে আছে গেলোস, খেলা দেখতে দেখতে তার বিশ্রী মুখেও খেলা করছে নানা অনুভূতির ছায়া। যতোবার রানার সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে, সোনালী দাঁতগুলো বের করে নীরবে হাসছে সে হুমকির হাসি।

মেবারও কৌতূহলী হয়ে ক্যাসিনোর সামনের দরজায় পাহারা বাদ দিয়ে খেলা দেখতে চলে এসেছে।

রানা ও সাবরিনা জুটিকে একটা রাজা আর চার বেঁটে দিল ডিলার। তার হাতে একটা আট আছে। আরেকটা তাস চাইল সাবরিনা। পেল একটা দুই। দ্বিধায় পড়ে গেল। আস্তে করে সাবরিনার কাঁধে চাপ দিল রানা। ষোলো বা আর উপরে তাস থাকলে না খেলাটা ওর নীতি নয়।

'আরেকটা,' বলল সাবরিনা। এবার পেল একটা তিন।

'উনিশ,' জানাল রানা।

নিজের তাস দেখাল ডিলার, একটা দশ আছে তার হাতে। সাবরিনা আর রানা আবার জিতেছে। আরেকটা প্ল্যাক ফেল্টে ফেলল সাবরিনা। এবার পেল একটা টেক্কা আর কালো গোলাম।

'মিস ম্যাকেনরো জিতেছেন,' একঘেয়ে স্বরে জানাল ডিলার।

'এবার ক্ষান্ত দেয়া উচিত না?' সাবরিনার দিকে তাকাল রানা।

'চলুক না,' বলল সাবরিনা। 'জিতছি যখন, ক্ষতি কী!' আরেকটা প্ল্যাক টেবিলের উপর ফেলল ও, নড করল ডিলারের দিকে চেয়ে।

একটা ছয় আর নয় ওদের বেঁটে দিল ডিলার।

'খেলোয়াড়ের আছে পনেরো,' নিজের দশটা দেখিয়ে বলল ডিলার। এতেই খেলতে যাচ্ছিল সাবরিনা, কিন্তু রানা ওর হাতের উপর হাত রেখে আরেকটা তাস চাইতে বলল। এবার একটা পাঁচ পেল ওরা।

'বিশ,' শুকনো গলায় জানাল ডিলার।

ভিড় করে থাকা দর্শকদের শ্বাস আটকে এলো এবার কী ঘটবে ভেবে। ডিলার তার দ্বিতীয় তাসটা উল্টাল। ওটা একটা নয়।

'উনিশ,' বলল ডিলার। 'মিস ম্যাকেনরো আবার জিতেছেন।' গুঞ্জন উঠল সারা ঘরে। উদ্বিগ্ন পাতায়েভ তড়িঘড়ি করে পকেট থেকে দুটো অ্যান্টাসিড বের করে মুখে পুরল।

রানার চোখে স্বপ্নীল বাদামী চোখ দুটো রাখল সাবরিনা। 'তুমি দেখছি খুবই লাকি মানুষ।'

'এবার যাওয়া যাক,' আবার তাগাদা দিল রানা।

'না,' হাসল সাবরিনা। 'আরও খেলব।' পাতায়েভের দিকে তাকাল। 'কতো জিতেছি আমি?'

'মিস্টার রানা আপনার টাকা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন,' অখুশি গলায় জানাল পাতায়েভ।

'তা হলে আরেকবার খেলি। দ্বিগুণ অথবা কিছুই নয়।' চেয়ারে হেলান দিল সাবরিনা। 'একটা তাস বাঁটা হোক। যার বেশি সে-ই জিতবে।'

কথাগুলো এতো স্বাভাবিক ভাবে বলেছে সাবরিনা যে হতবাক হয়ে শুনল সবাই। এ যেন মিলিয়ন ডলারের খেলা নয়, দু'এক পয়সার দান।

'যা জিতেছ শুধু সেটা দিয়েই খেলো,' উপদেশ দিল রানা।

'আমি ভেবেছিলাম আমাকে তুমি খানিকটা হলেও চিনেছ,' জবাবে বলল সাবরিনা। 'বেঁচে কী লাভ, যদি বেঁচে থাকাটা অনুভবই না করা যায়!'

'আমি বাজিতে রাজি,' বলে উঠল পাতায়েভ। ডিলারকে এক পাশে সরিয়ে দিল সে ঠেলে। 'আমিই ডিল করব।'

মৃদু হাসল সাবরিনা। তাসের পেটি ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল রাশিয়ান। আলতো করে ছুঁলো সাবরিনা সৌভাগ্যের জন্য, তারপর একটা তাস টেনে নিল। এবার নিজের জন্যও একটা নিল পাতায়েভ।

নিজেরটা উল্টাল সাবরিনা। একটা হরতনের সাহেব।

'এমনই কারও দরকার তোমার জীবনে,' মন্তব্য করল রানা।

পাতায়েভ নিজের তাস দেখল। হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, 'ক্লাবসের টেক্কা। আমি জিতেছি।'

'তাতে আমি মোটেই অবাক হতে পারলাম না,' গম্ভীর চেহারায় বলল রানা।

ডিলারদের একজন সবগুলো প্ল্যাক সাবরিনার সামনে থেকে সরিয়ে নিল। পাতায়েভ গদগদ চেহারায় বলল, 'আশা করি প্রেমের ব্যাপারে আপনার ভাগ্য জুয়ার চেয়ে ভাল হবে।'

ভিড় করে থাকা দর্শকরা এ-কথায় হাততালি দিয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

'হয়তো তা-ই হবে,' বলল সাবরিনা। হেরে গিয়েও স্বাভাবিক লাগছে ওকে দেখতে। 'জেতাটা উপভোগ করুন।' উঠে দাঁড়াল ও। রানার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল। 'চলো, যাওয়া যাক?'

হাতটা নিজের হাতে নিল রানা, দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'আজ রাতটা তোমার জন্যে সৌভাগ্যের ছিল না।'

মৃদু হাসল সাবরিনা। 'বলা যায় না, রাত তো এখনও শেষ হয়নি।'

দরজার সামনে ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে মেবার। ওদের পিছু নিয়ে বেরিয়ে এলো। সিঁড়িতে দাঁড়াল তিনজন, ভ্যালে রানার গাড়িটা নিয়ে আসতে গেছে।

'কালাশনিকভ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওকে আজ রাতের মতো ছুটি দিয়ে দিয়েছি,' বলল সাবরিনা।

'বাকুর মতো শহরে কালাশনিকভ কোথায় যাবে রাতে ফুর্তি করতে?'

'জানি না। কাজের লোকদের ব্যাপারে আমি তেমন নাক গলাই না।'

কালাশনিকভ কোথায় গেছে সেটা জানা দরকার মনে হলো রানার। যে-লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে সাবরিনাকে খুন হতে সাহায্য করছে সে খুব কাছের কেউ। সুযোগ মতো সিকিউরিটি অফিসে একটা ঢুঁ মারবে, ঠিক করে ফেলল ও।

রানা কিংবা মেবার, দু'জনের কেউ জানে না, উল্টোদিকের একটা দোতলা বাড়ির ছাদে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন কালো পোশাক পরা লোক। একজনের হাতে একটা হাই-পাওয়ার এফএন ফ্যাল স্নাইপার রাইফেল। রানার মাথায় তাক করে নির্দেশের অপেক্ষায় আছে সে। নির্দেশ না আসায় ফিরে তাকাল। 'কী করব, সার? গুলি করব এবার?'

চোখে বিনকিউলার তুলে সাবরিনা আর রানাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে তুখোরভ খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে। রানা আর সাবরিনা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। দারুণ মানিয়েছে ওদের, তিক্ত মনে ভাবল সে। দু'জনের মাঝে যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে নিয়ত। চট করে একটা কথা মনে হলো ওর, সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনল। রাইফেলধারীর কাঁধে একটা হাত রাখল তুখোরভ। 'এখন গুলি করা যাবে না।'

সিরিয়ান ডাক্তার বলেছিল কিছুই অনুভব করবে না সে, কিন্তু তুখোরভ খেয়াল করতে পারে খুলির ভিতর বুলেটের নড়াচড়াটা। নিজের যেন একটা চিন্তাশক্তি আছে ওটার, জীবিত কিছুর মতো নড়েচড়ে। এখন বুলেটটা অনুভব করতে পারল সে। দপ্‌দপ্ করছে মগজের ভিতর। যেন আরও গভীরে চলে যাচ্ছে, নরম ফলের ভিতর ডিম পাড়তে চলেছে কোন কীট। মাথার তালুতে হাত বুলাল তুখোরভ। ডলল। ওখানে কোন অনুভূতি নেই।

রানার গাড়িটা ক্যাসিনোর সামনে এসে থামবার পর রাইফেল সরিয়ে নিয়ে স্টক খুলে ফেলল স্নাইপার। অপলক তাকিয়ে আছে তুখোরভ, দেখছে সাবরিনাকে, প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খুলে ওকে উঠতে সাহায্য করল রানা।

মেয়েটার সৌন্দর্য আবারও মনের ভিতর কী যেন একটা ঘটাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারল না তুখোরভ। কয়েকটা অনুভূতির দোলায় দুলছে তার মন। হিংসা…আকাঙ্ক্ষা…হতাশা…

স্মৃতি দোলা দিল তার মনে। অপূর্ব সুন্দরী সাবরিনা…তারই সামনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বন্দি হয়ে পড়ে আছে। একদম অসহায়। কী কোমল আর কী মসৃণ ত্বক…

'সার?'

বাস্তবে ফিরে এলো তুখোরভ। 'কী?'

'কী যেন বললেন আপনি।'

আপনমনে কথা বলছিল সে? 'না, ও কিছু নয়,' কাঁধ ঝাঁকাল তুখোরভ। 'ভাবছিলাম মিস্টার রানা আর মিস ম্যাকেনরোকে একটা রাত পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করতে দেব আমরা। প্ল্যানে খানিকটা পরিবর্তন এনেছি। মিস্টার রানার মনোযোগ অন্যদিকে থাকবে, রাতে আমাদের অপারেশনে ঝামেলা পাকাতে পারবে না। ওর যা পাবার ও পাক, আমার যা প্রাপ্য তা ঠিকই আদায় করে নেব, সময় মতো। চলো, প্লেন ধরতে হবে আমাদের।'

ভিলায় ফিরবার সময় একটা কথাও হলো না সাবরিনা আর রানার মধ্যে। ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রেখে নিজের গাড়িতে করে সর্বক্ষণ অনুসরণ করল মেবার।

গাড়ি পার্ক করে ভিলার সামনে চলে এলো ওরা। পরিবেশে দুর্বোধ্য কী এক রহস্যময় মাদকতা। সাবরিনার জন্য দরজা খুলে ধরল রানা, ভিতরে ঢুকল অপরূপা, মোহময়ী অপ্সরাটির পিছু নিয়ে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে সাবরিনা, একবার হরিণী গ্রীবা ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। নিষ্পলক চোখে ওর অসাধারণ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠে আবার ফিরে তাকাল সাবরিনা। এক মুহূর্ত চেহারায় দ্বিধার ছাপ ফুটে উঠল। অপেক্ষা করল রানা, সাবরিনা নিজে থেকে কিছু বলবে ভেবে। ওর মন বলছে সাবরিনা আহ্বান জানাবেই।

আস্তে ধরে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল সাবরিনা। ভেজা অধর ফাঁক হলো একটু। নিঃশব্দ আহ্বানে ডাকছে রানাকে। দ্রুত সিঁড়ি ভাঙল রানা, দু'জনের ঠোঁট এক হয়ে গেল। মৃদু স্বরে গুঙিয়ে উঠল দেবী, রানার আলিঙ্গনে শিথিল হয়ে গেল ওর নরম দেহটা। রানাকে নীরবে যেন বলছে, আমার সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নাও তুমি।

পাঁজাকোলা করে ওকে বুকে তুলে নিল রানা, বাকি সিঁড়ি পার হয়ে ঢুকল বেড রুমে।

গত ক'দিনের অস্থিরতা ওদের মাঝে ধৈর্যের অভাব এনে দিয়েছে। আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে পরস্পরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল দু'জন। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রগাঢ় শব্দ। আলতো করে রানার চিবুকে আঁচড় কাটল সাবরিনা, ঠোঁটে চুমু খেল গভীর আবেগে। পিঠের কাছে হাত নিয়ে সাবরিনার গাউনের চেইন টেনে নামাল রানা। আওয়াজটা যেন ওদের আরও কাছে এনে দিল। গা ঝাঁকিয়ে হাত বের করে নিল ও, খসে পড়ল ওটা মেঝেতে।

রানাকে ঠেলে দুগ্ধ ফেননিভ, নিভাঁজ বিছানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সাবরিনা, মুখ তুলে মৃদু কামড় দিল ওর কানের লতিতে। ব্যস্ত হাতে খুলছে রানার কোটের বোতাম। আদুরে বিড়ালির মতো গোঙাতে শুরু করেছে মেয়েটা। যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে এখুনি।

পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা। তর্জনী দিয়ে রানার আহত বাম কলারবোনের দাগটা

স্পর্শ করল সাবরিনা। ক্ষতটার উপর থামল।

‘প্রথম দেখাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম,’ মৃদু গলায় বলল সাবরিনা। ‘আমি বুঝে গিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত এ-ই হবে।’

‘শ্‌শ্‌,’ ওর গ্রীবায় ঠোঁট ছোঁয়াল রানা। এই মুহূর্ত যেন কথার নয়, নীরবে পরস্পরের সান্নিধ্য অনুভব করবার।

বিছানার পাশে রাখা আইস বাকেট থেকে একটা বরফের টুকরো তুলে নিল সাবরিনা, রানার আহত কাঁধে ওটা হালকা করে বুলাল।

‘ইশ্‌,’ দুঃখ ঝরল সাবরিনার গলায়, ‘দেখে তো মনে হচ্ছে খুব লেগেছিল।’

আস্তে করে চুমু খেল ও আহত জায়গাটায়। গলন্ত বরফের পানিতে ঠোঁট ভিজাল।

ধীরে ধীরে গল্পে মেতে উঠল ওরা। সাবরিনা জানতে চাইল রানার জীবন সম্বন্ধে। জন্মভূমি, স্বাধীনতাযুদ্ধ আর নিজের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন নিয়ে কথা বলল রানা। আস্তে আস্তে গল্প মোড় নিল বেড়ানো, খেলাধুলা, খাবার আর পানীয়ের দিকে। মিউযিক আর শিল্প নিয়ে কথা বলল সাবরিনা। ওর সরল-সোজা দর্শন রানাকেও স্পর্শ করে গেল। সাবরিনা স্বীকার করল, ওর জীবনে কখনও রানার মতো কেউ আসেনি আগে।

নিজের স্বপ্ন আর উদ্দেশ্য-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কথা বলল সাবরিনা, জানাল ওর আব্বুর কোম্পানিটাকে দুনিয়ার সেরা কোম্পানিতে রূপান্তরিত করতে চায় ও। ‘আমি যখন খুব ছোট,’ বলল ও, ‘নিজে নিজে খেলতাম আমি। রাজকুমারী সাজতাম। আমার আব্বু আমাকে ডাকতেন তাঁর ছোট্ট রাজকুমারী বলে। বলতেন আমি যখন বড় হবো, তখন বুঝব আমি আসলেই রাজকুমারী। শুনলে হাসবে, রানা, আমি কিন্তু তখন সত্যি তা-ই বিশ্বাস করতাম। সেই স্বপ্ন আজও আমাকে কাজে উৎসাহ জোগায়। আব্বুকে খুব মিস করি আমি। ভাবতেই পারি না তিনি আমার আপন বাবা নন। তাঁর ইচ্ছে আমি পূরণ করবই।’

‘তোমাদের দু’জনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানি না আমি।’

‘আমরা পরস্পরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। আব্বুকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। তিনিও তাঁর নিজস্ব ধরন অনুযায়ী আমাকে সমীহ করতেন। ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজে আজকে আমার যে অবস্থান সেটা আমি অর্জন করে নিয়েছি। আব্বু জানতেন আমি পারব।’

‘মিস্টার লংফেলোও তোমার ব্যাপারে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করেন,’ বলল রানা।

‘মার্ভিন আঙ্কেল,’ নিচু গলায় বলল সাবরিনা। ‘খুব স্নেহ করেন উনি আমাকে।’

‘আমাকে তোমার মায়ের কথা বলো,’ এক হাতে সাবরিনাকে জড়িয়ে রেখে বিছানায় কাত হলো রানা।

রানার বুকে হাত বুলাতে শুরু করল সাবরিনা। ‘মনে পড়ে তিনি খুব আদর করতেন আমাকে। লাজুক আর অন্তর্মুখী ছিলেন। আস্তে করে নিচু গলায় কথা বলতেন, প্রায় ফিসফিস করে। সংস্কৃতমনা পরিবার থেকে এসেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁদের ব্যবসা-বুদ্ধি সময়োপযোগী ছিল না। আমার আব্বু ওই ব্যবসার হাল ধরার

পর অবস্থার উন্নতি হয়। ব্যবসাটা কিনে নেন তিনি দরদাম করে। তেমন কিছু মনে পড়ে না সে সময়ের কথা, তবে এটুকু মনে আছে সময়টা খুব মনোকষ্টে কাটত আমার। অবশ্য তার আগেও আমি কোন আনন্দের মুহূর্ত মনে করতে পারি না।'

'কেন, সাবরিনা?'

'আমার বাবা-মা এর কারণ হতে পারেন। মনে পড়ে, ঝগড়া করতেন তাঁরা। তাঁদের সম্পর্কের কথা ভাবতে গেলে তাঁদের ঝগড়া ছাড়া আর তেমন কিছু মনে পড়ে না আমার। মাঝে মাঝে আমার অবাক লেগে উঠত, পরস্পরকে যদি এতোই অপছন্দ করেন তা হলে বিয়ে করলেন কেন তাঁরা! নিশ্চয়ই ভাল বাসতেন দু'জন দু'জনকে, কিন্তু বড় বেশি অমিল ছিল দু'জনের। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ এক হলে যা হয়। অবশ্য অসুস্থতার সময় সর্বক্ষণ আমার আম্মুর পাশে-পাশে থাকতেন আব্বু। হাসপাতালে আব্বুর হাত ধরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আম্মু।'

'দুঃখিত, তোমাকে খারাপ স্মৃতি মনে পড়িয়ে দিলাম,' আন্তরিক স্বরে বলল রানা।

রানার কপালে হাত বুলাল সাবরিনা। 'পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে গেলে দেখি আম্মুর ব্যাপারে প্রায় কোন স্মৃতিই নেই আমার। খুব ছোট ছিলাম যখন উনি মারা যান। সত্যি বলতে তাঁকে চেনার মতো বয়সই হয়নি তখন আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সাবরিনা, তারপর বলল, 'আমি যখন বড় হয়ে উঠছিলাম, সর্বগ্রাসীর মতো জীবনটা উপভোগ করতে শুরু করলাম। আমি ছিলাম আব্বুর ছোট্ট রাজকুমারী। এমন কিছু ছিল না যা তাঁর কাছে চেয়ে আমি পাইনি।'

'আর এখন কোম্পানি পরিচালনাতেও যথেষ্ট দক্ষতা দেখাচ্ছ তুমি,' বলল রানা।

'কথাটা বলায় তোমাকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারব না, রানা,' মৃদু হাসল সাবরিনা। 'পাইপ লাইনের কাজ আমি শেষ করবই। কাজটা ভবিষ্যতে ইতিহাস হয়ে থাকবে জানি। আমার আব্বুর কাছে আমি দায়বদ্ধ হয়ে আছি। আম্মুর কাছে আরও বেশি, বলতে পারো ঋণী। তেলের লাইনের কাজ যে-করে হোক শেষ করতে হবে আমাকে। কিন্তু একটা কথা জানো, রানা? যদি আমার আম্মুর পরিবারের মানুষ তেলের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে না রাখত তা হলে আজকে আব্বু এতো সাফল্যও পেতেন না, আর এখানে থাকতামও না আমরা। আম্মুর আত্মীয়রা তেলকে আঁকড়ে ধরে জীবন দিয়েছেন। তাঁদের কাছে ব্যাপারটা ছিল সম্মানের।'

আস্তে আস্তে নিজের জীবন সম্বন্ধে এমন অনেক কথাই বলল সাবরিনা যে ওর প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ল রানার। যে-কাজই সাবরিনা করুক না কেন, হোক তা খেলাধুলা, কাজ বা অন্যকিছু, অন্তর ঢেলে দিয়ে অংশ নেয় ও। ওর এই গুণটা রানার মধ্যেও আছে, সেজন্যই সাবরিনাকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর।

অজান্তেই আহত কাঁধ ডলল রানা, এই প্রথমবারের মতো খেয়াল করল সাবরিনার কানের দুল। ওই কানে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখেছিল রানা বিএসএস-এর কম্পিউটারে। দুলটার গোড়ার দিকটা বেশ চওড়া, কানের লতি ঢেকে রেখেছে।

দু'জনের চোখ পরস্পরকে ছুঁয়ে গেল। রানা কোনদিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে

দেরি হলো না সাবরিনার। রত্নটা স্পর্শ করল রানা, বাধা দিল না সাবরিনা।

'লতির ওপর প্লায়ার্স ব্যবহার করেছিল লোকটা,' বলল সাবরিনা। 'বলেছিল আস্তে আস্তে পুরো কানটাই কেটে আমার আব্বুর কাছে পাঠাবে। করেনি কেন জানি না।'

'লোকটার ব্যাপারে কিছু বলো, সাবরিনা।' রাগ চেপে বলল রানা।

'লোকটার নাম গুস্তাভ তুখোরভ। অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক বলে পরিচিত, পরে জেনেছি। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিএসএস তার ব্যাপারে আমাদের কিছু তথ্য দেয়। ভয়ঙ্কর একটা লোক। সর্বক্ষণ আমাকে ধমকাত সে। জোর করে আমাকে দিয়ে···আমাকে ব্যবহার করে···মারত আমাকে।' ফুঁপিয়ে উঠল সাবরিনা। 'প্লায়ার্স দিয়ে আমার কানের লতি কেটে নিয়েছিল। তিনটে সপ্তাহ আমি যেন দোজখে কাটিয়েছি। বুঝতে পারি, জীবনেও আমি সেই আতঙ্ক কোনদিন মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারব না।'

রানার চিন্তায় চকিতে এলো, লংফেলো বলেছেন, সাবরিনাকে বলা ঠিক হবে না আততায়ীর ভূমিকায় কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ আবার ফিরে এসেছে।

প্রায় সর্বক্ষণই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে সাবরিনা। একটু হয়তো বেপরোয়া, কিন্তু ব্যবসায় নিজের অবস্থান ঠিকই দৃঢ় করে নিয়েছে। ভিতরে ভিতরে ভয়ে ভয়ে থাকে ও, সেই ভয়ের প্রকাশ রানা খানিকটা দেখেছে। এখনও নিশ্চয়ই ও দুঃস্বপ্ন দেখে কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে। কর্নেল তুখোরভ সম্ভবত খোদ শয়তান ওর স্বপ্নে। লোকটা যে কাছাকাছি আছে সেটা সাবরিনার না জানাই ভাল।

'বাঁচলে কী ভাবে? জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ বুজল সাবরিনা, ধীর গলায় বলতে শুরু করল। মনে হলো যেন সবটা আবার চোখের সামনে ঘটতে দেখে বলছে। 'একজন গার্ডকে শরীরের লোভ দেখাই। লোকটা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আমাকে তার পেতেই হবে, ক্রমে এমন একটা মনোভাব এসে যায়। সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। তারপর যখন সময় এলো, তার দুর্বলতম জায়গায় লাথি মারলাম। তারপর ওর পিস্তলটা নিয়ে গুলি করতে শুরু করলাম। আমি···তিনজন মানুষ মেরেছি। তুখোরভ তখন ওখানে ছিল না, নইলে তাকেও খুন করে ফেলতাম হয়তো।'

শিউরে উঠল সাবরিনা। স্মৃতিটা বড় বেশি পীড়াদায়ক। রানার বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল বাচ্চা মেয়ের মতো। থরথর করে কাঁপছে সারাশরীর।

ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল রানা।

'আমি জীবনকে খুব ভালবাসতাম, রানা। এখন আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়। মুক্তি পাবার পরের কয়েকমাস আমি নিথর বসে কাটিয়েছি। কিন্তু তারপর কী যেন ঘটে গেল নিজেরই অজান্তে। বুঝতে পারলাম আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়াতেই হবে যে-করে হোক। বললে শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু মনে হয় আব্বুর মৃত্যুর সঙ্গে আমার নতুন করে জীবন শুরু করার যেন একটা যোগাযোগ আছে। কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হতো।' শ্যাম্পেনে চুমুক দিল সাবরিনা। 'আর, রানা। তুমি? তুমি কী করো?'

সত্যিকার জবাবটা হবে, প্রায় কখনোই পিছন ফিরে তাকায় না রানা। নিজের

ব্যাপারে খুব বেশি কিছু বলতে চাইল না ও। কথা ঘুরানোর জন্য হালকা স্বরে বলল, 'আমি বেঁচে থাকতে ভালবাসি। ভালবাসি অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে।'

পরস্পরকে আবার যখন কাছে টানল ওরা, রাত তখন গভীর।

আট

সূর্য উঠবার দু'ঘণ্টা আগে ঘুমন্ত সাবরিনার কপালে একটা চুমু দিয়ে বেরিয়ে এলো রানা, নিজের ঘরে ঢুকে কালো পোশাক পরে নিল, তারপর টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো বাইরে।

বাড়ির সামনে দু'জন গার্ড পায়চারি করছে। তাদের চোখের আড়ালে একটা ঝোপের ভিতর অপেক্ষা করল ও। লোক দু'জন বাঁক নিয়ে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাওয়ার পর এক দৌড়ে চলে এলো ভিলার পাশে। একটা গাছের ডাল ধরে শরীরটা তুলে পার হয়ে গেল কাঁটাতারের বেড়া। ওপাশে লাফ দিয়ে নামল। এখানেই সিকিউরিটি অ্যানেক্স, কালাশনিকভের অফিস।

শামশের আলীর দেওয়া অটোমেটিক লক পিক দিয়ে ভারী দরজাটার প্যাডলক খুলল রানা। ওটা একটা শব্দ তরঙ্গ পাঠিয়েছে ভিতরে। ক্লিক আওয়াজ করে খুলে গেছে তালা।

ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ও, ভিতরের লকটা আটকে দিল। অফিসে দুটো জানালা থাকলেও ভিতরটা বেশ অন্ধকার। মুখে একটা পেনলাইট ধরে ডেস্ক ড্রয়ার আর ফাইলিং ক্যাবিনেটগুলো একে একে দেখতে শুরু করল। কৌতূহল জাগানোর মতো কিছু পাওয়া গেল না। বেশিরভাগই কাগজ। আর দেখল একটা পিস্তলের ম্যাগাজিন আর অফিসের টুকটাক জিনিস।

মেঝেতে নামিয়ে রাখা একটা ক্যারিঅল খুঁজে দেখবে, এমন সময় গাড়ির দুটো হেডলাইটের আলো এসে পড়ল ছোট্ট বাড়িটার সামনে। জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে উজ্জ্বল আলো, সারা ঘর আলোর বন্যায় ভেসে গেল। চট করে জানালার এক পাশে ছায়ায় সরল রানা, সাবধানে উঁকি দিল বাইরে।

রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিভিশনের লোগো আঁকা একটা ল্যান্ডরোভার এসে থেমেছে। ওটা থেকে নামল জর্জ কালাশনিকভ, চারপাশটা একবার দেখে নিল ঘাড় ফিরিয়ে। ভাবটা দেখে বোঝা যায় কেউ তাকে দেখে ফেলুক তা চাইছে না। লোকটার হাতে একটা ব্রিফকেস। অন্য হাতটা ব্যান্ডেজ বাঁধা।

চোখের আড়ালে চলে গেল কালাশনিকভ। তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে রানাকে। দরজার তালায় চাবি ঢোকানোর ধাতব আওয়াজ হলো। খুলে গেল দরজা।

ভিতরে ঢুকে বাতি জ্বালল কালাশনিকভ। ঘরে কেউ নেই, তবে খোলা জানালা দিয়ে আসছে ফুরফুরে হাওয়া। কোন সন্দেহ জাগল না কালাশনিকভের মনে, জানালা বন্ধ করে লক করল সে, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজের কাজে।

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল রানা জানালার কাছ থেকে সরে, তারপর ল্যান্ডরোভারের আড়ালে গিয়ে থামল। বাতি জ্বলার কারণে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। ব্রিফকেস থেকে কী যেন বের করে ডেস্কের পিছনে বসল কালাশনিকভ। ড্রয়ার থেকে একটা যন্ত্র বের করে হাতের জিনিসটায় কী যেন করছে গভীর মনোযোগ দিয়ে।

ল্যান্ডরোভারের পিছনে গিয়ে হ্যাচটা খুলল রানা। কী যেন ঢাকা রয়েছে একটা তারপুলিন দিয়ে। সেটার পাশে পেটমোটা একটা খাম। তারপুলিন সরিয়ে খানিকটা চমকে উঠল রানা। লাশ। মাথা বলতে গেলে নেই। অ্যানেক্সের দিক থেকে আলোর একটা ঝিলিক আসায় ওদিকে মনোযোগ ফেরাল ও। জানালা দিয়ে দেখতে পেল, কালাশনিকভ নিজের মুখের সামনে একটা পোলারয়েড ক্যামেরা ধরে ছবি তুলছে।

এক মুহূর্ত ভেবে লাশটার দিকে আবার তাকাল রানা। লাশের পরনে একটা ওভারঅল। ওটার হাতাগুলোয় রাশিয়ান লোগো প্লাস্টার করা। লক্ষ করল, শার্টের বুক পকেট ছিঁড়ে গেছে। ওখানে সম্ভবত একটা আইডি ছিল।

টর্চের চঞ্চল আলো এদিকেই এগিয়ে আসছে। প্রহরীদের একজন। লাফ দিয়ে ল্যান্ডরোভারের পিছনে উঠল রানা, হ্যাচটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল।

গোপন এয়ারফিল্ডটা শহর থেকে আটমাইল দূরে। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে কালাশনিকভ, তবে নিজে সে স্বাভাবিক বোধ করতে পারছে না। নার্ভাস লাগছে খুব। নির্দ্বিধায় স্বীকার করল, তুখোরভ তাকে মারাত্মক ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বেচারা মেলানভ! তার একমাত্র অপরাধ সে পরামর্শ দিয়েছিল মিশনটা বাতিল করবার। নিজেকে সাবধান করে দিল কালাশনিকভ, সতর্ক থাকতে হবে তাকে, নইলে মাথায় একটা বুলেট নিয়ে মেলানভের মতো ধপাস করে মাটিতে পড়বে তারও লাশ। সেই বুলেট আর যাই হোক, তুখোরভের মাথার ভিতরেরটার মতো হবে না।

মেলানভ ঠিকই রাশিয়ান মিলিটারি প্লেনটা যোগাড় করতে পেরেছিল। একটা এএন-১২৩ কাব ওটা। এখন দাঁড়িয়ে আছে উজ্জ্বল আলোকিত রানওয়েতে। বেশ কয়েকজন ওভারঅল পরা লোক এয়ারক্র্যাফটটাকে ঘিরে আছে। তাদের কেউ-কেউ মইয়ের উপর দাঁড়ানো। ব্যস্ত হয়ে ফিউযিলাজ আর ডানায় রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জির লোগো সাঁটছে তারা। একটা সার্চ লাইট এয়ারফিল্ড টহল দিচ্ছে অনাহূত কারও দেখা পাওয়ার আশঙ্কায়।

এয়ারফিল্ডের অফিস হিসাবে যে কাঠের ছাউনিটা ব্যবহার করা হয় সেটার তলায় ল্যান্ডরোভার থামাল কালাশনিকভ। জায়গাটা পছন্দ হলো না, গাড়ি ব্যাক করে বিল্ডিঙের পাশে যেখানে ময়লা-আবর্জনা জড় করা হয় সেখানে রাখল। নেমে গিয়ে রানওয়ে আড়াল করা গাছের পিছন থেকে উঁকি দিল একবার, তারপর সন্তুষ্ট বোধ করল। প্লেন প্রায় তৈরি। এবার তাকেও যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হবে।

কাঁকরের উপর তার বুটের শক্ত সোলের মচমচ আওয়াজ হলো। ল্যান্ডরোভারের পিছনে চলে এলো সে। এবার বিরক্তিকর কাজটা সারতে হবে। এক টানে তারপুলিনটা সরাল সে ভুরু কুঁচকে। 'ওঠো, বাবা!' সামনে ঝুঁকল লাশটা কাঁধে তুলে নিতে।

ঘাড় ফেরাল লাশ, তারপর হাসল কালাশনিকভের দিকে চেয়ে। তীব্র আতঙ্কে বিরাট একটা হাঁ করল কালাশনিকভ, গলা শুকিয়ে কাঠ। রানার ঘুসিটা চিবুকে লাগায় হাঁ-টা বন্ধ হয়ে গেল। হোঁচট খেয়ে পিছু হটল কালাশনিকভ, সামলে নিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে যাচ্ছে। তার চেয়ে এক সেকেন্ড আগে বেরিয়ে এল রানার সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথার পিপিকে। কেশে উঠল দুবার।

ধপ্ করে মাটিতে পড়ল কালাশনিকভ। নামল রানা, গাছের আড়াল থেকে এয়ারস্ট্রিপের দিকে তাকাল একবার, তারপর ফিরল প্রাক্তন সিকিউরিটি অফিসারের দিকে। আগের লাশের আইডি কার্ডটা এখন কালাশনিকভের শার্টের বুকপকেটের উপর শোভা পাচ্ছে। পোলারয়েড দিয়ে তোলা ছবি সেঁটে দেওয়া হয়েছে আসল ছবিটার উপর। লোকটার নাম ছিল মেলানভ।

কার্ডটা খুলে পকেটে রেখে দিল রানা। ওর চোখ নিরাপদে লাশ রাখবার মতো একটা জায়গা খুঁজছে। আবর্জনার স্তূপটা এজন্য মন্দ নয়। উবু হয়ে কালাশনিকভকে তুলতে যাবে এমন সময় লোকটার কোমরে আটকানো সেল ফোন বেজে উঠল। জমে গেল রানা। দ্বিতীয়বার আবারও রিং হলো। কালাশনিকভ জবাব না দিলে...

'ডা?' বিশুদ্ধ রাশান ভাষায় জিজ্ঞেস করল রানা ফোন কানের কাছে ধরে।

নিচু একটা গলা ওদিক থেকে বলল, 'ওয়ান ফাইভ এইট নাইন টু। কপি?'

'ডা।'

লোকটা কে, ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার, কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ?

'আউট!' ফোন রেখে দেওয়া হয়েছে।

নিজের বেল্টে ফোনটা আটকে নিল রানা। কালাশনিকভের শিথিল দেহ তুলে নিল কাঁধে। গাছের ফাঁক দিয়ে একটা হলদে আলো এগিয়ে আসছে। কে যেন রানওয়ের দিক থেকে আসছে ল্যান্ডরোভারের দিকেই! লাশটা চট করে নরম আবর্জনার ভিতর ফেলে দিল রানা।

ওভারঅল পরা লম্বা-চওড়া এক রাশিয়ান এগিয়ে এলো বুনো পথ ধরে। 'চলুন, যাওয়া যাক। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

রানাকে একা দেখে তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'কালাশনিকভের কী হলো?' ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল। তৈরি হয়ে গেছে, দরকার হলে মুহূর্তের মধ্যে পিস্তল বের করবে। 'তারই তো আসার কথা!'

'নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে ও কাজে,' রাশান ভাষায় জানাল রানা। 'আমাকে বলল একাই যেন আসি।'

একটু দ্বিধায় ভুগল লোকটা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'দরকারি জিনিস নিয়েছেন তো? চলুন।'

ল্যান্ডরোভারের পিছনে চলে এলো রানা, হ্যাচ খুলে ভিতরে উঁকি দিল। কী নেওয়ার কথা ওর? অফিসে যে ক্যারিঅলটা দেখেছিল সেটা বসে আছে এক পাশে। সেই সঙ্গে কালাশনিকভের ব্রিফকেস আর পেটমোটা খাম।

'হলো?' জিজ্ঞেস করল লোকটা অধৈর্য গলায়।

ক্যারিঅল আর খাম তুলে নিল রানা, খামটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে

লোকটাকে অনুসরণ করে চলে এলো রানওয়েতে। গম্ভীর গর্জন ছেড়ে স্টার্ট নিয়েছে প্লেনের এঞ্জিন। উপস্থিত লোকগুলোর মধ্যে তাড়াহুড়োর একটা প্রবণতা খেয়াল করল রানা।

'আমি তার্কিন,' বলল লোকটা। 'আপনি নিশ্চয়ই মেলানভ?'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। ক্রুরা যাত্রার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এখন দেখলে মনে হয় উড়োজাহাজটা রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির নিজস্ব জিনিস। রানার সামনে এসে দাঁড়াল উদ্বিগ্ন পাইলট।

'দেরি করে ফেলেছেন আপনি,' এঞ্জিনের গর্জনের উপর দিয়ে চিৎকার করল সে। 'স্কওয়্যাক এনেছেন?'

বুঝল না রানা।

'স্কওয়্যাক! ট্র্যান্সপন্ডার কোড। ওটা যদি জিজ্ঞেস করা মাত্র জানাতে না পারি তা হলে আমাদের গুলি করে নামানো হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল রানা, তারপর বলল, 'ওয়ান ফাইভ এইট নাইন টু।'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল পাইলট, রানাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার পায়ে দামি শ্যু দেখে। খানিকটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল চেহারায়। 'আর বাকি জিনিস? গ্রীজ এনেছেন?'

লোকটা কী বলছে বুঝতে পারল না রানা। পাইলট আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আর কোন উপায় নেই দেখে ক্যারিঅলটা খুলল রানা, ভিতরে হাত পুরে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। এক জোড়া অ্যাডিডাস ট্রেইনার্স কেডস। বাক্সটা বাড়িয়ে দিতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল পাইলটের চোখ। কেডস জোড়া নিয়ে বলল, 'এক্সেলেন্ট!'

ঘণ্টায় চারশো বিরাশি মাইল বেগে উদীয়মান সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছে অ্যান্টনভ কাব। এবার উত্তর দিকে বাঁক নিল, পার হচ্ছে কাস্পিয়ান সাগর। লক্ষ্য মধ্য-পশ্চিম এশিয়া। ওভারঅল আর নতুন অ্যাডিডাস পরা পাইলট মনের আনন্দে শিস বাজাচ্ছে।

পিছনে মজবুত করে তৈরি কার্গো রাখবার জায়গায় বসে আছে রানা। কার্গোর গায়ে রাশান ভাষায় লেখা: সাবধান। রেডিওঅ্যাকটিভ। এয়ারক্র্যাফটের এক পাশে একটা খালি বার্থ, এতোই বড় যে ওটায় আস্ত একটা গাড়ি রাখা যাবে। তার্কিন ওকে বারবার করে বলেছে ওখানে কিছু না রাখতে।

তুখোরভ কী করছে কে জানে! অস্বস্তি বোধ করছে রানা। এভাবে আসাটা ঠিক হয়েছে কি না বুঝতে পারছে না। ভান করে যেতে হবে, তারপর তুখোরভের পরিকল্পনা জানা হলেই প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

তার্কিন হাজির হলো। ফিউযিলাজের উচ্চতা কম তাই কুঁজো হয়ে আছে। রানার কোলের উপর রাশান লোগো আঁকা একটা উইন্ডব্রেকার ফেলল।

'তৈরি হয়ে নিন। দশ মিনিট পর আমরা কাযাকস্তানে পৌঁছে যাব। আইডি পরে নিতে ভুলবেন না।'

নড করল রানা। তার্কিন সামনে নিজের সিটে ফিরে গেল। টয়লেটে চলে এলো রানা, দরজা বন্ধ করে ওয়ালেট খুলল। পকেট থেকে বের করল মেলানভের আইডি,

কাউন্টারের উপর রাখল ওটা। এবার কুঁজো হয়ে জুতোর ভিতর থেকে বের করল ছোট একটা কাঁচি আর টেপ। নানান টুকিটাকি জিনিস আছে আরও। কাঁচি আর টেপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

ইউনিভার্সাল এক্সপোর্টের আইডি কার্ডটা বের করে ওয়ালেট রেখে দিল পকেটে। কাঁচির ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে কালাশনিকভের ছবিটা তুলে ফেলল। এবার দেখা গেল ল্যান্ডরোভারে পাওয়া লোকটার ছবি। নিজের ফটো আইডি কার্ডে তার ছবির উপর লাগিয়ে নিল ও টেপ দিয়ে। আইডি আটকে নিল বুক পকেটের উপর। মনে মনে আশা করছে যেখানে ও যাচ্ছে সেখানে কেউ ডক্টর মেলানভকে সামনাসামনি দেখেনি।

রানা সিটে বসবার পরপরই প্লেন কাযাকস্তানের আকাশ-সীমায় প্রবেশ করল।

নতুন স্বাধীন দেশ হিসাবে ধনতন্ত্র চালু করে নানান সমস্যায় আছে দেশটা। অর্থনৈতিক সঙ্কট, জাতিগত দ্বন্দ্ব, নতুন গজিয়ে ওঠা অপরাধীদের দৌরাত্ম্য—সবমিলিয়ে টালমাটাল অবস্থা। তবে দেশটায় তেল, কয়লা আর গ্যাস আছে প্রচুর। শীঘ্রি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। কে জানে এখানে রাশিয়ান নিউক্লিয়ার এজেন্সির সঙ্গে গুস্তাভ তুখোরভের কী সম্পর্ক। কোন না কোন যোগসাজশ আছেই। সম্পর্ক আছে ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গেও।

ভোর হতেই দেশের পশ্চিমাংশে বিরান এক লবণাক্ত বেসিনের মরুময় এলাকায় নামল কাব। চারপাশে বিদঘুটে চেহারার পাথরের স্তরের ছড়াছড়ি। রুক্ষ নিষ্প্রাণ প্রান্তর। নতুন সূর্যের আলোয় ইতিমধ্যেই মরুভূমির মতো তাপ ছড়াতে শুরু করেছে পাথুরে এলাকাটা।

তার্কিনের পিছু নিয়ে আরেকটা ল্যান্ডরোভারের দিকে এগোল রানা। এটাতেও রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্টের লোগো আছে।

'আমি গাড়িটা চালাব,' বলল তার্কিন। 'কাযাকস্তানে আপনি নতুন?'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকার একটা জায়গা,' টিটকারির সুরে বলল তার্কিন। অযত্নে তৈরি করা একটা এয়ারফিল্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে ল্যান্ডরোভার। পাথুরে একটা উপত্যকা পার হতে হলো। দেখলে মনে হয় চাঁদের পিঠে আছে ওরা। বিরাট একটা অধিত্যকা পড়ল সামনে। তার নীচের অংশে বেশ কিছু নিচু বাড়ি-ঘর। দূর থেকে ট্রাক, কাযাকস্তান আর্মি-ক্যারিয়ার আর ওভারঅল পরা মানুষ দেখতে পেল রানা।

এক পাশে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ওদের দু'জনকেই চমকে দিল। পাঁচশো গজ দূরে উড়ল ঘন ধুলোর মেঘ।

ট্রাকগুলোর গায়ের লোগো দেখে বুঝতে পারল রানা কোথায় আছে ওরা। এটা রাশিয়ান নিউক্লিয়ার টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ছিল। সম্ভবত রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্টের সম্পত্তি। আইডিএ বা ইন্টারন্যাশনাল ডিকমিশনিং অথরিটি এখানে কাজ করছে। ইউনাইটেড নেশনসের একটা সংগঠন ওটা। পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক রিয়্যাক্টর বা রেডিওঅ্যাকটিভ ফ্যাসিলিটিয নিষ্ক্রিয় করাই সংগঠনটার কাজ।

ল্যান্ডরোভার থেকে নেমে প্রধান বাড়িটার দিকে এগোল ওরা। বাড়িটার

সামনের অংশে একটা ফোলা বেলুনের মতো বুদ্বুদ দেখতে পেল। ভিতরে কে যেন আছে, রেডিয়েশন-প্রূফ পোশাক পরে নাড়াচাড়া করছে যন্ত্রপাতি।

বুদ্বুদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক রাশান কর্নেল। রানার আইডি কার্ড দেখে বিগলিত হাসল। 'ওয়েলকাম টু কাযাকস্তান, ডক্টর মেলানভ! আমি আপনার গবেষণার একজন সামান্য ভক্ত। এখানে আপনার মতো বড় মাপের লোক প্রায় আসেন না বললেই চলে। আসুন।'

'কাজ যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাই আমি,' জবাবে মৃদু হাসল রানা।

একটু দ্বিধা করে কর্নেল জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গে ট্র্যান্সপোর্ট ডকুমেন্টস আছে নিশ্চয়ই?'

জ্যাকেটের পকেট থেকে পেটমোটা খামটা বের করে দিল রানা গম্ভীর চেহারায়। দুরুদুরু করছে ওর বুক। কী ঘটে কে জানে! জিনিসটা যদি অন্যকিছু হয়?

একবার চোখ বুলাল কর্নেল, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে। আসুন। সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। জিনিসটা তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। আইডিএ ফিযিসিস্টকে একবার জিজ্ঞেস করে নেবেন।'

রেডিয়েশন সুট পরা লোকটা বুদ্বুদ থেকে বের হয়েছে। হেলমেট খুলতেই দেখা গেল হালকা বাদামী একরাশ চুল, আর পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল একটা ফর্সা মুখ। দরদর করে ঘামছে মেয়েটা। একটা র‍্যাক থেকে তোয়ালে নিয়ে কপাল মুছল। এবার সুট খুলে বেরিয়ে এলো। খুব ছোট একটা স্কার্ট তার পরনে, বুকে খাকি স্পোর্টস ব্রা। পায়ে হেভি ডিউটি বুট। চমৎকার সুডৌল উরুতে বাঁধা চামড়ার খাপের মধ্যে একটা হান্টিং নাইফ। মেয়েটা আমেরিকান, আন্দাজ করল রানা।

দেখার মতো শরীর যুবতীর, যৌবন যেন বাঁধ ভেঙে ফেটে বের হচ্ছে। ব্রার শাসনে থাকতে চাইছে না সুউন্নত স্তনযুগল। সারাশরীর সূর্যের আলোয় লালচে-বাদামী। রানা খেয়াল করল, আশেপাশের প্রত্যেকে তাদের কাজ থামিয়ে একবারের জন্য হলেও মেয়েটাকে দেখছে।

একটা বোতলে চুমুক দিয়ে পানি খেল মেয়েটা। বাড়তি পানি ইচ্ছে করেই ঢালল চিবুক আর গলায়। কাঁধে পানি ঢালল এবার। গায়ে শক্ত করে এঁটে বসল সংক্ষিপ্ত পোশাক। মেয়েটা হয় এক্সিবিশনিস্ট, আন্দাজ করল রানা, নয়তো কে কী ভাবল সেটা বিন্দুমাত্র পাত্তা দেয় না।

কর্নেলের চোখে চোখ পড়ল রানার। তিক্ত চেহারায় মাথা দোলাল কর্নেল আকায়েভ। মেঝেতে থুতু ফেলে ইংরেজিতে বলল যাতে মেয়েটাও শুনতে পায়, 'ও পুরুষদের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। এবছর চারটে সাইট নিষ্ক্রিয় করেছি আমরা, কাউকে ও একবার চোখ টিপও দেয়নি।'

রানা জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল। অন্যদিকে পা বাড়াল কর্নেল।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে রানার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। সবুজ চোখে বুদ্ধির ঝিলিক চিকচিক করছে। হাসল। বেরিয়ে পড়ল সুন্দর ঝকঝকে সাদা দাঁত। বয়স পঁচিশের বেশি হবে না, আন্দাজ করল রানা। বেল্টের আইডিএ কার্ডটা খেয়াল করল। কোমরের কাছে ইউনাইটেড নেশনসের শান্তিসূচক চিহ্ন।

'আপনার এখানে আসার কোন কারণ আছে?' মিষ্টি রিনরিনে স্বরে জিজ্ঞেস করল সে। কর্নেলকে চোখের ইশারায় দেখাল। 'না কি কর্নেলের মতো চোখ টিপ দিই কি না দেখতে এসেছেন?'

রানা ইংরেজিতে সামান্য রাশান টান মিশিয়ে জবাব দিল, 'বুঝতে পারছি এখানে শুধু নিউক্লিয়ার উইপন দেখাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য রইল না আর।'

'আচ্ছা!' ভ্রূ কুঁচকাল মেয়েটা। 'আপনার নামটা কী?'

'মেলানভ। ডক্টর মেলানভ।' হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্ট। আর আপনি···মিস?'

'ডক্টর গ্লোরিয়া। গ্লোরিয়া রবার্টস।' হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল গ্লোরিয়া। 'আপনার পেপার্স? শিপমেন্ট কোথায় যাবে?'

'পেঞ্জা নাইনটিনের নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে,' চার পাশে তাকিয়ে এটুকু তথ্যই এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছে ও। কাগজ-পত্র ধরিয়ে দিল। 'আমার দেশবাসীরা আপনাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে সত্যি আমি দুঃখিত। তাদের তরফ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসলে কেউ আমরা খুশি হতে পারছি না ইন্টারন্যাশনাল ডিকমিশনিং অথরিটি এখানে আসায়।'

কাগজ-পত্রে একবার চোখ বুলিয়ে ফিরিয়ে দিল গ্লোরিয়া। 'ঠিক আছে। পরে হয়তো অবসরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমি যাচ্ছি একটা ফুটো টাইটেনিয়াম-ট্রিগার মেরামত করতে। কিছুক্ষণ আগে কোবাল্ট সরিয়েছি–নষ্ট হতে শুরু করা ওয়ারহেডের নীল প্লুটোনিয়াম। খুব উত্তেজনাময় সময় কাটে এখানে আমার।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটার সত্যতা স্বীকার করে নিল রানা, বুঝতে পারছে না এখান থেকে ওর কোথায় যাওয়ার কথা।

বিল্ডিঙের দিকে হাতের ইশারা করল গ্লোরিয়া। 'ওখানে গিয়ে এলিভেটরে করে গর্তে নামুন। আপনার সঙ্গীরা আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে।'

নিশ্চিত হতে প্রশ্ন করল রানা, 'সাবধানতার জন্যে আমার কোন বিশেষ সুটের দরকার হবে না?'

এমন ভঙ্গিতে তাকাল গ্লোরিয়া যে কিছু না বললেও অনুচ্চারিত কথাটা বোঝা গেল। বিশেষ কিছু পরতে হবে কী হবে না সেটা ডক্টর মেলানভেরই ভাল জানা থাকবার কথা। 'ওখানে যদি লিক করা টাইটেনিয়াম-ট্রিগার না থাকে, যা আমার জানা মতে নেই, তা হলে কোন বিশেষ সুটেরও দরকার নেই। ওখানে নীচে আছে ফিশন বম্ব। উইপন গ্রেড প্লুটোনিয়াম। রেডিয়েশনের ভয় খুব কম। জিনিসটা গরমও নয়। আর এখানে উপরে আমরা কাজ করছি হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে। আপনাদের গবেষণাগারেই তৈরি হয়েছে ওগুলো। গত ছ'মাস ধরে সেগুলো নিরাপদ করার চেষ্টা করছি আমরা। সত্যি যদি আপনার সাবধান হতে হয়, তা হলে হতে হবে আমার কাছ থেকে।'

লাজুক হাসল রানা। 'ধন্যবাদ।'

লিফটের দিকে আঙুল তাক করল গ্লোরিয়া। 'ওদিকে যান। ওরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল রানা, রেডিওঅ্যাকটিভিটি পরিমাপক একগাদা

ব্যাজ ভরা একটা তাক পার হলো।

'ডক্টর?' পিছন থেকে ডাক দিল গ্লোরিয়া।

ঘাড় ফেরাল রানা।

'আপনি কি কিছু ভুলে যাচ্ছেন না?'

ভুল করে ফেলেছে, বুঝতে পারল রানা। ব্যাপারটা এতই সহজ যে মেয়েটা ওকে সন্দেহ করে বসেছে তাতে আর কোন ভুল থাকতে পারে না। তাক থেকে একটা ব্যাজ তুলে নিল ও। 'একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।' হাসি হাসি চেহারা করল রানা। 'আসলে গবেষণার বিষয়গুলো মাথায় ঘোরে সারাক্ষণ…'

আরও কয়েক পা এগোনোর পর গ্লোরিয়ার গলা শুনতে পেল রানা। 'ডক্টর, আপনার ইংরেজি বেশিরভাগ রাশিয়ানের তুলনায় অনেক ভাল।'

রাশান ভাষায় জবাব দিল রানা। 'আমি অক্সফোর্ডে পড়ালেখা করেছি।'

রানাকে বিল্ডিঙের ভিতর অদৃশ্য হতে দেখল গ্লোরিয়া রবার্টস, তারপর কপাল আর ভ্রূ থেকে আবার ঘাম মুছল। কী যেন একটা তার মনের ভিতর অস্বস্তির বোধ এনে দিয়েছে। কী যেন একটা অস্বাভাবিক! ওই লোকটা। উজ্জ্বল তামাটে গায়ের রং, কালো চুল, কুচকুচে কালো অন্তর্ভেদী চোখ…

আরেক ঢোক পানি খেল গ্লোরিয়া, তারপর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তিনতলা নীচে নেমে থামল খাঁচাসদৃশ লিফট। দরজা খুলে যেতেই রানা দেখল একা দাঁড়িয়ে আছে ও একটা দীর্ঘ অন্ধকার করিডরের সামনে। চারপাশে বিরাজ করছে থমথমে নীরবতা।

করিডর ধরে এগোল রানা। কিছুক্ষণ পর যন্ত্রপাতির আওয়াজ শুনতে পেল। গুঞ্জন করছে মেশিনারিয। সামনে বিশালাকৃতি একটা আলোকিত ঘর।

ঘরটা গোল একটা পরীক্ষাগার। চারপাশে ব্লাস্ট ওপেনিং। নিউক্লিয়ার টেস্ট করা হলে ওগুলোর মধ্য দিয়ে মেযারিং যন্ত্রগুলোতে চলে যাবে প্রয়োজনীয় তথ্য। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত কুয়ো মতো জায়গা। পরীক্ষাগার থেকে বের হওয়ার অনেকগুলো সুড়ঙ্গের একটার মুখে দাঁড়িয়ে আছে এখন ও। ঘরটা যেন মাকড়সার পেট, আট দিকে চলে গেছে তার আট পা, আটটা টানেল।

ভুতুড়ে ঘরে পা রাখল রানা, ঘরের মাঝখানে গিয়ে কুয়োর ভিতর উঁকি দিল। কার্টের উপর রাখা একটা লম্বাকৃতি জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে চারজন লোক। ওটার গা খুলে ফেলা হয়েছে। বুলেট আকৃতির মাথাটাও খোলা হয়েছে। এখানে ওখানে তার আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ দেখা যাচ্ছে। জিনিসটা চিনতে দেরি হলো না রানার।

ওটা একটা নিউক্লিয়ার বোমা।

পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও, ইংরেজিতে বলল, 'জিনিসটা দেখতে দারুণ তো!'

কী করে যেন বুঝে ফেলল রানা, কোনও সন্দেহ নেই, এই গলার আওয়াজ কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভের!

নয়

গলাটা শুনেই ঝট করে ওয়ালথার বের করে ফেলল রানা। লিফটের মৃদু গুঞ্জন কানে এলো ওর। এবার তুখোরভকে দেখতে পেল ও। পুরোপুরি রাশিয়ান আর্মির ইউনিফর্ম তার পরনে। একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে নামছে প্ল্যাটফর্মটা।

ছায়ার আড়ালে সরে গেল রানা, মাথা নিচু করে রেখেছে। নামছে এখনও প্ল্যাটফর্ম। পুরোপুরি নেমে আসবার পর অন্ধকার থেকে বের হলো রানা, তুখোরভের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর ওয়ালথার সরাসরি তুখোরভের বুকে তাক করা।

'মেজর রানা,' প্রাক্তন কর্নেলকে দেখে মনে হলো খানিকটা চমকে গেছে।

'কালাশনিকভ আসবে ভেবেছিলে?' পিস্তল নাড়ল রানা। 'মারা গেছে ও।' কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে তুখোরভকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে দিল। 'খবরদার, মুখ বন্ধ রাখবে। নড়বে না।'

হাসল তুখোরভ। 'রানা, তুমি আমাকে খুন করতে পারবে না। আগেই মারা গেছি আমি।'

'তারপরও দুনিয়ার বুকে আছো,' বলল রানা। 'তা যাতে না থাকো সেটা নিশ্চিত করতে পারব।'

সামনে দাঁড়ানো এই লোকটাই সার মাহতাব আর ডাবল-ও- টুয়েলভকে খুন করেছে, অনেক মানুষ মেরেছে আগেও, তারপর অকথ্য নির্যাতন আর রেপ করেছে সাবরিনাকে। এখনই লোকটার খুলি উড়িয়ে না দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ-শক্তির প্রয়োজন পড়ল রানার। আরও সময় দরকার ওর। লোকটা কী করতে যাচ্ছিল সেটা জানতে হবে। এ-ধরনের লোক আত্মগরিমা প্রকাশ করতে গিয়ে অনেক কিছু বলে বসে।

প্রাথমিক অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে কর্নেল তুখোরভ, এখন তাকে আগের মতোই পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দেখাচ্ছে। রানার দিকে চেয়ে ভাল চোখটা চিকচিক করে উঠল তার। অন্যটা মরা মাছের মতো সরাসরি নিস্পৃহ দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে, শীতল এবং ভয়ঙ্কর। মুখের অর্ধেকটা হাসছে তুখোরভের, আর অন্য অংশটা নীচের দিকে বেঁকে আছে বিরক্ত ভঙ্গিতে। কপালের লালচে দাগটা লোকটার চেহারার অস্বাভাবিকতার ষোলকলা পূর্ণ করেছে।

'আরেকটু ভাল ব্যবহার আশা করেছিলাম আমি তোমার কাছ থেকে, রানা,' নিচু গলায় বলল তুখোরভ। 'ব্যাঙ্কারের অফিসে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম আমি।' সময়টা উপভোগ করতে শুরু করেছে সে। 'ওহ্! তবে এটাও ঠিক যে তোমাকে আমি খুন হতে দিতে পারতাম না। আমার হয়ে কাজ করছিলে তুমি। টাকাগুলো পাঠানোর কাজটা করিয়েছিলাম তোমাকে দিয়ে। বুড়ো মাহতাবকে তোমার সাহায্য নিয়েই খুন করি আমি। এসবের জন্যে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। ওয়েলডান, রানা।...আর এখন তুমি আমার মাথায় একটা নতুন

প্ল্যান এনে দিয়েছ। বুঝতে পারছি কাজের লোক তুমি।'

রাগে পিত্তি জ্বলে গেল রানার, কিন্তু শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'বোমাটা নিয়ে কী করার ইচ্ছে ছিল তোমার?'

তুখোরভকে দেখে মনে হচ্ছে বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা ভীত নয়। বলল, 'আগে শুনি তোমার পরিকল্পনা। নিশ্চয়ই একটা প্ল্যান আছে তোমারও'

অপ্রিয় একটা সত্য কথা বলে বসেছে পিশাচটা, ভাবল রানা। সত্যি সময় দরকার ওর, কী করবে ঠিক করতে হলে।

'বোমাটা এখান থেকে বের হবে না কোথাও,' বলল ও।

'তুমিও বের হবে না,' মৃদু হাসল তুখোরভ।

ঝুঁকি নিয়েও চট করে একবার গর্তটার দিকে তাকাল রানা ক্রুরা কী করছে দেখবার জন্য।

'এমন লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া খুব দুঃখজনক, যে জানে না সে কী করবে,' বলল তুখোরভ। 'কী ঘটতে চলেছে কিছুই তুমি জানো না, তাই না?'

'বুঝতে পারছি প্রতিশোধের নেশায় অন্ধ হয়ে গেছ তুমি। কোনকিছুর ওপরই আর বিশ্বাস নেই তোমার।'

'তোমার কীসের ওপর বিশ্বাস আছে, মাসুদ রানা?' হাসল তুখোরভ। 'আল্লাহ, ঈশ্বর, ক্যাপিটালিযম? সাহস থাকলে গুলি করো আমাকে, রানা। নীচের ওরা গুলির শব্দ শুনতে পাবে। তোমাকে খুন করবে ওরা। তারপর বোমাটা নিয়ে সরে যাবে।'

'গোলাগুলি হলে ওপরের সেনাবাহিনীর অর্ধেক সদস্য নীচে নেমে আসবে।'

'হয়তো। কিন্তু বিশ মিনিটের মধ্যে যদি নির্দিষ্ট একটা ফোন না করা হয়, তা হলে...' রানার চোখের দিকে তাকাল তুখোরভ। 'যা খুশি করতে পারো, রানা। গুলি করো। ট্রিগারটা টেপো, খুন হয়ে যাবে সাবরিনা ম্যাকেনরো।'

'মিথ্যে বলছ।'

চোখ টিপল তুখোরভ। 'অপূর্ব সুন্দরী, তাই না, মেয়েটা? আমার মনে হয় তুমি ওর প্রেমে পড়ে গেছ। তোমার চেহারাই তা বলে দিচ্ছে। তবে যাই বলো, বন্ধু, আমার আগে ওকে তোমার পাওয়া দরকার ছিল। যখন ও নিষ্পাপ ছিল। তখনও বিছানায় এমন পতিতা হয়ে ওঠেনি ও।'

রাগে কেঁপে উঠল রানা। ধাক্কা দিয়ে দড়াম করে দেয়ালের গায়ে আবার আছড়ে ফেলল তুখোরভকে। ওয়ালথারটা ঠেসে ধরল কপালে।

'ভাবতে কেমন লাগে?' জিজ্ঞেস করল তুখোরভ, বুঝে ফেলেছে রানার দুর্বলতা আছে সাবরিনার প্রতি। 'ভাবতে কেমন লাগে, ওকে একেবারে আনকোরা টাটকা মাল পেয়েছিলাম আমি?'

ওয়ালথার দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লোকটার কপালের পাশে আঘাত করল রানা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। হাত দিয়ে ক্ষতটা ছুঁলো তুখোরভ, কৌতূহলী দৃষ্টিতে ভেজা হাতটা দেখল। একটুও ব্যথা পায়নি সে।

সাইলেন্সারটা লাগিয়ে নিল রানা পিস্তলে, কঠোর চেহারায় বলল, 'এমনিতে নিরস্ত্র মানুষ মারতে খারাপ লাগে আমার। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে। কিছুই অনুভব করব না আমি, ঠিক যেমন তুমি কিছু অনুভব করতে পারো না।'

ওয়ালথারটা তুখোরভের মাথায় তাক করল রানা।

বিড়বিড় করল তুখোরভ, 'বেঁচে কী লাভ, যদি বেঁচে থাকাটা অনুভবই না করা যায়!'

রানা ট্রিগার টানতে যাচ্ছে, এমন সময়ে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেল। 'অস্ত্র ফেলে দিন!' চাপা গলায় বলল কর্নেল আকায়েভ। ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল কর্নেল আকায়েভ দু'জন সৈন্য নিয়ে উদ্যত অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাশে ডক্টর গ্লোরিয়া।

পিস্তলটা আস্তে করে নামাল রানা।

'এ নকল লোক,' বলল গ্লোরিয়া। তার হাতে একটা প্রিন্টআউট। 'ডক্টর মেলানভের বয়স তেষট্টি।'

'আসলে এ আপনাদের নকল লোক,' তুখোরভকে দেখাল রানা। 'প্লেনে করে যারা এর সঙ্গে এসেছে, তারাও। এরা আপনার বোমা চুরি করতে এসেছে, কর্নেল।'

'অস্ত্রটা ফেলুন,' নির্দেশ দিল কর্নেল।

চেহারা দেখে বোঝা গেল নির্দেশ পালিত না হলে গুলি করতে দ্বিধা করবে না। ওয়ালথার ফেলে দিল রানা। সারাঘর ভরে উঠল যন্ত্রপাতির গুঞ্জনে। গর্তের ভিতর মেশিন চালু করা হয়েছে। বোমাটাকে তোলা হচ্ছে। দেখা গেল ওটাকে। রোবোটিক বাহু ভারী জিনিসটাকে একটা কার্টের উপর নামিয়ে রাখল। মাথার উপরে ট্র্যাকের সঙ্গে চেইন দিয়ে আটকানো হলো ওটা বহনকারী বাক্স, যাতে সহজে টানেলের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

'ওয়েলডান,' গ্লোরিয়াকে বলল তুখোরভ। 'আমাদের সবাইকে খুন করত লোকটা।' কর্নেলের দিকে ফিরল। 'আপনিই একে নীচে আসতে দিয়েছেন?'

কিছুটা বিচলিত দেখাল কর্নেলকে।

বুঝতে পারল রানা, তুখোরভের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কর্নেল। কিন্তু মেয়েটা? সে-ও কি এসবের সঙ্গে জড়িত? মনে হয় না। গ্লোরিয়ার চেহারায় দ্বিধার ছাপ ফুটে উঠেছে। রানা আন্দাজ করল, তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে তুখোরভ।

রানার দিকে তাকিয়ে আছে গ্লোরিয়া। ভাবছে বিরাট কোন ভুল করে ফেলেছে কি না। এদিকে বোমা থেকে পাতলা একটা আয়তাকার কার্ড সরাল তুখোরভের এক সঙ্গী। জিনিসটা ক্রেডিট কার্ডের মতো দেখতে। শার্টের পকেটে রেখে দিল সে ওটা।

'একে সরিয়ে নিন,' কর্নেলকে বলল তুখোরভ। 'আমরা যখন বোমাটা নাড়াচাড়া করব তখন একে এখানে চাই না।' রানার কাছে সরে এলো সে, নিচু গলায় বলল, 'আমাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছিলে, রানা। কিন্তু দায়িত্বটা পালন করার মতো যথেষ্ট মনের জোর নেই তোমার।' রানার আহত কলারবোনে বাঁকা হয়ে চেপে বসল তুখোরভের আঙুলগুলো।

তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল রানা, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। আহত জায়গাটা চেপে ধরে রেখেছে ও, বিদ্যুৎগতিতে কাজ করছে মাথা। তুখোরভ কী করে জানল ঠিক কোথায় ওকে এরকম ব্যথা দেওয়া যাবে?

বিচলিত গ্লোরিয়ার সামনে থামল তুখোরভ। 'আমি সত্যি দুঃখিত, কিন্তু

তোমাকেও আমাদের এই অনাহূত অতিথির সঙ্গে চিরবিদায় নিতে হবে। সত্যি, ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু অনেক বেশি দেখে ফেলেছ তুমি।' নিজের লোকদের দিকে ফিরল সে। 'এবার যে-যার কাজ শুরু করো। আর দেরি করা যায় না।'

তার লোকেরা বোমাটাকে নিয়ে চলল বাঁকা টানেলের দিকে।

'না,' বলে উঠল কর্নেল আকায়েভ। 'আমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বোমা কোথাও যাবে না। আমার প্রাপ্য আগে বুঝিয়ে দিন। তার আগে পর্যন্ত নড়ানড়ি নেই। সবাই ওপরে যাচ্ছেন আগে।'

থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল তুখোরভ। 'ঠিকই বলেছেন, কর্নেল।' নিজের দুই সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা দোলাল সে। একজন চলে গেল টানেল ধরে ভিতরে। অন্যজন বরফ দেওয়া একটা খাবারের নিরীহ কন্টেইনার খুলছে। ওটার গোপন কম্পার্টমেন্ট সরিয়ে দিতেই দেখা দিল কয়েকটা মেশিনগান।

'আমাদের সবাইকে একদিন না একদিন ওপরে যেতে হবে,' বলল তুখোরভ। 'আপনার দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করি আমি, কর্নেল।'

কর্নেলের এক সৈন্য রানার দিকে কারবাইন তাক করে নাড়ল, উঠে দাঁড়াতে বলছে। টান দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ধনুকের ছিলার মতো ছিটকে সোজা হলো রানা, এক হাতে লোকটার বুকে ধাক্কা দিল, অন্য হাতে তার কোমরের বেল্ট থেকে তুলে নিল পিস্তলটা। এক মুহূর্তও দেরি করল না, গ্লোরিয়ার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে লাফিয়ে পড়ল নীচের গর্তে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তুখোরভের লোকরা গুলি শুরু করল। ঝাঁঝরা হয়ে গেল কর্নেল আকায়েভ এবং তার দুই সৈন্য। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে থামল বুলেটগুলো। একজন অস্ত্র বাগিয়ে উঁকি দিল গর্তের ভিতর। সঙ্গে সঙ্গে পিছাতে হলো তাকে। রানার গুলি লোকটার গাল ছুঁয়ে গেছে।

'বাদ দাও,' গলা চড়াল তুখোরভ। রেডিওতে বলল, 'আটকে দাও ওদের।'

রেডিওর ওদিকে যে-লোকটা আছে সে অপেক্ষা করছে লিফটের কাছে। একটা সুইচে টিপ দিল সে। জ্বলে উঠল দুটো লাল আর সবুজ বাতি। আবার একটা সবুজ সুইচ টিপল, লিফটের দিকে আসবার টানেলটা ছাড়া অন্য টানেলগুলোর মুখ বন্ধ করে দিল ভারী ইস্পাতের দরজা। তুখোরভ আর তার সঙ্গীরা বোমা রাখা কার্টটা ঠেলতে শুরু করল। ধীরে এগোচ্ছে ওটা, পরিশ্রমসাধ্য কাজ। কয়েক মিনিট পর অধৈর্য হয়ে উঠল তুখোরভ। দ্রুত পায়ে সামনের দিকে চলে গেল সে। মাথার উপরের ট্র্যাকগুলো টেনে বোমাটাকে কাছে আনতে শুরু করল। কার্ট থেকে বোমাটা উঠে যেতেই অবাক হয়ে গেল তার সঙ্গীরা। তুখোরভ একাই যেন তাদের তিনজনের শক্তি ধরে!

দরজা বন্ধ হওয়ার গুঞ্জন শুনতে পেল রানা আর গ্লোরিয়া।

'ওরা আমাদের আটকে দিচ্ছে,' বলল গ্লোরিয়া।

'রাস্তা বের করে নেব। জলদি চলুন!'

'কে আপনি?' ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল মেয়েটা।

'সেটা এখন না জানলেও চলবে,' চারপাশে তাকাল রানা। বেরিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি খুঁজছে।

উপরের ক্যাটওয়াকের দিকে ওমেগা হাতঘড়িটা তাক করল ও। একটা নব টিপতেই ছোট্ট একটা গ্র্যাপলিং হুক ছুটে বের হলো শামশের আলীর সরু ফিলামেন্ট নিয়ে। একটা ধাতব বীমে আটকে গেল হুক। অপর হাতে জড়িয়ে ধরল সুন্দরী গ্লোরিয়ার কোমর।

একবার টান দিয়ে পরীক্ষা করে নিল রানা, জিনিসটা ছুটে যাবে না, তারপর আরেকটা নব চাপ দিল। কব্জিতে টান খেয়ে মুহূর্তের মধ্যে টেস্ট চেম্বারে চলে এলো ওরা।

দরজাগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গ্লোরিয়াকে ছেড়ে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা মেঝেতে পড়ে থাকা ওয়ালথারটার উপর। ওটা তুলে নিয়েই ডাইভ দিয়ে লিফটের দিকে যাওয়ার টানেলের সামনে পড়ল রানা, একেবারে শেষ মুহূর্তে সামান্য ফাঁকটা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে মেশিনগান ঘোরাতে শুরু করল কাছের লোকটা। রানাই আগে গুলি করল। ধড়াস করে মেঝেতে পড়ল লোকটার লাশ। দৌড়ে তার কাছে চলে গেল রানা, এই লোকটাই আয়তাকার কার্ডটা পকেটে পুরেছিল। পকেট থেকে ওটা বের করে নিজের পকেটে রেখে দিল ও।

পরিত্যক্ত কার্টের পিছনে অবস্থান নিল রানা, সামনে গুলি করল তুখোরভকে লক্ষ্য করে। পাল্টা গুলি ওর পাশের দেয়াল ক্ষতবিক্ষত করে দিল। গুলিবৃষ্টি বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত কার্টের পিছনে মাথা নিচু করে বসে থাকতে হলো ওকে। ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে কী করবে। মাথার উপরে ট্র্যাকের পাশে যে বাতিগুলো জ্বলছে ওগুলো গুলি করে চুরমার করে দিল। এখন ওর দিকের টানেলে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তুখোরভের লোকরা ওকে দেখতে পাবে না।

এদিকে বন্ধ দরজার পাশে চলে এসেছে গ্লোরিয়া। একটা প্যানেল খুলে নানারঙা অজস্র তার বের করল। ব্যস্ত হয়ে উঠল ওর আঙুলগুলো।

অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কার্টের পিছন থেকে বের হয়ে এগোল রানা। টানেলের সামনে আবছা ভাবে লোকজনের আকৃতি দেখতে পাচ্ছে।

ওর একটা বুলেট তুখোরভের বাহু চিরে দিয়ে গেল। ক্ষতটা হাত দিয়ে চেপে ধরে রক্ত দেখল তুখোরভ, আবারও টের পেল, কোন অনুভূতিই নেই। তার অবশিষ্ট দুই সঙ্গীর একজন মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে শুরু করল টানেলের অন্ধকার প্রান্ত লক্ষ্য করে। তুখোরভ আর অন্যজন বোমাটাকে ট্র্যাক ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ধারকাছ দিয়েই শিস কেটে বুলেট যাচ্ছে, কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের।

'আহ্!' কাতরে উঠল তুখোরভের সঙ্গী। রানার একটা বুলেট পিঠে গেঁথেছে তার। গোঙাতে গোঙাতে দু'হাতে বোমাটা ধরে ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইল, ফলে এগোনোর গতি কমে গেল।

'ছেড়ে দাও,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল তুখোরভ। আহত লোকটা বোমা ছাড়ল না, কাতর গলায় সাহায্য প্রার্থনা করছে। পিস্তলটা বের করে লোকটার মাথায় তাক করল তুখোরভ, ট্রিগার টানবার আগে বলল, 'এই যে সাহায্য।'

দু'মিনিট পর একমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে দ্বিতীয় সারির ব্লাস্ট ডোরের কাছে চলে আসতে পারল তুখোরভ। অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে এসেছে তারা। রেডিওতে চিৎকার করল, 'মাঝখানের দরজা বন্ধ করে দাও!'

নির্দেশটা রানাও শুনতে পেয়েছে। সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে কার্টটাকে ঠেলে সামনে বাড়ল ও। ওটাকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করছে। দরজা বন্ধ হতে শুরু করেছে। রানা বুঝে ফেলল সময়মতো পৌঁছুতে পারবে না ও। প্রচণ্ড শক্তি খাটিয়ে কার্ট সামনে ঠেলে দিল ও, যাতে ওটা দরজার মাঝখানে আটকে যায়। কিছুক্ষণ···সামান্য সময় পেলেই দরজাটা পার হতে পারবে ও। কার্ট গুঁড়ো হওয়ার আগেই ঝাঁপ দিয়ে ওপারে পড়তে হবে ওকে।

দরজাটা ডাইভ দিয়ে পার হতেই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল তুখোরভের সঙ্গী। শরীরটা গড়িয়ে দিল রানা, একই সঙ্গে মাথার উপরের কয়েকটা বাতি গুলি করে নষ্ট করল। রিলোড করে নিল ওয়ালথার।

দু'রঙা দুটো তার একসঙ্গে আটকাল গ্লোরিয়া টানেলের মুখে দাঁড়িয়ে। খুলতে শুরু করল ব্লাস্ট ডোর। সামনে তাকিয়ে দেখল মাঝখানের দরজা এখনও বন্ধ। কন্ট্রোল প্যানেল নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল গ্লোরিয়া।

কুঁজো হয়ে গুলি করতে করতে সামনে বাড়ছে রানা, টানেলের দুই তৃতীয়াংশ পার হয়ে গেছে। ওকে বাধা দিতে ডোর কন্ট্রোলের সামনের লোকটা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

তুখোরভ আর তার সঙ্গী বেশ কিছু তেলের ড্রাম পার হয়ে বোমাটা লিফটে তুলছে।

'চলো!' কন্ট্রোলের লোকটাকে চেঁচিয়ে বলল তুখোরভ।

গুলি করে কন্ট্রোল প্যানেল চুরচুর করে দিল তার লোক, পরক্ষণেই ছুটল লিফট লক্ষ্য করে। দেরি হয়ে গেছে তার। মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল লিফটের স্বচ্ছ বুলেটপ্রুফ দরজা। বোকা বোকা চেহারায় ঘুরে তাকাল সে। ছুটন্ত রানাকে দেখে চোখ বড় হয়ে উঠল। রানার গুলি অপেক্ষাকৃত ছোট একটা তৃতীয় নয়ন তৈরি করল তার কপালে। মেঝেতে ছিটকে পড়ল লাশটা।

দরজার ওপাশে তুখোরভ এবং তার সঙ্গীকে দেখতে পেল রানা, দাঁড়িয়ে আছে বোমাটার পাশে। গুলি করল ও, লেক্সান কাঁচে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো বুলেট। উঠতে শুরু করেছে লিফট।

হাসবার চেষ্টা করল তুখোরভ, চিৎকার করে বলল, 'মনে আঘাত নিয়ো না, রানা। আর একটু পরেই কিছুই অনুভব করবে না তুমি।' নীচের দিকে দেখাল সে।

শ্যাফট ধরে উপরে উঠে গেল লিফট। ওটার জায়গায় দেখা গেল আরেকটা বোমা, উপরে উঠে আসছে। ওটা অ্যাটমিক বোমা নয়। তবে চেহারাটাই এমন যে দেখলে গলার ভিতরটা শুকিয়ে আসে। সেকেন্ড গুনছে ওটার গায়ের লাল আলো। দশ···নয়···আট···

ঝট্ করে ডোর সুইচ প্যানেলের দিকে ফিরল আতঙ্কিত রানা। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে প্যানেলটা। ফাঁদে আটকে গেছে ও। পিছনে গুঞ্জন শুনতে পেল। আইরিস ডোর খুলে যাচ্ছে! গ্লোরিয়া দরজা খুলতে পেরেছে।

কিন্তু দূরত্ব বড় বেশি!

উপরের দিকে তাকাল রানা। তুখোরভের বোমা বহনকারী পুলি হুকটা ট্র্যাকের সঙ্গে ঝুলছে। দৌড়ে গিয়ে ওটা আঁকড়ে ধরে ঝুলে পড়ল ও। জিনিসটা পিছলে

রওনা হলো আইরিস ডোরের দিকে।

রানার পিছনে বিস্ফোরিত হলো বোমা। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল তেলের ড্রামে। আগুনের একটা মস্ত বড় গোলক ধাওয়া করল রানাকে। শকওয়েভ জোর ঠেলা দিল রানার পিঠে। গতি বাড়ল পুলির। দরজাটা পার হয়ে গেল ও। সামনে পরবর্তী দরজাটাও খোলা। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে গ্লোরিয়া। তীব্র গতিতে সেদিকেই ছুটছে রানা। চিৎকার করল, 'দরজা বন্ধ করো!'

রানার পিছনে আগুনের গোলকটাকে ধাওয়া করে আসতে দেখে ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল গ্লোরিয়ার চোখ। কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে ফিরে তার জোড়া দিয়ে স্পার্ক করাল।

রানা ঢুকে পড়েছে ভিতরে। ওর পিছু নিয়ে উড়ে এলো দুটো তেলের ড্রাম। দরজাটা বন্ধ হতে শুরু করেছে। মেঝেতে পড়েই বিস্ফোরিত হলো ড্রাম দুটো। আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল টানেলের ভিতর, দেয়াল চাটছে।

পাগলের মতো চারপাশে তাকাল রানা বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তার আশায়। একটা রোবোটিক বাহুর উপর চোখ জোড়া থামল ওর। ওটা ছাদের গায়ে একটা পুরোনো শ্যাফটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। পরিত্যক্ত লিফট? হয়তো এখনও কাজ করে জিনিসটা। ঝুঁকিটা নেবে ঠিক করে ফেলল রানা। এছাড়া বাঁচবার আর কোন উপায় নেই।

'ওঠো! ওদিকে!' গ্লোরিয়াকে ঠেলে তুলে ধরল রানা। ধাতব বাহুটা আঁকড়ে ধরল গ্লোরিয়া, গার্ডার পেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল। ওর ঠিক পিছনেই আছে রানা। একটা ক্যাটওয়াকে উঠে এলো দু'জন। নীচে দাউদাউ আগুন জ্বলছে।

'থামার সময় নেই,' গ্লোরিয়াকে টেনে সামনে বাড়ল রানা। 'ব্যারেলগুলো ফাটবে এবার।'

ওয়াকওয়ের শেষে চলে এলো ওরা। সামনেই পুরোনো একটা হাইড্রলিক লিফট।

'কাজ করে না বোধহয়,' গলা কেঁপে গেল গ্লোরিয়ার।

'চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

ভিতরে ঢুকে উপরে যাওয়ার বাটনে চাপ দিল রানা। গুঙিয়ে উঠল লিফট, তারপর অত্যন্ত ধীর গতিতে উপরে উঠতে শুরু করল। যে গতিতে উঠছে তাতে উপরে উঠবার আগেই শ্বাস আটকে মারা যাবে ওরা।

পাশে ঝুঁকে হাইড্রলিকের দিকে তাকাল রানা, সাবধান করল, 'শক্ত করে ধরে থাকো।' ওয়ালথারটা হিসহিস আওয়াজ করা হাইড্রলিকের দিকে তাক করেছে ও। গুলি করল। ফেটে গেল হাইড্রলিক সিসটেম। লিফট যেন ঝড়ের ভিতর পড়ল। প্রচণ্ড গতিতে উপরে উঠতে শুরু করল পুরোনো খাঁচা। ওদের নীচে পুরোটা ঘর বিস্ফোরিত হলো। আগুনের জিভ ছুঁয়ে গেল লিফটের মেঝে। ধোঁয়ায় ভরে গেল চারপাশ, তারপর বাতাসে সরে যেতে শুরু করল।

'নাম কী তোমার?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল গ্লোরিয়া।

'রানা। মাসুদ রানা।'

বাইরে ল্যান্ডরোভারে বোমাটা তুলে ফেলেছে তুখোরভ এবং তার সঙ্গী।

রানওয়ের দিকে ছুটতে শুরু করল তাদের জীপ।

রানাদের লিফট থেমে গেল শ্যাফটের শেষ মাথায় তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে। দরজাটা আটকে গেছে। কাশছে গ্লোরিয়া। ধোঁয়ার কারণে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে দ্রুত। ঘড়ির আলো ব্যবহার করে ক্যাবের উপরে একটা ঢাকনি দেওয়া ডাক্ট দেখতে পেল রানা।

ঢাকনির গায়ে গুলি করল ও। বদ্ধ জায়গায় কানে তালা ধরানো আওয়াজ হলো না সাইলেন্সার থাকায়। ঢাকনির জায়গায় পাতলা একটা আলোর রশ্মির দেখা মিলল।

'গ্লোরিয়া, হাঁটু মুড়ে বসো, আমাকে উপরে উঠতে হবে।'

বুঝল গ্লোরিয়া। ওর হাঁটুর উপর পা রেখে ঢাকনি ধরে ঠেলা দিল রানা।

'আমি আর বেশিক্ষণ ওজন রাখতে পারব না,' ফুঁপিয়ে উঠল গ্লোরিয়া।

মড়াৎ করে ভেঙে গেল গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত ঢাকনি। ঠেলে ওটা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলো রানা লিফট থেকে। এবার গ্লোরিয়াকে বের হতে সাহায্য করল। মেইন বিল্ডিঙের পঞ্চাশ ফুট দূরে ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সূর্যের তাপে দগ্ধ হচ্ছে চারপাশ।

লোকজনকে আতঙ্কে ছুটোছুটি করতে দেখল রানা। এখানে ওখানে পড়ে আছে মৃত সৈন্য। এবার জেট প্লেনের এঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল।

'এসো!' গ্লোরিয়াকে নিয়ে রানওয়ের দিকে এগোল ও।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওদের পাশ কাটিয়ে আকাশে উড়াল দিল তুখোরভের প্লেন। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই রানার।

'আমি সত্যি দুঃখিত,' বলল গ্লোরিয়া। 'না বুঝে তোমাকে ধরিয়ে দেয়া আমার উচিত হয়নি। জানতাম না ওরা কী করছে। ভেবেছিলাম ওরা রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্টের লোক।'

'ওরা কোথায় যেতে পারে সে-ব্যাপারে তোমার কোন ধারণা আছে?'

'না। তবে বেশিদূর যেতে পারবে না। প্রত্যেকটা বোমার ওয়ারহেডে একটা করে জিপিএস লোকেটর কার্ড আছে। সিগনালটা আমরা ট্র্যাক করতে পারব।'

পকেট থেকে আয়তাকার কার্ডটা বের করে দেখাল রানা। 'এই জিনিসের কথা বলছ?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল গ্লোরিয়ার। বিড়বিড় করে বলল, 'সর্বনাশ!'

দশ

বিএসএস হেডকোয়ার্টার। চীফ মার্ভিন লংফেলোর অফিস। অ্যানালিস্টদের নিয়ে ইন্টারপোলের রিপোর্ট দেখছেন তিনি। একই দিনে কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভকে ছয়টা দেশে দেখা গেছে। নক করে ঘরে ঢুকল ডাবল-ও-ফাইভ। খুকখুক করে কেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। মুখ তুলে তাকালেন লংফেলো।

‘এটা বোধহয় আপনার দেখা উচিত,’ হাতের কাগজটা দেখাল বিএসএস এজেন্ট।

‘কী ওটা?’

‘একটা রিপোর্ট। আমরা রাশিয়ান মিলিটারি ফ্রিকোয়েন্সি মনিটর করছিলাম, তখন পাই। দু’দিন আগে ওমস্ক থেকে তাদের একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন চুরি হয়।’

‘তো?’

‘এদিকে রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্ট কয়েকটা প্যারাহক এবং একজন নিখোঁজ নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্টকে খুঁজছে। লোকটার নাম মেলানভ।’

‘এসবের সঙ্গে তুখোরভের কী সম্পর্ক?’ ভ্রূ কুঁচকালেন লংফেলো।

সার মাহতাবের রিপোর্ট তুলে ধরল ডাবল-ও-ফাইভ। ‘ডক্টর মেলানভের কাজ ছিল কাযাকস্তানে একটা টেস্ট ফ্যাসিলিটিয ডিকমিশন করা। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে, সাইটটা আজ সকালে ধ্বংস হয়েছে। ওখান থেকে উড়ে গেছে চুরি যাওয়া ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের মতো একই মডেলের একটা প্লেন। তার চেয়ে খারাপ খবর হচ্ছে, ওরা মনে করছে একটা বোমা খুইয়েছে।’

‘বোমা?’

‘প্লুটোনিয়াম-কোর ওঅরহেড। কর্নেল আকায়েভ ছিল টেস্টিং ফ্যাসিলিটিযের দায়িত্বে। তাকে গ্রেফতার করতে সর্বাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছে রাশিয়ানরা। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে বোমা চুরির সঙ্গে সে জড়িত। নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে এসবের সঙ্গে কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভের সম্পর্ক আছে।’

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন লংফেলো, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ‘প্লেনটা ট্র্যাক করার কোন উপায় আছে?’

‘না। ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, সিরিয়া বা আফগানিস্থানের যে-কোনখানে থাকতে পারে।’

ঘরে ঢুকল লংফেলোর সেক্রেটারি। ‘সার, বাকু থেকে সাবরিনা ম্যাকেনরো ফোন করেছেন আপনাকে।’

কিছুটা অবাক হলেন লংফেলো। ফোনের দিকে তাকাতেই সেক্রেটারি বলল, ‘সার উনি ভিডিও লাইনে ফোন করেছেন।’

‘স্ক্রিনে আনো।’

কানেকশন করিয়ে দিল সেক্রেটারি। দেয়ালের গায়ে বিরাট মনিটরে ফুটে উঠল সাবরিনার ছবি। ওকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। চোখ দুটো লালচে। বোধহয় অনেক কেঁদেছে।

‘হ্যালো,’ মৃদু গলায় বলল সাবরিনা। ‘আমি দুঃখিত। বিরক্ত করতাম না, কিন্তু আপনার লোক মাসুদ রানাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। সম্ভবত মাঝরাতে আমার ভিলা থেকে চলে গেছে।’

ডাবল-ও-ফাইভের দিকে চট করে একবার তাকালেন লংফেলো।

‘সারাদিনেও ফেরেনি,’ বলল সাবরিনা। ‘মনে হলো খবরটা আপনাকে জানানো দরকার। ভিলার পেছনে ঝোপের ভেতর ওভারঅল পরা একটা রাশান লাশ

পাওয়া গেছে। আমার হেড অভ সিকিউরিটিকেও খুন করা হয়েছে। ওর গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে কাছের একটা এয়ারফিল্ডে। আমি বুঝতে পারছি না কী করব। খুব ভয় লাগছে।'

'আমি এখনই কাউকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি,' সহানুভূতি ঝরল লংফেলোর কণ্ঠে।

করুণ চোখে তাকাল সাবরিনা। 'আপনি…আঙ্কেল মার্ভিন… আপনি নিজে কি আসতে পারবেন না?'

সাবরিনা এমন অনুরোধ করে বসবে ভাবেননি লংফেলো, আবেদনটা এতোই কাতর যে মানা করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়তে হলো তাঁকে। ভিডিওফোনে সাবরিনাকে দেখলেন তিনি। বাপমরা মেয়েটা ছোটবেলা থেকেই স্থান করে নিয়েছে তাঁর অন্তরে। মনে হচ্ছে, সেই কিডন্যাপিঙের সময়ের মতোই দুঃসহ সময় কাটাচ্ছে ও বাকুতে।

'মনে হচ্ছে…মনে হচ্ছে…এবার যেন আমার পালা,' কাঁপা গলায় বলল সাবরিনা।

সাবরিনার চোখের নীরব আকুতি গভীর ভাবে নাড়া দিল লংফেলোকে। স্ক্রিনের দিক থেকে ঘাড় ফেরালেন তিনি, ডাবল-ও-ফাইভকে বললেন, 'আমার ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল ডাবল-ও-ফাইভের। 'কিন্তু সেটা তো…'

'যা বলছি করো।' স্ক্রিনের দিকে আবার ফিরলেন তিনি। 'যতো তাড়াতাড়ি পারি আসছি আমি। তুমি ভিলা ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সাবরিনা, চোখে টলটল করছে অশ্রু। 'অনেক ধন্যবাদ, আঙ্কেল।'

কানেকশন কেটে গেল।

'রানার হলো কী?' আপন মনে বললেন লংফেলো।

'আমি খুঁজে দেখছি,' জানালেন শামশের আলী।

'মিস্টার লংফেলো, সার,' ডাবল-ও-ফাইভ শুরু করেছিল, তাকে থেমে যেতে হলো।

'জানি তুমি কী বলবে ডাবল-ও-ফাইভ। আপাতত তোমার পরামর্শ শুনতে পারছি না আমি, দুঃখিত। সঙ্গে আমার বডিগার্ড আর সেক্রেটারিকে নেব। এদিকে তোমরা চেষ্টা করে দেখো ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনটা খুঁজে বের করতে পারো কি না। আর রানার খোঁজ পেলে ওকে জানিয়ো, ওর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চাই আমি।'

ঘন কালো আর নীলচে মেঘ আকাশ ছেয়েছে। নীচে কাস্পিয়ানের অশান্ত পানি। ঝড়ো বাতাসের ধাক্কায় মাহতাব ভিলার জানালার খড়খড়িগুলো গোঙাচ্ছে। চারপাশে আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা।

সার মাহতাবের স্টাডিতে একা বসে আছে সাবরিনা। ডেস্ক ল্যাম্পের আলোয় কাজ করছে। বাকি ঘর ছায়াময়, আরও অন্ধকার হয়ে আসছে ঝড়ের আগমনী সঙ্কেতে। চোখ জোড়াকে বিশ্রাম দিতে তুরস্কের জিওলজিকাল রিপোর্ট থেকে মুখ

তুলল সাবরিনা। দেয়ালের পাশ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সার মাহতাবের একটা পোর্ট্রেট। হাওয়ার হু-হু হুঙ্কার শুনে একবার শিউরে উঠল সাবরিনা। দড়াম করে খুলে গেল একটা জানালা। কাগজপত্র উড়তে শুরু করল। উঠে দাঁড়াল ও, ঘর পেরিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ওখানেই, কালো আকাশ আর অশান্ত সাগর দেখল।

মা'র কথা মনে পড়ল ওর। কখনও কখনও হয় এমন, বিশেষ করে যখন ও এদেশে থাকে। স্মৃতি মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে আম্মুর গাওয়া ঘুমপাড়ানি গান। ছোটবেলায় ওকে ঘুম পাড়াতে গাইতেন আম্মু।

বিষণ্ন সুরটা ওকে শীতল আনন্দহীন অতীতের স্মৃতি মনে পড়িয়ে দিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে সাবরিনা মনে করত সত্যি কোন অতৃপ্ত আত্মা এসে গানটা গাইছে।

তবে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বিছানায় পড়ে থাকা মৃত্যুপথযাত্রী আম্মুর পাশেই আছে ও, তাঁর চাপা কান্না শুনতে পাচ্ছে। বিয়ের পর উদ্দেশ্যপূরণ না হওয়ায় একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।

পাশের লাইব্রেরিতে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে চটকা ভাঙল ওর।

'মেবার?' ডাক দিল সাবরিনা। একটু দ্বিধা করে স্টাডির দরজা খুলল ও। কব্জাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করল। বিরাট লাইব্রেরিতে পা রেখে দেখল, পুরো ঘরে বিরাজ করছে থমথমে, নীরব আঁধার। ফ্রেঞ্চ জানালার ওপাশের ব্যালকনি থেকে সামান্য ফ্যাকাসে আলো আসছে ঘরে, চোখে সয়ে যাওয়ার পর ঘরের ভিতরটা দেখতে পেল। একটা ল্যাম্পের দিকে পা বাড়াল । পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। চমকে ঘুরল সাবরিনা, দেখল মেবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। আস্তে করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল লোকটা। তার জায়গায় দেখা দিল কালো একটা ছায়া।

'কে?' শ্বাস আটকাল সাবরিনা।

এগিয়ে এলো ছায়া, তারপর ফ্রেঞ্চ জানালার আলোয় দেখা গেল তার মুখ। মাসুদ রানা।

'রানা!' বিস্ময় আর দ্বিধা চেপে রাখতে পারল না সাবরিনা।

'চমকে গেছ মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মেবারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সাবরিনা। লোকটা গুঙিয়ে উঠে নড়ল। মাথার পিছনটা দু'হাতে ধরে রেখেছে। ওখানেই মেরেছে রানা।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল সাবরিনা। 'পাগল হয়ে গেছ না কি, রানা?'

'খানিকটা,' বলল গম্ভীর রানা। 'বেঁচে কী লাভ, যদি বেঁচে থাকাটা অনুভবই না করা যায়, তা-ই না, সাবরিনা? এটা তোমারই কথা না?'

'কী বলছ এসব, রানা?'

'না কি তোমার বন্ধু গুস্তাভ তুখোরভের কাছ থেকে কথাটা ধার করেছ?'

কী শুনছে বিশ্বাস করতে পারল না সাবরিনা। 'কী!'

'ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আমাদের ব্যাপারে সব জানে সে। আমার আহত কাঁধের খবরও অজানা নেই। জানে ঠিক কোথায় আমাকে ব্যথা দেয়া যাবে।'

থরথর করে কেঁপে উঠল সাবরিনা। 'তুমি···তুমি কি বলতে চাও গুস্তাভ তুখোরভই আমাকে···আমাকে খুন করতে চাইছে?'

'অভিনয় কোরো না, সাবরিনা। তুমি ধরা পড়ে গেছ।'

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছ!'

'আমার ধারণা ভালই বুঝছ।' সাবরিনার দিকে এগোল রানা। ওর গলায় এখন বিন্দুমাত্র উষ্ণতা নেই। 'এটাকে বলে স্টকহোম সিনড্রোম। কিডন্যাপিঙে এমনটা প্রায়ই হয়। কমবয়সী কোন মেয়ে, যার সত্যিকার কোন অভিজ্ঞতা নেই, যৌন বিষয়ে অপরিণত, তার প্রতি শক্তিশালী কিডন্যাপারের অত্যাচার, নির্যাতন–ব্যস, কী যেন ঘটে যায় ভেতর ভেতর। মানসিক ভাবে কিডন্যাপারের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে বন্দিনী, ভালবেসে ফেলে তার কিডন্যাপারকে।'

ভালবাসা কথাটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল সাবরিনার দেহে। চড়াৎ করে চড় মেরে বসল ও রানার গালে। 'এতো বড় সাহস তোমার!' হিসহিস করছে সাবরিনা রাগে। 'ওই কুকুরটাকে ভালবাসব? ওই জানোয়ারটাকে? ও আমাকে রেপ করেছিল! তুখোরভ জানত কোথায় তোমাকে ব্যথা দিতে হবে, এই তো? কুলখানিতে তোমার হাত স্লিঙে বাঁধা ছিল। সবাই দেখেছে। তুমি আহত সেটা জানতে হলে অন্তর্দৃষ্টির দরকার হয় না।'

'কিন্তু কথাগুলো বলতে গিয়ে ঠিক তোমার কথাগুলো ব্যবহার করেছে তুখোরভ।'

চোখ সরু করে রানাকে দেখল সাবরিনা। 'আমাকে একা বিপদের মধ্যে ছেড়ে চলে গিয়ে আর কী জেনেছ তুমি?'

'তোমার সিকিউরিটি চীফ কালাশনিকভ তুখোরভের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই জানো সে মারা গেছে? হয়তো তুমিই তাকে খুন করেছ?' তীব্র ঘৃণা ভরে মাথা দোলাল সাবরিনা। 'সত্যি তুমি বিশ্বাস করতে পারলে যে আমি তুখোরভের সঙ্গে···'

চুপ করে থাকল রানা, চাইছে মেয়েটা কথা বলুক।

'তুমি জানতে,' রানার কলার ধরে পাগলের মতো ঝাঁকাল সাবরিনা। 'তুমি আগেই জানতে তুখোরভ আমাকে খুন করতে চায়। আমাকে মিথ্যে বলেছ তুমি। এখন সব বুঝতে পারছি। সেই আগের মতো! কিডন্যাপিঙের সময়গুলোর মতো! বিএসএস আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিএসএস তোমাকে পাঠিয়েছে যাতে তুখোরভকে কাছে পেতে সুবিধে হয়। আমাকে তুমি ভোগ করেছ। কেন, রানা? শুধু সময় কাটানোর জন্যে? সর্বক্ষণ আশায় আশায় ছিলে তুখোরভ আক্রমণ করলে তাকে খতম করতে সুবিধে হবে?'

জবাব দিতে পারল না রানা। সত্যি, বলবার কিছু নেই। এক অর্থে সাবরিনার অভিযোগ সঠিক।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা, মনটা কঠোর করে তুলল। ওর ভুলও হতে পারে। সেক্ষেত্রে? সাবরিনা কি সত্যি কথা বলছে? গ্লোরিয়ার গাড়ি করে কাযাকস্তান থেকে বাকু পর্যন্ত আসবার সময় পুরোটা রাস্তা সাবরিনাকে সন্দেহ করে এসেছে ও। কষ্ট হয়েছে, কিন্তু মন থেকে জোর করে ওর প্রতি সমস্ত দুর্বলতা মুছে ফেলেছে।

ভেবেছে, তুখোরভের পরিকল্পনার সঙ্গে কোন না কোন যোগাযোগ আছে সাবরিনার। আছেই।

সাবরিনার চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনের সঙ্গে লড়ল রানা। সত্যি যদি তুখোরভের সঙ্গে সাবরিনার কোন যোগাযোগ থেকে থাকে তা হলে বলতেই হবে যে সাবরিনা অত্যন্ত দক্ষ অভিনেত্রী। সাবরিনা ঠিকই বলেছে ওর কাঁধ সম্বন্ধে। অন্য কোন ভাবেও তুখোরভ আহত কাঁধের কথা জানতে পারে। তা হলে কি দু'জনের একই বাক্য উচ্চারণ করাটা স্রেফ কাকতালীয়? বেঁচে কী লাভ, যদি বেঁচে থাকাটা অনুভবই না করা যায়!

কাকতালীয় কোন কিছুতে রানার বিশ্বাস নেই।

ঘরের মধ্যের অস্বস্তিকর নীরবতা চিরে দিল ডেস্কের টেলিফোন। দ্বিতীয়বার বাজতেই রানার দিকে তাকাল সাবরিনা। তৃতীয়বার আবার রিং হলো। এবার রিসিভার তুলল সাবরিনা।

'হ্যালো?'

এক মুহূর্ত শুনল, তারপর বলল, 'আমি এখনই আসছি।' ফোন রেখে চোখের ছুরি দিয়ে রানাকে বিদ্ধ করল ও। 'আবার আঘাত হেনেছে সে। এবার পাইপলাইন কন্স্ট্রাকশন সাইটে। পাঁচজন ক্রু মারা গেছে।'

ঘুরে দাঁড়াল সাবরিনা। ওর পাশে চলে এলো রানা। 'আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'তোমার খুশি। মার্ভিন আঙ্কেলকে ফোন করতে হবে আমার, বলতে হবে তিনি যেন এখানে না আসেন। ওখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'কী?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না রানা।

'বলিনি আগে? মার্ভিন আঙ্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে আসতে বলেছি আমি। তিনি আসছেন।'

মুহূর্তের জন্য থমকে গেল রানা। সাবরিনা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মেবার মেঝেতে বসে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ভ্রূকুটি করে। তাকে উঠতে সাহায্য করল ও।

পরদিন সকাল।

প্লেনে করে লন্ডন থেকে ইস্তাম্বুল এলেন মার্ভিন লংফেলো, তারপর ব্রিটিশ মিলিটারির ইসি ১৩৫ ইউরোকপ্টারে করে পাইপলাইন কন্ট্রোল সেন্টারে। কপ্টার নামতেই চারপাশে তাকালেন তিনি, চিন্তিত বোধ করছেন।

বিধ্বস্ত একটা এলাকা তা বুঝতে দেরি হয় না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টের সামনে পাঁচটা বডিব্যাগ পাশাপাশি রাখা হয়েছে। তিনটে বিল্ডিং ধ্বংস হয়েছে। চার জায়গায় ভেঙে গেছে পাইপলাইন। সায়েন্টেফিক, মিলিটারি আর পুলিশের গাড়ি জায়গাটা প্রায় ঘিরে রেখেছে। সৈন্য, পুলিশ আর ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের ক্রুরা চারপাশ খুঁজে সন্দেহজনক কিছু রয়ে গেছে কি না দেখছে। এয়ারস্ট্রিপে এখনও দাঁড়িয়ে আছে তুখোরভের চুরি করা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন।

গ্লোরিয়ার পাশে বিল্ডিঙের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে রানা। লংফেলো গম্ভীর

চেহারায় ওদের দিকে এগোলেন। পিছু নিল সেক্রেটারি আর বডিগার্ড।

'রানা, ফিরে এসেছ তা হলে,' হাত মেলালেন লংফেলো রানার সঙ্গে।

সরাসরি কাজের কথায় এলো রানা। 'আমরা এখনও জানি না এখানে বোমাটা বসানো হয়েছে কি না।' গ্লোরিয়াকে দেখাল। 'ইনি ডক্টর গ্লোরিয়া রবার্টস, ইন্টারন্যাশনাল ডিকমিশনিং এজেন্সির সায়েন্টিস্ট।'

কন্ট্রোল সেন্টারে ঢুকল ওরা। ভিতরটা দেখলে মনে হয় প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলছে। নষ্ট যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে টেকনিশিয়ানরা। কয়েকজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে সাবরিনা। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে লংফেলোকে স্বাগত জানাল। লাইব্রেরিতে কথোপকথনের পর থেকে রানাকে এড়িয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

'রানা, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' ওর কনুই ধরে এক পাশে সরলেন লংফেলো। 'কী ঘটেছে খুলে বলো। আমি দেখছি কিছুই জানি না।'

'তুখোরভ রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেন্ট আর মিলিটারিকে ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করেছে। একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন আর একটা আণবিক বোমা চুরি করে সে। বোমাটা নিয়ে কী করবে এখনও জানি না। গতকাল রাতে এখানে নামে তার প্লেন। তুখোরভ আর তার লোকরা কয়েকজন ক্রুকে খুন করে। সিকিউরিটি গার্ডরাও রেহাই পায়নি। এরপর ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেয়। কী তার উদ্দেশ্য তা বোঝা যাচ্ছে না। এয়ারস্ট্রিপে চোরাই প্লেনটা রেখে চলে যায়। ভিতরে কিছু পাওয়া যায়নি। বোমাটা এখনও তার কাছেই আছে।'

পকেট থেকে লোকেটর কার্ডটা বের করে মিস্টার লংফেলোর হাতে দিল রানা। ওটা মনোযোগ দিয়ে দেখলেন লংফেলো।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রানা, তারপর বলল, 'একটা কথা, মিস্টার লংফেলো। আপনার কিন্তু এখানে আসাটা উচিত হয়নি।'

'উপায় ছিল না,' শান্ত স্বরে বললেন লংফেলো, অভিযোগ করতে চাইছেন না। 'কিন্তু তুমি সাবরিনাকে একা ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। আমাকে এজন্যেই আসতে হয়েছে।'

'আমারও না গিয়ে উপায় ছিল না,' আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল রানা। 'নইলে আমরা এখন জানতাম না তুখোরভের কাছে একটা নিউক্লিয়ার বোমা আছে।...আর একটা কথা, মিস্টার লংফেলো। সাবরিনাকে আপনি যতোটা নিষ্পাপ ভাবছেন সে ততোটা না-ও হতে পারে।'

'কী বললে, রানা?' থমকে গেছেন লংফেলো।

গলা খাটো করল রানা। 'সার মাহতাবের কাছের যে-লোক ল্যাপেল পিনটা সরিয়েছিল, সে যদি লোক না হয়ে মহিলা হয়?'

খানিকটা বিস্মিত চোখে রানাকে দেখলেন লংফেলো। 'নিজের সৎ বাপকে খুন করিয়েছে ও? তারপর নিজের পাইপলাইন নষ্ট করেছে? কেন? কী কারণে?'

'জানি না,' স্বীকার করল রানা। 'তবে এটাও একটা সম্ভাবনা।' লংফেলোকে বলতে গিয়ে ওর নিজের কাছেই নিজের কথা অবিশ্বাস্য শোনাল।

'আমরা কী জানি?' রানার চোখে তাকালেন লংফেলো। 'এক মৃত্যুপথযাত্রী

সন্ত্রাসী একটা অ্যাটম বোমা চুরি করেছে। লোকটা কী করবে আমরা জানি না। বোমাটা কোথায় নিয়ে গেছে তা-ও না।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'আর এটা যদি প্রতিশোধের ব্যাপার হয়, তা হলে লন্ডনে সে যা শুরু করেছিল, তা শেষ করতে আপনাকে সে যেখানে আনতে চেয়েছে সেখানে ঠিকই আনতে পেরেছে।'

বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন লংফেলো। রানার কথাগুলো এখন আর অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না।

ক্রুরা ইলেকট্রিসিটি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। আলোর জোর বেড়ে গেল। দেয়ালে বসানো সারি সারি মনিটর ঝিলমিল করে উঠল। দেয়ালের স্ক্রিনে দেখা দিল পাইপলাইনের বিরাট একটা স্যাটেলাইট ইমেজ। টেকনিশিয়ানরা যে যার জায়গায় চলে গিয়ে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে শুরু করল।

'মার্ভিন আঙ্কেল,' ডাকল সাবরিনা। পাইপলাইন ইমেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও।

'পরে আমাদের কথা হবে, রানা।' সাবরিনার দিকে পা বাড়ালেন লংফেলো।

'এটা দেখুন,' লাল একটা বাতি দেখিয়ে বলল সাবরিনা। 'এটা এখানে থাকার কথা নয়।'

'কী ওটা?'

'একটা অবযার্ভিং রিগ। জিনিসটা পাইপলাইনের ভিতর দিয়ে যায়, কোন সিল ভেঙে গেছে কি না তা পরীক্ষা করে। অনেকটা রোবটের মতো, অনেক কাজে আসে। কিন্তু ওখানে তো ওটা থাকার কথা নয়!'

'থামাও ওটাকে,' বলল রানা।

একদিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝাঁকাল সাবরিনা। এক টেকনিশিয়ান দুটো বোতামে চাপ দিল। আলোটা এখনও জ্বলছে। আরও কয়েকটা সুইচ টিপল বিরক্ত টেকনিশিয়ান। পরিস্থিতি বদল হলো না। 'বুঝতে পারছি না,' বলল সে। 'সাড়া দিচ্ছে না।'

গ্লোরিয়া ওদের পাশে চলে এলো। 'পুরোটা খুঁজে দেখা হয়েছে, এখানে কোন সন্দেহজনক কিছু নেই। বোমার কোন চিহ্ন…'

'বোমাটা পাইপলাইনের ভেতরে আছে,' তাকে থামিয়ে দিল রানা।

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল সাবরিনা।

সবার চোখ লাল আলোটাকে অনুসরণ করছে। ওটা যাচ্ছে মানচিত্রের পুবদিকে ডেরিকগুলোর দিকে।

'ওটা তেলের টার্মিনালের দিকে যাচ্ছে!' বলে উঠল টেকনিশিয়ান।

'ওখানেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারবে,' বলল রানা। সাবরিনার দিকে তাকাল। 'সাবরিনা, তোমার লোকদের টার্মিনাল থেকে সরে যেতে বলো।'

চোখে আগুন নিয়ে রানার দিকে তাকাল সাবরিনা। 'এখন বিশ্বাস হলো আমাকে?'

মুহূর্তের জন্য দ্বিধার ছায়া খেলে গেল রানার মনে। সাবরিনা কি অভিনয় করছে?

টেকনিশিয়ানের দিকে ফিরল সাবরিনা। 'যা বলছেন করুন। সবাইকে সরে যেতে বলুন। তারপর এ-ঘরটা খালি করে চলে যাবেন সবাই।'

টেকনিশিয়ান ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

লংফেলোর দিকে তাকাল রানা। 'তুখোরভ তেলের লাইন ধ্বংস করতে চাইছে।'

'হ্যাঁ,' ম্যাপ থেকে চোখ সরালেন না লংফেলো। 'ইউরোপে কম খরচে তেল নিতে হলে যে-লাইনটা অত্যন্ত দরকার।'

মনের দ্বিধা এখনও কাটছে না রানার। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কেন? এতে তুখোরভের কী লাভ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন লংফেলো। 'প্রতিশোধ। আর কিছু তো বুঝতে পারছি না।'

'হয়তো,' ম্যাপে চোখ বুলাল রানা। একজন টেকনিশিয়ানের দিকে ফিরল। 'টার্মিনাল থেকে রিগটা কতোদূরে আছে? গতি কতো ওটার?'

রিডআউট দেখে নিল লোকটা জবাব দেওয়ার আগে, তারপর বলল, 'টার্মিনাল থেকে এখনও একশো ষাট মাইল দূরে। ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে যাচ্ছে।'

'হাতে নব্বুই মিনিটেরও কম সময় আছে আমাদের,' বলল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে। বোমা বহনকারী রিগের আগে যদি আরেকটা রিগে থাকা যায় তা হলে হয়তো বোমাটা ডিফিউজ করা সম্ভব হবে। 'আর কোন রিগ আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'পাইপলাইনের বেশ কয়েক জায়গাতেই আছে,' জানাল টেকনিশিয়ান। একটা সুইচ টিপতেই পাইপলাইনের ভিতর আরেকটা লাল বাতি মিটমিট করে জ্বলে উঠল। 'একই প্যাসেজওয়েতে আছে আরেকটা। যেটা আসছে সেটার বেশ সামনে।'

মিস্টার লংফেলোর দিকে তাকাল রানা। 'আমাকে দ্রুত ওখানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

ভদ্রলোক জবাব দেওয়ার আগেই গ্লোরিয়া বলল, 'তুমি কি বোমাটা ডিফিউজ করার কথা ভাবছ?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে আমাকে দরকার হবে তোমার।'

'কপ্টার পাইলটকে আমি বলে দিচ্ছি,' জানালেন লংফেলো।

এগারো

পাইপলাইনের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ইউরোকপ্টার। একটা অবযার্ভেশন রিগের পাশে নামল। এখানেই আছে লাইনে ঢুকবার সবচেয়ে কাছের হ্যাচ। রানার হাতে একটা রেডিও ধরিয়ে দিল পাইলট। 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। গুডলাক।'

দেরি না করে লাইনের উপর উঠে পড়ল রানা, হ্যাচটা খুলতে শুরু করল। ওর

সঙ্গে হাত লাগাল গ্লোরিয়া। এখন তার সঙ্গে একটা কালো ব্যাকপ্যাক। ওটাতে যন্ত্রপাতির কোন অভাব নেই।

গোল হ্যাচ দিয়ে ভিতরে যে আলো ঢুকছে তাতে পাইপের কয়েক ফুট মাত্র দেখা গেল। অবশ্য রিগটা খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। জিনিসটা লাল রঙের। আকৃতিটা ঠিক আঙটির মতো। চাকাওয়ালা আঙটি। দু'জন বসবার ব্যবস্থা। পিছনে মালপত্র আর ভারী জিনিস রাখবার জায়গা। পুরোটা গ্রিজ আর ধুলোয় মাখামাখি হয়ে আছে।

'কন্ট্রোল তুমিই করো,' রিগে উঠে বলল গ্লোরিয়া। 'পিছনেরটা আসার আগেই এটার গতি বাড়াতে হবে।'

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। 'হাতে কয়েক মিনিট সময় আছে।' সামনের প্যানেলটা দেখল ও। মাত্র দুটো টগল সুইচ ওটায়। একটা অন-অফ, অন্যটা ফরোয়ার্ড-রিভার্স।

অন বাটনে চাপ দিল রানা। সামনে বাড়তে শুরু করল রিগ। প্রথমে গতি থাকল অত্যন্ত ধীর, তারপর নিজে থেকেই আস্তে আস্তে গতি বাড়তে শুরু করল। হেডলাইটের আলোয় সামনের পাইপের বেশ কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পরিবেশটা ঠিক বাচ্চাদের হন্টেড-হাউজ-রাইডের মতো। রানার মনে হলো এখনই ভয় দেখাতে চিৎকার করে সামনে থেকে হাত বাড়াবে নকল কোন কঙ্কাল।

'গতি আরও বাড়ানো যায় না?' জিজ্ঞেস করল গ্লোরিয়া।

'আমি তো কোন উপায় দেখছি না,' জবাব দিল রানা। 'নিজে থেকেই স্পীড বাড়ে। কন্ট্রোল সেন্টার থেকে এটাকে থামাতে পারবে ওরা। অথবা রিভার্স দিয়ে পিছাতে পারব আমরা। মনে হচ্ছে শীঘ্রি ষাট মাইলের ওপর উঠে যাবে গতি।'

পিছনে ফিরে তাকাল গ্লোরিয়া। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই পিছনে। রিগের পিছনে কোন বাতি নেই। 'একটু পরই আওয়াজটা শুনতে পাব আমরা। তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ, রানা?'

কান পাতল রানা। 'না।'

দু'জনই ওরা শক্ত করে কার্টটা ধরে স্পীডোমিটারের দিকে চেয়ে বসে আছে। ঘড়ঘড় মড়মড় আওয়াজ করে ছুটছে রিগ। গতি নির্দেশক কাঁটা এখন তিরিশ পেরিয়ে চল্লিশের দিকে যাচ্ছে। রানার দিকে একবার তাকাল গ্লোরিয়া। মনে মনে স্বীকার করে নিল, মানুষটা সত্যি সুদর্শন। পৌরুষদীপ্ত। এবং দুঃসাহসী।

মনটা হঠাৎ করে ভাল হয়ে গেল ওর।

সাবরিনার পাশে দাঁড়িয়ে মিস্টার লংফেলো উদ্বিগ্ন চেহারায় তাকিয়ে আছেন দেয়ালের ম্যাপের দিকে। লংফেলোর বডিগার্ড, মেবার আর সাবরিনার দু'জন কর্মচারী খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে।

'মিস্টার রানা পাইপ লাইনের ভেতরে ঢুকেছেন,' জানাল একজন টেকনিশিয়ান। 'পাইলট ফিরে আসছে।'

ম্যাপে দুটো লাল বাতি একই দিকে ছুটে চলেছে। পিছনের বোমা বহনকারী রিগটার গতি অনেক বেশি। আর বেশিক্ষণ নেই সামনেরটাকে ধরে ফেলতে।

রানার সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহারই করা হয়ে গেছে, অনুতপ্ত লংফেলো ভাবছেন। রানা যদিও সাবরিনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু না গেলে বোমার খবরটা জানা যেত না। এক অর্থে তাঁদের জীবন বাঁচিয়েছে রানা। এখন আবার ধ্বংসযজ্ঞ থামাতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। সাহস আছে ছেলেটার। কিন্তু বেচারা ভুল পথে আছে। ওর চিন্তায় গলদ আছে। সাবরিনা নিজের সৎ বাবাকে হত্যা করাবে এটা হতেই পারে না। দু'জনের খুব ভাল সমঝোতা ছিল। সাবরিনা খুনের সঙ্গে জড়িত বিশ্বাস করবার চেয়ে সূর্য পশ্চিমে উঠলেও বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করবেন তিনি।

সাবরিনাকে লক্ষ করলেন লংফেলো, বুঝতে চেষ্টা করলেন চাপের মুখে ওর কী প্রতিক্রিয়া হয়, কীভাবে নিজেকে সামলায় সাবরিনা। ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে মধ্যমার নখ দিয়ে বুড়ো আঙুল খুঁটছে সাবরিনা। রানা চলে যাওয়ার পর থেকে একেবারে চুপ হয়ে গেছে ও।

চার্জে থাকা পুলিশ অফিসার কন্ট্রোল রুমে ঢুকল, সাবরিনাকে প্রাথমিক একটা রিপোর্ট দিল। তুখোরভের আক্রমণে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

'আমরা যা বুঝতে পারছি তাতে চার-পাঁচজন লোক অটোমেটিক অস্ত্র নিয়ে সাইটে হামলা করে। পুরোটা মিলিটারি অপারেশনের মতো পরিকল্পিত ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ সারে তারা। দু'জন গার্ড আর তিনজন ক্রুকে খুন করে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি প্ল্যান্ট উড়িয়ে দেয়া হয়। গাড়িগুলো তখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটা অবযার্ভিং রিগও দখল করে তারা।'

'ওটার ওপর কারিগরী ফলিয়েছে, যাতে কন্ট্রোল সেন্টার থেকে থামানো না যায়,' বলল একজন টেকনিশিয়ান।

'সম্ভবত বোমাটাও ওটাতে রাখা হয়েছে,' বলল অফিসার, 'তারপর ওটাকে পাঠানো হয়েছে গন্তব্যের দিকে। চলে যাওয়ার আগে তারা কন্ট্রোল রুমে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়।'

'অনেক ধন্যবাদ, অফিসার,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল সাবরিনা। 'আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করেছেন। এবার যেতে পারেন। সমস্যার মধ্যে আছি আমরা। পরে যোগাযোগ করব, ঠিক আছে?'

'ইয়েস ম্যাম,' বিনীত স্বরে বলল অফিসার। স্পষ্ট বোঝা গেল, সাবরিনা সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। স্থানীয় পুলিশের উপর ওর প্রভাবও কম নয়।

নিজের লোকদের জড় করে বিদায় নিয়ে চলে গেল পুলিশ অফিসার। লংফেলো আর তাঁর বডিগার্ড ছাড়া বাইরের লোক এখন আর কন্ট্রোল রুমে নেই।

'রানাই এখন ভরসা,' সাবরিনাকে বললেন লংফেলো। 'হাল ছাড়তে জানে না ও।'

'আপনার কথা সত্যি হলেই ভাল, মার্ভিন আঙ্কেল,' বলল সাবরিনা।

ম্যাপে মিটমিট করা আলো দুটোর দিকে তাকালেন লংফেলো। একটা চিন্তা দোলা দিয়ে গেল তাঁকে। তুখোরভ আর তার লোকরা জানল কী করে কীভাবে অবযার্ভিং রিগ চালাতে হয়? তা হলে কি ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের ভিতরের কেউ তাদের সাহায্য করেছে?

সবার উপর ঘুরে এলো তাঁর দৃষ্টি। এদের মধ্যেই কেউ কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? সে-ই কি সার মাহতাবের ল্যাপেল পিন বদলেছিল? লোকটা কে হতে পারে? সাবরিনার বডিগার্ড? কোনও টেকনিশিয়ান?

অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলেন লংফেলো। ভাবলেন পাইলট তাড়াতাড়ি ফিরলে ভাল হতো।

রানা আর গ্লোরিয়া নীরবে অপেক্ষা করছে পিছনের রিগটার দেখা পাওয়ার আশায়। স্পীডোমিটারের কাঁটা এখন পঞ্চাশের ঘরে।

কিছুক্ষণ পর পিছন থেকে হুসহুস একটা শব্দ ভেসে এলো। পিছনের একটা বাঁকে আলোর আভা দেখতে পেল ওরা। বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এলো বোমা বহনকারী রিগ!

'গতি বাড়াতে হবে,' আতঙ্কিত স্বরে বলল গ্লোরিয়া। কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঝুঁকে পড়েছে ও, যেন এতেই গতি বাড়বে।

'কিচ্ছু করার নেই!' বলল রানা।

রিগের পিছনে চলে এলো রানা, পা দুটো বাড়িয়ে দিল অগ্রসরমান রিগের দিকে। টানেলের ভিতর পিছনের রিগের আওয়াজ দ্রুত বাড়ছে। আলোটা কাছিয়ে আসছে। আরও কাছে...

রানাদের রিগটা থরথর করে কেঁপে উঠল পিছনেরটার গুঁতো খেয়ে। পা দিয়ে যতোটা সম্ভব ধাক্কার তীব্রতা কমিয়েছে রানা। দু'পা চেপে রেখেছে ও পিছনের রিগের সামনে, গতি কমাতে চেষ্টা করছে। কাজ হচ্ছে! খানিক পর দুটো রিগ একটার পিছনে আরেকটা একই গতিতে ছুটতে শুরু করল। পিছনের রিগে উঠে পড়ল রানা।

'হাত বাড়াও!' ডাক দিল ও গ্লোরিয়াকে, পিছনের রিগে চলে আসতে সাহায্য করল। পা পিছলে আরেকটু হলেই নীচে পড়ে যেত গ্লোরিয়া, গায়ের জোরে ওকে টেনে তুলল রানা।

'ধন্যবাদ,' বেসুরো গলায় বলল গ্লোরিয়া।

অসম্ভব ঝাঁকি খাচ্ছে রিগ দুটো। বলা চলে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে।

সময় নষ্ট না করে বোমার কাছে চলে গেল গ্লোরিয়া। রিগের মেঝেতে শুয়ে আছে অ্যাটম বোমা। ব্যাকপ্যাক খুলে কয়েকটা যন্ত্র বের করল গ্লোরিয়া, তারপর বোমাটা পরীক্ষা করে দেখল। রেডিওর সমান একটা কম্পিউটার বের করে ওটার সঙ্গে বোমার লেড প্যানেলের সংযোগ দিয়ে দ্রুত কয়েকটা হিসাব করল।

'ট্যাকটিকাল ফিশন ডিভাইস,' বলল ও। 'লো ঈল্ড।'

'বিস্ফোরণ থামাব কী করে আমরা?'

'আমরা?' রানাকে চোখ পিটপিট করে দেখল গ্লোরিয়া। 'তুমি ঠেকাবে? তুমি কি ডক্টর মেলানভ? শক্ত করে ধরো আমাকে।'

'এরকম বোমা তুমি তো কয়েকশো ডিফিউজ করেছ, ঠিক?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওগুলো এক জায়গায় স্থির ভাবে রাখা ছিল।'

ভ্রূর ঘাম মুছে শক্ত করে গ্লোরিয়াকে পিছন থেকে জাপটে ধরল রানা, যাতে ঝাঁকিতে শরীর কম নড়ে।

মুহূর্তে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্লোরিয়া। বোমার টাইমার এক মিনিট একচল্লিশ সেকেন্ড দেখাচ্ছে। এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড করে কমছে টাইমার।

'দু'মিনিটেরও কম আছে হাতে?' বিস্মিত বোধ করছে রানা। 'তা হলে তো টার্মিনালে পৌঁছুনোর আগেই বিস্ফোরণ ঘটবে! টাইমার সেট করতে কোন ভুল করেছে তুখোরভ?'

স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে একটা প্যানেল খুলল গ্লোরিয়া।

বিস্ফোরণ ঘটতে আর দেড় মিনিট বাকি।

'জানি না,' বিড়বিড় করল গ্লোরিয়া। 'তবে এটা জানি আমাদের মুখের ওপর বিস্ফোরণ ঘটলে ব্যাপারটা আমার একটুও ভাল লাগবে না।'

ওঅরহেডের ভিতর কয়েকটা তার জোড়া দিল গ্লোরিয়া।

আর এক মিনিট বিশ সেকেন্ড।

'ওই দেখো,' কোর ভরা গোলকটা দেখাল রানা। 'স্ক্রুর মাথাগুলো নষ্ট করে ফেলেছে।'

সায় দিল গ্লোরিয়া। 'হ্যাঁ। বোমাটা কেউ খুলেছিল। কোর সরিয়ে আবার ভরে রেখেছে। কেন তা জানি না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।'

কোর বের করবার যন্ত্রের জন্য প্যাক খুলল গ্লোরিয়া। ঠিক তখনই পাইপলাইনের নিচু একটা অংশ পার হলো ওদের রিগ। ঝাঁকির কারণে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল গ্লোরিয়া, ওর হাতে ধরা যন্ত্রটায় টান দিয়ে ফিরিয়ে আনল রানা। 'এগুলোতে সিট বেল্ট থাকা উচিত,' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্লোরিয়া।

এক্সট্র্যাকশন টুল ব্যবহার করে স্ফিয়ার থেকে সাবধানে প্লুটোনিয়াম কোর বের করে আনল ও। রানা যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশি সময় লাগল কাজটা শেষ হতে।

পঞ্চান্ন সেকেন্ড বাকি বিস্ফোরণ ঘটতে।

'আরে, দেখো কাণ্ড!' অবাক হয়ে বলে উঠল গ্লোরিয়া। 'অর্ধেক প্লুটোনিয়াম কোর গায়েব!' ব্যাকপ্যাকে পুরে ফেলল ওটা।

'তা হলে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটবে না?'

'না। কিন্তু কেসিঙে যে বিস্ফোরক আছে সেটার ট্রিগার চার্জ ফাটলে বাঁচব না আমরা।'

আর চুয়াল্লিশ সেকেন্ড বাকি।

'চিন্তা কোরো না,' বলল গ্লোরিয়া। 'সময় মতোই ডিফিউজ করতে পারব।'

ভুতুড়ে পাইপলাইনের ভিতর ঘুরছে রানার চোখ। মুখ গুঁজে কাজ করছে গ্লোরিয়া।

আর চল্লিশ সেকেন্ড।

ব্যাপারটা অত্যন্ত রহস্যজনক। টাইমার এমন ভাবে সেট করা হয়েছে যাতে করে টার্মিনালে পৌঁছোনোর আগেই বোমাটা ফাটে। অর্ধেক প্লুটোনিয়াম সরিয়ে ফেলা হয়েছে যাতে পাইপলাইনের ক্ষতি খুব বেশি না হয়।

'ফাটতে দাও,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা।

একটা তার কাটতে যাচ্ছিল গ্লোরিয়া, থেমে গিয়ে অবাক দৃষ্টিতে রানাকে দেখল। 'থামাতে পারব তো আমি!'

'থামিয়ো না। ফাটুক।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না গ্লোরিয়া। টানেল লাইটের আলোয় একটা ইন্সপেকশন হ্যাচ দেখেছে রানা।

'আমার কথা বিশ্বাস করো,' হাত ধরে বোমার কাছ থেকে গ্লোরিয়াকে সরিয়ে নিল রানা। 'লাফ দিতে তৈরি হও।'

'লাফ? কোথায়?'

এক্সিট হ্যাচ পার হচ্ছে রিগ। গ্লোরিয়াকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে লাফ দিল রানা। গতির কারণে পাইপের ভিতর ছিটকে পড়ল ওরা, গড়াতে শুরু করল। রিগ দুটোর উড়ানো ধুলোয় দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। দেহ থামতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, গ্লোরিয়াকে টেনে তুলে শয়তানের তাড়া খাওয়া মানুষের মতো ছুটতে শুরু করল। এরই মধ্যে ঘড়ি দেখা হয়ে গেছে ওর। হাতে আছে আর মাত্র দশ সেকেন্ড!

হ্যাচের হুইলটা জং পড়ে আটকে গেছে! দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তি কাজে লাগাল রানা। খোলো! মস্তিষ্কের ভিতর চিৎকার শুনতে পেল ও।

আর পাঁচ সেকেন্ড!

কড়কড় আওয়াজ করে খুলে গেল হ্যাচ। গোল ফাঁকটা দিয়ে প্রথমে ঠেলে তুলে দিল রানা গ্লোরিয়াকে, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। পরমুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল পাইপলাইনের বেশ কিছুটা অংশ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। দিগ্বিদিকে ছুটল ভাঙা টুকরোগুলো। মাটিতে পড়ল ওরা দু'জন, গড়িয়ে সরে গেল হ্যাচের কাছ থেকে, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল। থরথর করে কাঁপছে জমিন।

পাইপলাইন কন্ট্রোল সেন্টারের ম্যাপে লাল একটা উজ্জ্বল আলো দেখা দিল। পাইপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো আলোটা। একটা গুঞ্জন উঠল সারা ঘরে। প্রত্যেকে থমকে গেল। কানের কাছে রেডিও ধরে রেখেছে মেবার, পাইলটের কথা শুনছে। পাইলট সাইটের নির্দিষ্ট জায়গার উপরে আছে। মেবারের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই কী বলে শুনবার জন্য। একটু পর আস্তে করে মাথা দোলাল মেবার।

'বোমাটা নিউক্লিয়ার নয়। তবে ওটার ট্রিগারিং চার্জ পঞ্চাশ গজ পাইপলাইন উড়িয়ে দিয়েছে।'

'ক্ষতিটা কি খুব বেশি?' জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

'এখনও বলা যাচ্ছে না,' জানাল মেবার।

'আর রানা?' থমথম করছে লংফেলোর চেহারা।

অ্যালার্মের গুঞ্জন থেমে গেল।

'কিছু জানা যায়নি,' বলল মেবার।

লংফেলোর পাশে এসে দাঁড়াল সাবরিনা, আন্তরিক স্বরে বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত, মার্ভিন আঙ্কেল।'

চুপ করে থাকলেন লংফেলো। মৃদু হাসল সাবরিনা। 'আপনাকে একটা উপহার দেয়ার আছে আমার।'

খানিকটা অবাক হলেন লংফেলো এই পরিস্থিতিতে এধরনের কথা শুনে।

'উপহারটা একসময় আমার আব্বুর ছিল,' বলল সাবরিনা। 'বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো নিজেই আপনাকে দিতে চাইতেন।'

'এটা বোধহয় উপহার আদান-প্রদানের উপযুক্ত সময় নয়।'

'প্লিজ।' ছোট্ট একটা বাক্স লংফেলোর হাতে দিল সাবরিনা। রিবন খুলল নিজেই। 'আর আব্বু প্রায়ই বলতেন আপনি আমার কিডন্যাপিঙের সময় সঠিক পরামর্শ দিয়ে কী রকম সাহায্য করেছেন তাঁকে।'

বাক্সটা খুললেন লংফেলো। ভিতরে আসল আই অভ দ্য গ্লেন ল্যাপেল পিনটা বসে আছে।

'খুবই দামি জিনিস,' বলল সাবরিনা। 'আমার প্রাণপ্রিয় আব্বুর সঙ্গে সঙ্গে এটাও উড়ে যাক তা আমি চাইনি।'

ক্ষণিকের জন্য হতবাক হয়ে গেলেন লংফেলো।

মেবারের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা দোলাল সাবরিনা। এক টানে পিস্তলটা বের করে দু'ফুট দূর থেকে লংফেলোর বডিগার্ডের বুক ফুটো করে দিল মেবার। লালচে ছেঁড়া মাংসপেশি নিয়ে পড়ে গেল গার্ডের লাশ। অন্যান্যরা ঘিরে দাঁড়াল লংফেলোকে। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল অথবা রাইফেল।

চেহারা দেখে লংফেলোর প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। শীতল নিষ্পলক দৃষ্টিতে সাবরিনাকে দেখলেন তিনি। রানা তা হলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল। পট পরিবর্তনে সাবরিনার আচরণ সত্যিই বিস্ময়কর। এখন সে আর ভীতা অপহৃতা সেই কচি মেয়েটি নেই, সার মাহতাবের অসহায় সৎ মেয়েটি নয় সে আর, সে এখন সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেওয়া শীতল হিসাবী-বুদ্ধির একজন বিপজ্জনক মহিলা। চোখে আগুন নিয়ে লংফেলোকে দেখল সাবরিনা।

'আপনি মিস্টার মাহতাবকে উপদেশ দিয়েছিলেন যাতে সে আমার কিডন্যাপারদের মুক্তিপণ না দেয়। আপনাকে আমি নিজের পরিবারের লোক মনে করে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আপনি আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা না করে সন্ত্রাসীদের ধরতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মিস্টার মাহতাবও আপনার কথা শুনল।'

'আর সামান্য সময় পেলেই তোমাকে আমরা উদ্ধার করতে পারতাম,' নিচু গলায় বললেন লংফেলো।

ঘৃণা ভরে মেঝেতে থুতু ফেলল সাবরিনা। 'আর কবে উদ্ধার করতেন? তিন সপ্তাহ আমাকে আটকে রাখা হয়েছে, প্রথম দিকে পশুর মতো আচরণ করা হয়েছে আমার সঙ্গে। বোমাটা যখন আমার সৎবাপ আর আপনাকে নিয়ে ফাটল না তখন আমি সত্যি হতাশ হয়েছিলাম। আসলে ভাবিইনি আরেকটা সুযোগ পাব। তারপর আমার হাতের মুঠোয় চলে এলেন আপনি। রানাকে ব্যবহার করে আপনাকে এখানে আনা মোটেই কঠিন হয়নি আমার জন্যে। রানা ছিল টোপ। ঠিক যেমন কিডন্যাপিঙের সময় আমাকে আপনি টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কেমন লাগছে, মার্ভিন আঙ্কেল? কেমন লাগছে ভাবতে যে মাসুদ রানা ঠিকই সন্দেহ

করেছিল? আপনি বলেছিলেন এসব কাজে সেরা লোক ও। আমি বলব সেরা লোক ছিল। এখন সে নেই।'

কষে এক চড় বসিয়ে দিলেন লংফেলো সাবরিনার গালে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হলো।

গালে আলতো করে হাত ছোঁয়াল সাবরিনা, এ ছাড়া ওর মধ্যে আর কোন অনুভূতি দেখা গেল না। নির্দেশ দিল, 'এঁকে কপ্টারে নিয়ে তোলো।'

মেবার আর একজন টেকনিশিয়ান লংফেলোর দু'হাত ধরে ফেলল। ঝাঁকি নিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন লংফেলো, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সরছে না তাঁর সাবরিনার উপর থেকে। মেবারের পাশে পা বাড়ালেন ঋজু ভঙ্গিতে।

পিয়েরে স্মারনভের ল্যান্ডরোভারে রয়েছে তুখোরভ, ইস্তাম্বুলের পথে। গাড়িতেই ফোনটা রিসিভ করল সে।

'কাজ হয়েছে,' জানাল সাবরিনা। 'দারুণ বুদ্ধি করেছিলে।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল তুখোরভ। সাবরিনার গলা শুনতে ভাল লাগছে। '...আর রানার কী হলো?'

'পাইপলাইন বিস্ফোরণে মারা গেছে। বোমার বিস্ফোরণ ঠেকাতে গিয়েছিল।'

'চমৎকার খবর।' খুশি হলো তুখোরভ।

'তোমার জন্যে আরও একটা চমক আছে,' বলল সাবরিনা। 'দেখা হলে জানাব। ইস্তাম্বুলে কখন পৌঁছাচ্ছ তুমি? দেরি কোরো না। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

সাবরিনার মন খুশি দেখে ভাল লাগল তুখোরভের।

'পথে আছি।' ফোন রেখে রাশান সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। 'ঠিক জানো তো প্লুটোনিয়াম কোর দিয়ে কী করতে হবে?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দিল পিয়েরে স্মারনভ। 'ওটাকে এক্সট্রুডারে ভরে রডের আকৃতি দেব। ডাইমেনশন কেমন হবে সেটা আপনার লোক তথ্যগুলো দেয়ার পর ঠিক করব।'

'কতোক্ষণ লাগবে তাতে?'

'এক্সট্রুডার পেয়ে গেলে কয়েক মিনিটের মামলা। ইস্তাম্বুলে পৌঁছেই কাজ শুরু করে দেব। তবে ভাবছি, ওখানে এক্সট্রুডার পাওয়া যাবে তো?'

'চিন্তা কোরো না,' বলল তুখোরভ। 'ওটা আসছে।'

গাড়িটা চালাচ্ছে পিয়েরে। সন্তুষ্টি বোধ করছে তুখোরভ। সিটে হেলান দিয়ে বসল। তাকাল পাশে রাখা পুরু কাঁচের কেসটার দিকে। ওটাতে আছে অর্ধেক প্লুটোনিয়াম কোর। ভিতরে আসলে আছে সারা দুনিয়ার ভবিষ্যৎ, ভাবল সে। শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলতে পেরেছে। সারাজীবন এমনই বিরাট কিছু একটা করতে চেয়েছিল সে। নিজের বিশ্বাসের পক্ষে লড়েছে। চাপের মুখে নতি স্বীকার করিয়েছে প্রতিপক্ষকে।

আগামী দু'দিন পর মারা যাচ্ছে সে, তবু সান্ত্বনা, যাকে ভালবাসে, সেই মেয়ের মাঝে চিরদিন বেঁচে থাকবে সে। তার জন্যই তো এতো কিছু করা। অনেকে অবশ্য

বলবে এতো মানুষ হত্যা করবার মূল কারণটা ছিল ঘৃণা আর প্রতিহিংসা।

যা খুশি ভাবুক তারা। জাহান্নামে যাক সবাই।

কাজটা সে করছে ভালবাসার খাতিরে।

রানা আর গ্লোরিয়া ধুলোর মধ্যে বসে আছে, খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছে। ওদের মাথার উপর আগুন ঢালছে তপ্ত সূর্য। একটু দূরেই ভাঙাচোরা পাইপলাইন দেখা যাচ্ছে।

'ব্যাখ্যা করতে পারবে কাজটা কেন করলে?' রানার দিকে তাকাল গ্লোরিয়া। 'বোমাটা আমি ডিফিউজ করতে পারতাম, অথচ তুমি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছ।'

'আসলে মরেই গেছি আমরা,' বলল গম্ভীর রানা। 'সাবরিনার ধারণা মারা গেছি আমরা দু'জন। ভাবছে পার পেয়ে গেছে।'

'সাবরিনা?' ভ্রূ কুঁচকাল গ্লোরিয়া। 'সাবরিনা ম্যাকেনরো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এটা তো তারই পাইপলাইন! নিজের পাইপলাইন ওড়াতে চাইবে কেন সে!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাতে নিজেকে তার আরও নিষ্পাপ প্রমাণ করা সহজ হবে।' এখনও পুরো ঘটনা জানে না রানা, তবে আন্দাজ করছে। 'ব্যাপারটা কোনও একটা পরিকল্পনার অংশ। বোমা চুরি করল তারা, পাইপলাইনের ভেতর রাখল...'

'তা হলে অর্ধেক প্লুটোনিয়াম কেন?' ব্যাগটা দেখল গ্লোরিয়া। ওটার ভিতর আছে বাকি অর্ধেক প্লুটোনিয়াম কোর।

'যাতে প্লুটোনিয়াম ছড়িয়ে যায়, কেউ বুঝতে না পারে বাকি অর্ধেক সরিয়েছে তারা।'

'কিন্তু জিনিসটা নিয়ে করবে কী সে?'

'তুমি তো নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট। তুমিই বলো কী করতে পারে।'

'জানি না,' ভাবতে শুরু করল গ্লোরিয়া। 'বোমা তৈরির জন্যে অর্ধেক প্লুটোনিয়াম কোর যথেষ্ট নয়। কিন্তু জিনিসটা উদ্ধার করতে হবে। কাযাকস্তানের ওই টেস্টিং সেন্টারের দায়িত্বে আমিই ছিলাম। জবাবদিহি করতে পারব না জিনিসটা উদ্ধার করতে না পারলে।'

রেডিওতে পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল রানা। কাজ হলো না। খড়খড় আওয়াজ হচ্ছে শুধু।

গ্লোরিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আর সাবরিনার সম্পর্ক কেমন, রানা? প্রেমিক-প্রেমিকাদের মতো?'

জবাব দিল না রানা। গ্লোরিয়া আবার বলল, 'আমরা একসঙ্গে কাজ করার আগে জানতে চাইছি আসলে তোমাদের ভেতরে সম্পর্ক কী।'

রেডিওতে যোগাযোগের চেষ্টা করছে রানা, জবাব দিল না এবারও। রেডিওতে কাউকে না পেয়ে বলল, 'আর তুমি? তুমি কী করছিলে কাযাকস্তানে?'

মুচকি হাসল গ্লোরিয়া। 'আমিও তোমার মতোই এধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে চলি।'

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। পাইলটের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল। 'শুনতে

পাচ্ছি, মিস্টার রানা। রেড অ্যালার্ট। মিস্টার লংফেলোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাইপলাইন কন্ট্রোল সেন্টারে কেউ নেই। সাবরিনা ম্যাকেনরোকেও পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। তারা কোথায় জানি না আমরা। আউট।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। গম্ভীর। খারাপ একটা পরিস্থিতি এবার জঘন্য হয়ে উঠেছে। পাইপলাইনের দিকে তাকাল একবার। গ্লোরিয়ার চেহারায় চিন্তার ছাপ, রানাকে কথা বলে বিরক্ত করল না। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, 'এবার? এবার কী করব আমরা?'

একটা চিন্তা দোলা দিয়েছে রানার মাথায়। বলল, 'মনে হচ্ছে একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। খোঁজ লাগাতে হবে।'

'কীসের জন্যে? বাকি প্লুটোনিয়াম?'

'না,' জবাব দিল রানা। 'ক্যাভিয়ার। ইউরি পাতায়েভ স্পেশাল।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল গ্লোরিয়া। রানা ব্যাখ্যা দিল না।

বারো

বসফরাস। বিশ মাইল দীর্ঘ চওড়া চ্যানেলটা কৃষ্ণসাগর আর মারমারা সাগরকে সংযুক্ত করেছে। এই দুই সাগর নিয়ে গল্পগাথার শেষ নেই। বলা হয় গ্রীক উপকথার জেসন তার জাহাজ আর্গো নিয়ে ইজিয়ান সাগর থেকে হাজির হয়েছিল সোনালী উলের খোঁজে। কৃষ্ণসাগর থেকে বের হওয়ার একমাত্র পথ হওয়ায় সেই আদিকাল থেকে এ-পথে ইউরোপ আর এশিয়ার মানুষ চলাচল করেছে। বসফরাস চ্যানেল ইস্তাম্বুল শহরের একটা বাড়তি আকর্ষণ। দু'তীরের সবুজ পাহাড়ী টিলাময় সৌন্দর্যে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে অসংখ্য প্রাচীন দুর্গ আর গ্রাম। এখন অবশ্য টুরিস্টদের জন্য গড়ে উঠেছে সৈকত-কুটির। অলস সময় কাটাতে প্রচুর টুরিস্টের আগমন ঘটে ওসব জায়গায়।

কিয কুলেজি বা লিয়েন্ডার্স টাওয়ার অথবা কুমারীর টাওয়ার এমনি একটি পুরোনো স্থাপত্য। এশিয়ার তীরের কাছে ছোট্ট একটা দ্বীপে অবস্থিত ওটা। কিংবদন্তী আছে, একজন রাজকুমারীকে তার বাবা আটকে রেখেছিলেন ওখানে। জ্যোতিষী বলেছিল তাঁর প্রিয় সন্তান সাপের কামড়ে মারা যাবে। তিনি ভেবেছিলেন এভাবে মেয়েকে লুকিয়ে রাখলে রক্ষা করা যাবে। কিন্তু তা আর ঘটেনি। মেইনল্যান্ড থেকে লুকিয়ে আনা একটা সাপের কামড়ে রাজকুমারীর মৃত্যু ঘটে। ইংরেজরা দ্বীপটার নাম লিয়েন্ডার্স টাওয়ার রেখেছিল কারণ তারা বিশ্বাস করত কিংবদন্তীর লিয়েন্ডার তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সাঁতরে বসফরাস পার হতে চেয়েছিলেন। তিনি এই দ্বীপের কাছে ডুবে মরেন।

বারো শতকে এক বিয্যান্টাইন সম্রাট টাওয়ারটা তৈরি করান। ওখান থেকে বসফরাসে আসা-যাওয়া করা সমস্ত জলযান দেখা যায়। তখন জায়গাটার একটা সামরিক গুরুত্ব ছিল।

সন্ধ্যার ধূসর আলোয় কিয কুলেজির তীরে থামল একটা বোট। ওটার গায়ে ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের লোগো আঁকা।

ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বীপটাকে তাদের ইস্তাম্বুল অফিস হিসাবে ব্যবহার করছে। খুব কম লোকই জানে প্রাচীন এই দুর্গ এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। টুরিস্টদের জন্য জায়গাটা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু পরে পরিকল্পনাটা বাদ করে দেওয়া হয়। মেইডেন্স টাওয়ার এখন আর আকর্ষণীয় নয়। ওটা দর্শনীয় করে তুলবার খরচটা করতে চায়নি পর্যটন সংস্থা।

বোট থেকে তীরে নামল কর্নেল গুস্তাভ তুখোরভ। তাকে অনুসরণ করল কয়েকজন সঙ্গী। ভারী মালামাল বহন করছে তারা। সোজা টাওয়ারে ঢুকল দলটা। অস্বচ্ছ কাঁচের জানালা দিয়ে অস্পষ্ট আলো আসছে ভিতরে। সেই আলোয় মার্বেল আর টাইলগুলো চমৎকার দেখাচ্ছে। পিলার, আয়ার্ন লেটিস, ভেলভেটের পর্দা আর ফুলদানী ভরা সাজানো ফুলে বিরাট ঘরটা ঠিক যেন জাদুঘরের অংশ বলে মনে হচ্ছে।

'এলে তা হলে!' ছুটে এসে তুখোরভের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাবরিনা। ওকে জড়িয়ে ধরল তুখোরভ। গুঙিয়ে উঠল সাবরিনা, তারপর সরে যেতে চাইল। 'ব্যথা দিচ্ছ তুমি আমাকে। নিজের জোর সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই।'

এমন শীতল অভ্যর্থনা আশা করেনি তুখোরভ। আস্তে করে সাবরিনাকে ছেড়ে দিল সে। নিষ্পলক দেখল সৌন্দর্যের দেবীকে। মনের ভিতর কে যেন বলে দিল, ওদের মাঝে কিছু একটা বদলে গেছে। সেটা যা-ই হোক, সাবরিনা পরিবর্তনটা লুকাতে গিয়ে বেশি হাসিখুশি হয়ে উঠেছে তা বুঝতে দেরি হলো না তার। 'কিছু এনেছ আমার জন্যে?'

এক সঙ্গীর কাছ থেকে একটা কেস নিয়ে খুলল তুখোরভ। 'দুনিয়া বদলে দেয়ার ক্ষমতা।'

কোবাল্ট-নীল একটা ধাতু বের করল সে কেস থেকে। ঘোর লাগা চোখে ওটার দিকে তাকাল সাবরিনা।

'ছুঁয়ে দেখো,' বলল তুখোরভ। 'বিপদের ভয় নেই। স্পর্শ করে দেখো তোমার নিয়তি।'

এক আঙুল দিয়ে ছুঁলো সাবরিনা। একটু অবাক গলায় বলল, 'গরম!'

'তাই?' ছায়া ঘনাল তুখোরভের মুখে। একটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর সে বলল, 'এটা এখন পিয়েরেকে দেব। জিনিসটাকে রডের আকৃতি দেবে সে।'

'আমিও তোমার জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি,' বলল সাবরিনা। বুঝতে পারছে ওর আচরণে হতাশ হয়েছে তুখোরভ। সেটা কাটানোর একটা অদম্য ইচ্ছা কাজ করল তার ভিতর। 'বলেছিলাম না একটা চমক দেব?'

ভারী একটা দরজা খুলল সাবরিনা, তারপর তুখোরভকে নিয়ে প্যাসেজওয়ে পার হয়ে একটা ঘরে চলে এলো। অ্যান্টিক জিনিসপত্রে ঘরটা সাজানো। এক পাশে লোহার শিক দিয়ে তৈরি একটা ছোট জেলখানা। গরাদ দেওয়া জেলের ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন মার্ভিন লংফেলো।

‘এই যে তোমার উপহার,’ বলল সাবরিনা। ‘পরলোকগত মাসুদ রানার সৌজন্যে প্রাপ্ত।’

‘আচ্ছা!’ শিকের ফাঁক দিয়ে লংফেলোকে দেখল তুখোরভ। ‘বেশ, বেশ। এ দেখছি আমার যম!’

‘এখন আর তা নই,’ বললেন লংফেলো। ‘কিন্তু আমার লোকেরা ঠিকই তোমাকে খুঁজে বের করবে।’

‘আপনার লোক?’ বাঁকা হাসল সাবরিনা। ‘ওরা আপনাকে এখানে পচিয়ে মারবে। ঠিক যেমন আমাকে মারার ব্যবস্থা করেছিলেন আপনি। আপনি আর আপনার অসহায় আত্মীয়ার দ্বিতীয় স্বামী, আমার প্রাণপ্রিয় সৎ বাপ। তাঁর ধারণা হয়েছিল কপাল খারাপ থাকলে ক্যাসিনোতে তিনি এক রাতে যা হারেন সেই পরিমাণ দামও নেই আমার জীবনের।’

‘সার মাহতাব কিন্তু…’

‘কিন্তু কী? কিছুই নয়।’ তীক্ষ্ণ শোনাল সাবরিনার কণ্ঠ। লংফেলো আন্দাজ করতে পারলেন, সার মাহতাবের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা টান নেই সাবরিনার অন্তরে। হয়তো কখনোই ছিল না, নয়তো অত্যাচারিত হয়েই একেবারেই বদলে গেছে মেয়েটা। মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বাস্তবতাজ্ঞান হারিয়ে বসেছে।

‘আমার বাপজান আমার মায়ের কাছ থেকে যে-সম্পত্তি চুরি করেছিল, সেটা আমি আবার কেড়ে নিয়েছি।’ ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সাবরিনা।

মিস্টার লংফেলোর দিকে তাকাল তুখোরভ।

‘আশা করি তুমি ওর যে-ক্ষতি করেছ তাতে খুব সন্তুষ্ট বোধ করছ?’ চোখের আগুনে তুখোরভকে পোড়ালেন লংফেলো।

‘প্রশংসাটা আপনার প্রাপ্য,’ শান্ত গলায় বলল তুখোরভ। ‘আমি যখন ওকে নিয়ে যাই তখন অনেক সম্ভাবনাময়ী একটা মেয়ে ছিল ও। তারপর আপনি আমার মতো মানুষের দয়ার ওপর ওকে ছেড়ে দিলেন। ওর সৎবাপ মুক্তিপণ দিয়ে দিতে পারত। তা হলে ওর ওপর কোন অত্যাচার হতো না। কিন্তু আপনি তা হতে দিলেন না। কেন? আমাকে ধরতে? অথচ আমার মতো পঞ্চাশটা মানুষের চেয়েও ওর মূল্য ছিল অনেক বেশি।’

‘এ-ব্যাপারে আমিও একমত না হয়ে পারছি না,’ এক দৃষ্টিতে তুখোরভকে দেখছেন মার্ভিন লংফেলো।

আস্তে করে মাথা দোলাল তুখোরভ। ‘আর এখন, মিস্টার লংফেলো, আমাদের দু’জনের ভাগ্যে একই পরিণতি অপেক্ষা করছে।’

পকেট থেকে ছোট একটা ঘড়ি বের করল সে। হাতঘড়ির সময়টা ওটার সঙ্গে মিলিয়ে নিল।

‘আপনার লোক আমাকে খুন করতে চেষ্টা করার পর থেকে সময়গুলো আমি ধীরে ধীরে পার হয়ে যেতে দেখছি। আস্তে আস্তে আমার মৃত্যুর ক্ষণ কাছে চলে আসছে। আপনাকেও আমি এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করব না। ঘড়ি দেখতে থাকুন। কাল দুপুরে আপনার সময় শেষ। নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমার ভুল হবে

না। এ-শহরের সবার সঙ্গে আপনিও মরবেন।'

লংফেলোর হাতের আওতার বাইরে একটা টুলের উপর ঘড়িটা নামিয়ে রাখল তুখোরভ। আপাদমস্তক দেখল মিস্টার লংফেলোকে, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘড়ির দিকে তাকালেন লংফেলো। রাত ঠিক আটটা!

এক ঘণ্টা পর। সাবরিনার টাওয়ার বেডরুমে শুয়ে আছে তুখোরভ আর সাবরিনা। সাবরিনার গায়ে কাপড় নেই। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ওর পিঠে আলতো করে হাত বুলাচ্ছে তুখোরভ। চোখে মোহ নিয়ে নরম কোমল মসৃণ ত্বক দেখছে। সেই আগের অনুভূতি যেন ফিরে আসতে চাইছে তার মধ্যে। চুপ করে আছে সাবরিনা।

'কী অসাধারণ সুন্দর!' ফিসফিস করল তুখোরভ। 'কী মসৃণ, কী উষ্ণ!'

'তুমি জানলে কী করে?' তির্যক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সাবরিনা। 'তুমি তো কিছুই টের পাও না!'

ওর শীতল আচরণে চমকে গেল তুখোরভ। বুকের ভিতর ব্যথা নয়, কী যেন একটা অনুভব করল। গলার কাছে যেন দলা পাকিয়ে গেছে কিছু একটা। 'কী হয়েছে, সাবরিনা?' জিজ্ঞেস করল সে। 'বদলে গেলে কেন তুমি?'

'আমি জানি না।'

'মিথ্যে বোলো না। রানাই কি এর কারণ?'

'কী?'

'রানা মারা গেছে সেটাই কি তোমার মন খারাপের কারণ?'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল সাবরিনার, জবাব দিল না।

বিচলিত বোধ করল তুখোরভ। 'কিন্তু তুমি তো তা-ই চেয়েছিলে!'

দ্বিধার ছাপ পড়ল সাবরিনার চেহারায়।

বিছানা ছেড়ে পায়চারি শুরু করল তুখোরভ, রাগ লাগছে তার।

আস্তে করে সিল্কের একটা চাদর দিয়ে শরীর ঢাকল সাবরিনা। তুখোরভের আহত অনুভূতিতে মলম দেওয়ার জন্য বলল, 'হ্যাঁ, আমি তা-ই চেয়েছি।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল তুখোরভ। 'রানা...ও কি খুব অসাধারণ কোনও প্রেমিক ছিল?'

'কী মনে করো তুমি? আমিও কি কিছু অনুভব করব না?'

সাবরিনার ডেস্কে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল তুখোরভ। সাবরিনা রানার সঙ্গে আনন্দ করছে এই চিন্তাটা দূর করে দিতে চাইল মাথা থেকে, দড়াম করে ঘুসি মারল ডেস্কের উপর। কাঠ ফেটে তার পুরো মুঠো ঢুকে গেল ভিতরে। আঁৎকে উঠল সাবরিনা। ওর গলার আওয়াজে নিজের হাতের দিকে তাকাল তুখোরভ। হাতের মধ্যে কাঠের বেশ বড়সড় একটুকরো চোখা চল্টা গেঁথে আছে।

'কিছুই না,' বলল তুখোরভ। 'কিছু অনুভব করি না আমি।' শেষ দিকে তার কথাটা আশ্চর্য করুণ শোনাল।

এগিয়ে এলো সাবরিনা, হাতে ধরে তুখোরভকে আবার নিয়ে গেল বিছানার কাছে। আস্তে করে কাঠের টুকরোটা মাংস থেকে বের করে নিল, তারপর আইস

বাকেটে হাত ভরে একটা বরফ-খণ্ড নিয়ে আহত জায়গাটায় বুলাল।

'এখন কিছু টের পাচ্ছ?' মাথা নাড়ল তুখোরভ।

তুখোরভের গালে বরফ ঘষল সাবরিনা, 'এবার?'

আবার মাথা নাড়ল তুখোরভ, মনটা অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। 'না। কিচ্ছু না। কিছুই টের পাচ্ছি না।'

'মনে আছে...আমরা কী করতাম?' আহ্লাদী গলায় জিজ্ঞেস করল সাবরিনা।

পরস্পরকে কাছে টানল ওরা, যদি অবশ্য বলা যায় পরস্পরকে। স্বাভাবিক ভাবেই কিছু অনুভব করল না তুখোরভ। স্মৃতির সাহায্য নিয়েও কোনও অনুভূতি আনতে পারল না শরীরে। একসময় তৃপ্তির অভিনয় করল সাবরিনা, টের পেয়ে মুখের অক্ষত অংশটা হাসল তুখোরভের। সাবরিনার আনন্দ যেন তাকেও আনন্দিত করছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে দু'জন দু'জনের আলিঙ্গনে শুয়ে থাকল ওরা নীরবে। খানিক পরেই ফোন বাজল। বেডসাইড টেবিল থেকে রিসিভার তুলে কানে ধরল সাবরিনা। 'ইয়েস?'

চোখ মেলল তুখোরভ।

'আচ্ছা! তাই? থ্যাঙ্ক ইউ।' ফোন ছেড়ে তুখোরভের দিকে ফিরল সাবরিনা। 'মাসুদ রানা বেঁচে আছে। বাকুতে দেখা গেছে তাকে।'

বাকুর একপ্রান্তে পানির উপর তৈরি হয়েছে মস্ত এক এলোমেলো শহর। বস্তিও বলা যায়। সব বাড়িঘর আর গুদাম কাঠের তৈরি। জায়গাটা ব্যবহৃত হয় বোট ডক করতে, মালামাল রাখতে। এছাড়াও নাবিক, জেলে আর পেট্রোলিয়াম ক্রুদের জন্য আছে দোকানপাট, বার ও পতিতালয়। নিচু বাড়িগুলো থেকে উঁচু বাড়িতে যাওয়ার জন্য পানির উপর দিয়ে কাঠের সেতু আছে। নোংরা জায়গা। এখানে ওখানে পড়ে আছে খালি পেট্রলের ক্যান, মাছের আঁশটে গন্ধওয়ালা কাঠের বাক্স আর ফেলে দেওয়া যন্ত্রপাতি। বাতাসে পেট্রোলিয়ামের কড়া, ঝাঁঝালো গন্ধ।

ইউরি পাতায়েভের রোলস রয়েস এসে থামল একটা গুদামের সামনে। ওটার উপর তলায় তার ক্যাভিয়ার ফ্যাক্টরি। গাড়ির পিছন থেকে বের হলো গার্ডরা, পাতায়েভের জন্য দরজা খুলে দিল।

পাতায়েভের পরনে একটা টুক্সেডো, গাড়ি থেকে বের হয়ে দিগন্তের দিকে তাকাল। 'এখানেই দাঁড়াও তোমরা,' সঙ্গীদের নির্দেশ দিল সে।

হাতে রুপালি একটা লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গুদামের দিকে এগোল পাতায়েভ। গুদামের ফোরম্যান জারকভ হঠাৎ করেই জানিয়েছে জরুরি প্রয়োজনে তাকে আসতে হবে। কেন? 'নিশ্চয়ই উপযুক্ত কোন কারণ আছে,' বিড়বিড় করল পাতায়েভ। 'একদিকে ক্যাসিনো, আরেকদিকে ফ্যাক্টরি, আমি একেবারে মুক্তবাজার অর্থনীতির গোলাম হয়ে গেলাম নাকি!'

পাতায়েভের শোফার বিগ জিম গেলোস রোলস রয়েসে বসে বসকে বিল্ডিঙে ঢুকতে দেখছে। তার তীক্ষ্ণ নজর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অস্বাভাবিক কিছু খুঁজছে। ভ্রূ উঁচু হলো বিএমডব্লিউ যেড এইট গাড়িটাকে একটা বিলবোর্ডের তলায় দাঁড়ানো

দেখে। গাড়িটা যে-ই রেখে যাক, সে চায়নি চট করে ওটাকে কেউ দেখে ফেলুক।

সেল ফোনের কয়েকটা নাম্বার চাপ দিল বিগ জিম, ইস্তাম্বুলে সাবরিনা ম্যাকেনরোর নাম্বারে ডায়াল করছে। কথা শেষে হাতঘড়িতে সময় দেখল। সিটের নীচ থেকে বের করে আনল তার একে ৪৭, তারপর ওটা জ্যাকেটের আড়ালে নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

বাড়িটার সামনে একটু থামল পাতায়েভ। আত্মপ্রশংসা চলে এলো মনে। ভাবতেই ভাল লাগে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছেঃ ইউরি পাতায়েভ স্পেশালি প্রিপেয়ার্ড ক্যাভিয়ার–ওয়ার্ল্ডওয়াইড হেডকোয়ার্টার্স।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সে, সঙ্গে সঙ্গে মুখের সামনে দেখতে পেল ওয়ালথার পিপিকের কালো মাযল।

ফিশারির ম্যানেজার জারকভকে একহাতে গলা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে মাসুদ রানা, অন্য হাতে পিস্তল। জারকভকে দেখে মনে হলো অত্যন্ত লজ্জিত এবং মর্মাহত। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে গ্লোরিয়া রবার্টস, চোখে কৌতূহল নিয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছে।

'এটা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার একটা নিয়ম হলো!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল পাতায়েভ।

ম্যানেজারকে ছেড়ে দিল রানা। 'বেরিয়ে যাও পেছন দিয়ে।' লোকটা তড়িঘড়ি নির্দেশ পালন করবার পর পাতায়েভের দিকে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, এবার বলো সাবরিনা ম্যাকেনরোর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক।'

'আমি তো ভাবছিলাম সম্পর্ক তোমার সঙ্গে,' বলল পাতায়েভ। গ্লোরিয়ার দিকে চেয়ে নিজের সেরা হাসিটা উপহার দিল। তার চাহনিতে লোভটা এতো স্পষ্ট যে অস্বস্তি বোধ করল গ্লোরিয়া।

'সাবরিনা মিলিয়ন ডলার খেলে ফেলল তোমার ক্যাসিনোতে আর তোমার চোখের পাতাও পড়ল না, পাতায়েভ। কীসের জন্যে টাকাগুলো দিয়েছে সে তোমাকে?'

'কী বলছ এসব, মাসুদ রানা, আমার দোস্ত?' চোখ পিটপিট করল পাতায়েভ।

'মিলিয়ন ডলার জিতে নিলে চুরি করে, অথচ কোন কথা উঠল না। টাকাগুলো কোনও কাজের বিনিময়ে তোমার পাওনা হয়েছিল। কাজটা কী?'

গ্লোরিয়ার দিকে তাকাল পাতায়েভ, গোমড়া মুখে বলল, 'আমি তোমার জায়গায় থাকলে কোনদিন এই লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে নিজেকে জড়াতাম না।'

পাতায়েভের বুকে জোর এক ধাক্কা দিল রানা। একটা বাক্সের উপর পড়ল পাতায়েভ। বাক্সটা মড়াৎ করে ভেঙে গেল। পাতায়েভকে দেখে মনে হলো অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে। 'পাঁচ হাজার ডলারের পাতায়েভ স্পেশাল! শেষ!'

'বিশ মেগাটনের একটা অ্যাটম বোমা ফাটলে এর চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি হবে,' বলল রানা।

'কী বলছ?' সামান্য বিস্ফারিত হলো পাতায়েভের চোখ।

কাছে এগিয়ে আসছে কপ্টারের আওয়াজ। সেদিকে মনোযোগ দিল না রানা।

গ্লোরিয়া বলল, 'আমি আইডিএর হয়ে কাজ করি। আমাদের একটা নিউক্লিয়ার বোমা চুরি গেছে।'

'তুখোরভ আর সাবরিনা একসঙ্গে কাজ করছে,' যোগ করল রানা।

এবার সত্যিই বিস্মিত হলো পাতায়েভ। খানিকটা চমকে গেছে মনে হলো। 'সত্যি? তাই? আমি জানতাম না!'

'কী জানো সেটা বলো।'

জবাব দিতে হাঁ করল পাতায়েভ, ঠিক তখনই বাইরে বিকট একটা আওয়াজ হলো। ওদের চোখের সামনে দেয়াল আর ছাদ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে ছিটকাল কাঠের কুচি। কয়েকটা খাড়া করাত লাগানো একটা ইউরোকপ্টার স্কুইরেল দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল পাতায়েভের। তীক্ষ্ণ করাতটা সামনে যা পাচ্ছে চিরে দিচ্ছে। এগিয়ে আসছে এদিকেই!

টান দিয়ে পাতায়েভ আর গ্লোরিয়াকে সরিয়ে আনল রানা। এক মুহূর্ত দেরি করলে টুকরো টুকরো হয়ে যেত দু'জন। ক্যাভিয়ার ছিটাচ্ছে চারপাশে।

পাতায়েভ আর গ্লোরিয়াকে তাগাদা দিয়ে গুদাম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলো রানা। পাতায়েভের গার্ডরা ইতিমধ্যে কপ্টার লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করেছে। জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা টেক ডিসি-৯ সেমিঅটোমেটিক বের করে ফেলেছে পাতায়েভ, উপর দিকে কপ্টারের গায়ে গুলি করতে শুরু করল। কাছিয়ে আসছে কপ্টার। ওটার করাতগুলো সামনে যা পাচ্ছে চিরে কেটে ফেলছে। কানে তালা ধরে যাওয়ার মতো আওয়াজ।

বিগ জিম গেলোস তার একে ৪৭ দিয়ে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু একটা গুলিও কপ্টারের গায়ে লাগল না।

'আবার ভিতরে চলো!' নির্দেশ দিল রানা। বাইরে ওদের অবস্থা ভিতরের চেয়ে খারাপ। বাইরে থাকলে ওদেরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভাঙা ফ্যাক্টরির ভিতর ঢুকল পাতায়েভ আর গ্লোরিয়া। বিএমডব্লিউর দিকে দৌড় দিল রানা। কয়েকটা ধাপ নেমে নীচের একটা ওয়াকওয়েতে নেমে পড়ল ও। পা বাড়ানোর আগেই দেখা দিল দ্বিতীয় স্কুইরেল। এটাতেও ঘুরন্ত গোল করাত আছে। কপ্টারটা থেকে রানাকে লক্ষ্য করে একটা গ্রেনেড ছোঁড়া হলো। রানার বেশ খানিকটা সামনে ফাটল গ্রেনেড। চুরচুর হয়ে গেল ওয়াকওয়ে। শকওয়েভের ধাক্কায় পিছনে ছিটকে পড়ল রানা।

আগুন আর ধোঁয়ার মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে ও। যাওয়ার একমাত্র উপায় আছে পাইপলাইনের পাশ দিয়ে। সরু কয়েকটা পাইপের পাশ দিয়ে দৌড় দিল রানা, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল আরেকটা ওয়াকওয়েতে। এখন ওর মাথার উপর পাইপলাইন। কিন্তু দ্বিতীয় কপ্টারের করাতগুলো মাখনে যেভাবে গরম ছুরি চলে তেমনি ভাবে পাইপ কেটে এগিয়ে আসছে। পাইপগুলো থেকে গ্যাস বের হতে শুরু করল। পাশেই একটা সিঁড়ি পেয়ে হুড়মুড় করে উঠে গেল রানা।

ফ্যাক্টরির ভিতর গ্লোরিয়া আর পাতায়েভ চোখ বড় বড় করে দেখছে কপ্টারের কাণ্ড। ছাদটা পুরো ফালাফালা করে দিচ্ছে ওটার করাতগুলো। আড়ালের জন্য ছুটল ওরা। পাতায়েভ গ্লোরিয়াকে বলল, 'আমি বলেছিলাম না রানার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ঠিক নয়!'

একটা র‍্যাম্পের উপর উঠেছে রানা। ওটা ধরে সামনে গেলে বিএমডব্লিউ যে প্ল্যাটফর্মে রাখা আছে ওখানে পৌঁছুতে পারবে ও। পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোলটা বের করে সুইচে চাপ দিল। গর্জন ছেড়ে চালু হয়ে গেল গাড়িটার এঞ্জিন। বিলবোর্ডের পিছন থেকে বেরিয়ে রানার দিকে এগোল বিএমডব্লিউ। দ্রুত পায়ে সামনে বাড়ল রানা। ওকে পিছন থেকে অনুসরণ করল দ্বিতীয় কপ্টার। ওয়াকওয়ে চিরে দিতে দিতে আসছে। দরজা খুলে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে পড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বুঝতে পারছে, এখন ওর পক্ষেও কিছু একটা করা সম্ভব।

ফ্যাক্টরির মাথার উপর ঘুরছে একটা স্কুইরেল। ওটার উপর লক্ষ্য রেখে মিসাইল অ্যাক্টিভেট করল রানা। কর্কশ ধাতব গা গুলানো একটা আওয়াজ কানে তালা ধরিয়ে দিল। এক পাশে কাত হতে শুরু করল বিএমডব্লিউ। দ্বিতীয় কপ্টারের করাতগুলো গাড়িটার ছাদ লম্বালম্বি ভাবে চিরে দিয়েছে।

বাটনে চাপ দিল রানা মিসাইল ফায়ার করবার জন্য। গাড়ির একপাশের একটা গ্রিল সরে গেল, বেরিয়ে এলো এক ফুট দীর্ঘ হিট সীকিং মিসাইল। ট্র্যাক থেকে বের হয়েই ফিনগুলো খুলে গেল ওটার, লেজে আগুন জ্বেলে রওনা হয়ে গেল লক্ষ্যের দিকে।

সরাসরি কপ্টারের পেটে আঘাত করল মিসাইলটা। প্রথম কপ্টারটা আগুনের একটা কুণ্ডলি হয়ে ওয়াকওয়েতে খসে পড়ল। ভাঙা গ্যাস পাইপের কারণে দ্রুত ছড়াতে শুরু করল আগুন।

ফ্যাক্টরির পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পাতায়েভ আর গ্লোরিয়া। আতঙ্কিত চোখে দেখল দ্বিতীয় কপ্টার থেকে চারজন সশস্ত্র লোক নেমেছে ওয়াকওয়েতে। পাতায়েভের গার্ডদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফ্যাক্টরির দিকে ছুটে আসতে শুরু করল তারা। গ্লোরিয়াকে আড়াল করল পাতায়েভ, পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে।

ভাঙা গাড়িটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে সোজা ফ্যাক্টরির দিকে ছুটল রানা। দূর থেকে দেখতে পেল পাতায়েভের গার্ডরা জান বাঁচাতে লড়ছে। দ্বিতীয় কপ্টারটা রানার পিছু নিয়েছে। ভিতর থেকে গুলি করতে শুরু করল রানাকে লক্ষ্য করে। ওয়াকওয়ে ধরে এঁকেবেঁকে ছুটছে রানা। গুলি এড়াতে পারল, কিন্তু সামনেই বিস্ফোরিত হলো একটা গ্রেনেড। চুরমার হয়ে গেল ওয়াকওয়ে। শকওয়েভের ধাক্কায় সোজা পানিতে গিয়ে পড়ল রানা।

সশস্ত্র আততায়ীরা পাতায়েভের গার্ডদের খতম করে দিয়েছে। এবার তারা পাতায়েভ আর গ্লোরিয়ার দিকে আসছে।

'পিছান! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!' গ্লোরিয়াকে ঠেলে আবার ফ্যাক্টরির ভিতর ঢুকল পাতায়েভ।

দু'জন আততায়ী তাদের পিছু নিয়েছে। ফ্যাক্টরির ভিতরে বিগ জিম গেলোস আছে। একটা টেবিলের আড়াল নিল পাতায়েভ আর গ্লোরিয়া। ওদের মাথার সামান্য উপর দিয়ে ছুটে গেল বিগ জিমের গুলি। লড়াইয়ের উত্তেজনায় পাতায়েভ খেয়াল করল না প্রতিপক্ষের একটা গুলিও বিগ জিমের দিকে যাচ্ছে না।

গানম্যান আর পাতায়েভের মাঝখানের একটা ট্র্যাপ ডোর খুলে ওয়ালথার হাতে

বেরিয়ে এলো রানা। লোক দুটো কিছু বুঝবার আগেই লুটিয়ে পড়ল বুকে গুলি খেয়ে।

ফ্যাক্টরিতে আগুন ধরে গেছে। 'বেরিয়ে পড়ো!' পাতায়েভকে গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল রানা। তৃতীয় আততায়ীকে বেযমেন্টে দেখে গুলি করে ফেলে দিল ও। মেঝে থেকে গ্লোরিয়াকে তুলে দরজা লক্ষ্য করে ছুটল পাতায়েভ।

রোলস রয়েস পর্যন্ত যেতে কোন অসুবিধা হলো না তাদের। লাফ দিয়ে গাড়িতে চড়ে বসল দু'জন। ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছাল পাতায়েভ, ঠিক তখনই পিছনের বোর্ডওয়াক চিরে দিল কপ্টার। কোন বাধা না পেয়ে ব্রেক কষল পাতায়েভ, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল রোলস রয়েস, মুহূর্তের মধ্যে ডুবে গেল।

ফ্যাক্টরির ভিতরে অবশিষ্ট আততায়ীদের সঙ্গে পিস্তল যুদ্ধ চলছে রানার। একটু থেমে ম্যাগাজিনে গুলি ভরে নিল ও। সময়টা ওর পক্ষে কাজ করল। লোকগুলো মনে করেছিল রানাকে বাগে পেয়েছে। অস্ত্রের গুলি শেষ। তাদের একজন আড়াল ছেড়ে উঠল রানা মারা গেছে কি না দেখতে। দু'চোখের মাঝখানে গুলি খেল সে। শেষ লোকটা পাগলের মতো গুলি বৃষ্টি শুরু করল। জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে শরীর গড়িয়ে সরে গেল রানা, শেষ লোকটাকে দেখতে পেয়েই ওর হাতে লাফিয়ে উঠল ওয়ালথার। পরপর দুটো গুলি খেয়ে পিছন দিকে উড়তে শুরু করল লোকটা, ধপ করে চিত হয়ে পড়ল জ্বলন্ত কাঠের ভিতর। চামড়া-মাংস পোড়ার বিটকেল গন্ধ বের হলো।

বেরিয়ে আসবার আগে দেয়ালের গায়ে একটা ফ্লেয়ার গান দেখে ওটা নিয়ে ছুটে বের হলো ও। ওর চোখ পাতায়েভ আর গ্লোরিয়াকে খুঁজছে। পানিতে সাঁতারের আওয়াজে বুঝতে পারল ওরা কোথায় আছে। নিরাপত্তার দিকে যাচ্ছে দু'জন সাঁতরে। তাদের মাথার উপর এখনও উড়ছে কপ্টার, গুলি করা হচ্ছে মাথা লক্ষ্য করে।

পানির সমান্তরালে একটা বোর্ডওয়াকে লাফ দিয়ে নামল রানা, তারপর টান দিয়ে খুলে ফেলল একটা গ্যাস জেট। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পাইলটের দিকে হাত নাড়ল ও, চিৎকার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কাজ হলো। ওর দিকে ঘুরে এগিয়ে আসছে যন্ত্রদানব। কপ্টারটা গ্যাস জেটের ঠিক উপরে আসবার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর ফ্লেয়ার গানের ট্রিগার টিপল। আগুন ধরে গেল গ্যাসে, এক লাফে উপরে উঠে গপ করে গিলে নিল কপ্টারটাকে। আগুনের একটা গোলকে পরিণত হলো ধাতব মেশিন, পরক্ষণেই ঘটল গ্যাসোলিনের বিস্ফোরণ। চারপাশে ছিটকে গেল কপ্টারের অজস্র টুকরো।

একটা ওয়াকওয়েতে উঠেছে পাতায়েভ, ফ্যাক্টরির দিকে ফিরছে। ঠিক তার দিকে ছুটে গেল কপ্টারের খুলে যাওয়া ক্ষুরধার দুটো করাত। এক পাশে ডাইভ দিল পাতায়েভ, সোজা পড়ল একটা ক্যাভিয়ারের কুয়োর মধ্যে। তার পিছনে ক্যাবিনের গায়ে গাঁথল করাতগুলো।

ক্যাভিয়ারের কুয়োর ভিতরটা চোরাবালির মতো। আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে পাতায়েভ। বিস্ফোরণে ভিতরে গিয়ে পড়া একটা বাক্স ধরে ভাসতে চেষ্টা করল সে।

চুপচুপে ভিজে রানা আর গ্লোরিয়া কুয়োর পাড়ে এসে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, কী যেন

বলছিলাম আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা ডুবন্ত পাতায়েভের দিকে তাকিয়ে।

জবাবে বিড়বিড় করে আপনমনে কিছু বলল পাতায়েভ। প্রায় ডুবে গেছে সে। বাক্সটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল।

'একটা দড়ি! প্লিজ, রানা!' চিৎকার ছাড়ল পাতায়েভ।

'আগে সত্যি কথাটা বলো,' জানাল রানা। 'কপ্টারগুলো তোমাকে শেষ করতে এসেছিল, পাতায়েভ। তুমি কী জানো যে তোমাকে খুন করতে চাইল সাবরিনা?'

'আমি ডুবে যাচ্ছি, রানা!'

গ্লোরিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'ক্যাভিয়ারের অ্যাটমিক ওজন কতো?'

'সিযিয়ামের কাছাকাছি,' বলল গ্লোরিয়া। 'ভদ্রলোক নেগেটিভ বয়্যান্সিতে আছেন।'

'তার মানে ডুবে যাবে।'

'বেশ দ্রুতই ডুববেন।'

'বাঁচাও!' হাঁক ছাড়ল পাতায়েভ। 'বের করো আমাকে এখান থেকে! রানা!'

'দুঃখের কথা কী জানো, গ্লোরিয়া,' আফসোস করে মাথা নাড়ল রানা, 'ক্যাভিয়ারের কোন অভাব নেই, তবে শ্যাম্পেন পাওয়া এখানে মুশকিল হবে।'

হাসি চেপে রাখল গ্লোরিয়া।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে চেঁচাল পাতায়েভ। 'মাঝে মাঝে আমি মিস ম্যাকেনরোর জন্য যন্ত্রপাতি কিনি। রাশিয়ান যন্ত্র।'

'আর জুয়ার টেবিলে টাকা বুঝে নেয়াটা?'

'একটা অন্য কাজ। আমার ভাতিজা নেভিতে আছে। মিস ম্যাকেনরোর হয়ে কিছু জিনিস স্মাগল করছে সে।'

'কোথায়?'

'ডুবে যাচ্ছি! বাঁচাও!'

'পরে। তোমার ভাতিজা কোথায় যাচ্ছে?'

'সেটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার।' কাতর শোনাল পাতায়েভের কণ্ঠ। 'নিকোভ যদি বিপদে থাকে তা হলে আমার পরিকল্পনা মতো কাজ করতে হবে, নইলে আমি ডুবে মরতেও রাজি।'

'নড়ল না রানা। আরও ডুবছে পাতায়েভ। ক্যাভিয়ার তার প্রায় থুতনির কাছে চলে এসেছে।'

'ঠিক আছে!' হাল ছেড়ে দিল পাতায়েভ। 'ও ইস্তাম্বুল যাচ্ছে। এবার এখান থেকে বের করো আমাকে!'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা, তারপর পাতায়েভের লাঠিটা নিচু করে ধরল যাতে ওটা ধরে উঠতে পারে সে। খানিকটা ক্যাভিয়ার গ্লোরিয়ার জামায় লেগেছে। আঙুল দিয়ে তুলে চাটল ও। 'বাহ্! সত্যি চমৎকার ক্যাভিয়ার!'

উদ্যত অস্ত্র হাতে হাজির হলো বিগ জিম গেলোস। ওরা শুধু তিনজন আছে দেখে তার চেহারায় প্রশান্ত ভাবটা ফিরে এলো। পাতায়েভকে তুলতে রানাকে সাহায্য করল সে। মেঝেতে বসে পড়ে হাঁপাতে শুরু করল পাতায়েভ।

রানা বলল, 'এবার চলো, তোমার ভাতিজাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

তেরো

মাঝরাত মাত্র পার হয়েছে।

মেইডেন্স টাওয়ারের একটা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে গুস্তাভ তুখোরভ। চোখে বিনকিউলার, বসফরাসের দিকটা দেখছে। দুনিয়ায় এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃশ্য সত্যি খুব বিরল। একদিকে গোল্ডেন হর্নের শান্ত পানি, অন্যদিকে খোলা বসফরাসের উত্তাল সাগর। মাঝখানে ইস্তাম্বুলের পেরা ডিস্ট্রিক্টের পড়ো বাড়ি, চার্চ, মসজিদ।

একটা সুপারট্যাঙ্কার মাত্র ঢুকেছে বসফরাসে, ধীর গতিতে ইউরোপিয়ান উপকূলের কোন বন্দরের দিকে চলেছে ওটা। জাহাজটার নীচে ছায়ায় ছায়ায় আরেকটা জলযান গোপনে আসছে তা বুঝবার উপায় নেই।

জলযানটা রাশিয়ার তৈরি চার্লি-২ ক্লাসের নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, অফিশিয়ালি যেগুলোকে বলা হয় এসএসজিএন, নিউক্লিয়ার গাইডেড ক্রুজ-মিসাইল সাবমেরিন। রাশিয়ার ব্যবহৃত সাবমেরিনগুলোর মধ্যে এগুলোই সবচেয়ে পুরোনো। নতুনগুলোর তুলনায় চার্লি-২ আওয়াজ করে অনেক বেশি। তবে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে হেলাফেলা করবার উপায় নেই ওটাকে। আটটা এসএস-এন-৯ সাইরেন অ্যান্টিশিপ মিসাইল বহন করে ওটা। সেই সঙ্গে আছে ছয়টা পাঁচশো তেত্রিশ এমএম টর্পেডো টিউব। সর্বোচ্চ গতি চব্বিশ নট। চলে প্রেশারাইযড ওয়াটার রিয়্যাক্টরের সাহায্যে। পাঁচ ব্লেডের টারবাইনটা পনেরো হাজার শ্যাফট হর্সপাওয়ার প্রয়োগ করতে সক্ষম।

এই সাবমেরিনটার জন্যই অপেক্ষা করছে গুস্তাভ তুখোরভ।

ওয়াকিটকি অন করল সে। সাবরিনা জবাব দেওয়ায় বলল, 'ওটা এসে গেছে।'

'ঠিক সময় মতোই এসেছে।'

'হ্যাঁ। এবার ক্রুদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হয়।'

'তুমি যা ভাল মনে করো, ডিয়ার।'

ওয়াকিটকি বন্ধ করে বিনকিউলার চোখে তুলে আবার বসফরাস দেখল তুখোরভ। খুলির ভিতর কীসের যেন নড়াচড়া। গুলিটা নড়ছে আবার। ব্যথা নেই কোন, কিন্তু অস্বস্তিকর একটা চাপ। বুঝতে পারছে, এই মুহূর্তে মেডিক্যাল সাহায্য দরকার তার, কিন্তু হাতের কাজটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে সে আগেই।

এখন একটাই মাত্র প্রার্থনা। কাজ শেষ করবার আগে যেন তার মৃত্যু না হয়।

টাওয়ারের ভিতর বন্দিশালায় অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন মার্ভিন লংফেলো। বাইরে রাখা অ্যালার্ম ঘড়িটার সময় অনুযায়ী আর হাতে সময় আছে মাত্র বারো ঘণ্টা। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লংফেলো, তাঁকে কোনভাবে ব্যবহার করতে পারবে না এরা। বিএসএস তাঁকে ঠিকই খুঁজে বের করবে আশা করছেন। তবু আরও ভাল

হতো যদি কোনভাবে যোগাযোগ করা যেত এজেন্টদের সঙ্গে।

পাথুরে ঘরটা বেশ শীতল। পায়চারি করায় শীত কম লাগছে। ঘরের একমাত্র চেয়ারের উপর রেখে যাওয়া জ্যাকেটটা পরে নিলেন লংফেলো। ওই চেয়ার ছাড়া ঘরে আছে একটা পাথরের খাট, টিনের একটা বেসিন, মগ, একটা তোয়ালে, একটা বালতি আর বেশ কয়েকটা অপ্রয়োজনীয় পুরোনো মালপত্র।

অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে এমন সবকিছু ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। লংফেলোর কাছে এক গোছা চাবি এবং পাসপোর্ট ছাড়া আর কিছু নেই। এগুলো দিয়ে কিছু করা যায় কি না চিন্তা করে দেখলেন তিনি। পটারি বা ছোট মূর্তিগুলো কারও মাথায় ভাঙবার কাজে ব্যবহার করা যাবে। বেসিন আর মগ কাজে আসবার তুলনায় বড় বেশি হালকা। শ্বাস রোধ করবার জন্য তোয়ালেটা কাজে আসতে পারে। বিনা লড়াইয়ে মরতে রাজি নন তিনি।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে কীসের যেন স্পর্শ পেলেন ডানহাতে। চ্যাপ্টা আয়তাকৃতি জিনিসটার। কী এটা?

জিনিসটা বের করে দেখলেন লংফেলো। রানার দেওয়া লোকেটর কার্ড। সাবরিনার লোকেরা এটা কেড়ে নেয়নি দেখে খানিকটা বিস্মিত হলেন তিনি। অবশ্য তারা যখন সার্চ করে তখন তাঁর পরনে জ্যাকেটটা ছিল না। ওটা দেখবারই প্রয়োজন মনে করেনি কেউ!

কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কার্ডটা দেখলেন তিনি। মসৃণ একটা রুপালি কার্ড। এক পাশে দুটো সীসার টার্মিনাল। ওগুলোর কাজ কী বুঝতে চেষ্টা করলেন লংফেলো। জিনিসটা আসলে একধরনের হোমিং ডিভাইস। একটা পজিটিভ টার্মিনাল, অন্যটা নেগেটিভ।

ঘড়িটার দিকে তাকালেন তিনি একবার।

রাত বারোটা বেজে চোদ্দো মিনিট।

মেঝেতে বসে জুতো খুলে এক পাটি বের করে দিলেন তিনি শিকের ফাঁক দিয়ে। জুতোর হিল দিয়ে টুলের সবচেয়ে কাছের পায়াটা বাধানোর চেষ্টা করলেন। টায়ে টায়ে টুলের পায়া স্পর্শ করল জুতোটা। আরও আধ ইঞ্চি কাছে থাকা দরকার ছিল জিনিসটা।

শিকের গায়ে কাঁধ চেপে আবারও চেষ্টা করলেন লংফেলো। ব্যথা লাগছে, কিন্তু পায়াটাতে হিল বাধানো যাচ্ছে কোনমতে। আরেকটু। আরেকটু! আস্তে আস্তে সরে আসছে টুল। এবার! হিলের ভাঁজে পুরোপুরি পেয়ে গেছেন টুলের একটা পায়া। টান দিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন আরও কাছে। মেঝের একটা উঁচু জায়গায় হোঁচট খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল টুলটা। ওটার উপর রাখা ঘড়িটা ডিগবাজি খেয়ে গরাদের দিকে এগিয়ে এলো। বন্ধ পাথরের ঘরে পতনের শব্দটা বিকট জোরাল শোনাল।

দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ পেলেন লংফেলো। চট করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এক সেকেন্ড পরই খুলে গেল তালা দেওয়া দরজা। মেবার মাথা গলাল ভিতরে। পড়ে থাকা টুলের দিকে তাকালও না সে, মনোযোগ দিল সেলের ভিতর শুয়ে থাকা বন্দির দিকে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন লংফেলো, ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস

পড়ছে। কোন ঝামেলার সম্ভাবনা নেই বুঝে দরজাটা বন্ধ করে আবার তালা লাগিয়ে দিল মেবার।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন লংফেলো, তারপর চলে এলেন শিকের কাছে। হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা তুলে নিলেন। পিছনটা খুলতেই দেখতে পেলেন দুটো এএ পেন্সিল ব্যাটারি। ওগুলো বের করে নিয়ে খাটের উপর রাখলেন। এবার পকেট থেকে বের করলেন চাবির গোছা। সবচেয়ে চিকন চাবিটা দিয়ে একটা ব্যাটারির মাথার দিকটা খুলতে চেষ্টা করলেন। পনেরো মিনিট পর টার্মিনালটা খুলে এলো। ধৈর্য ধরে অন্য ব্যাটারিটারও টার্মিনাল ছোটালেন তিনি। তবে ওটার খুললেন অন্যদিকটা।

এবার লোকেটর কার্ডের সীসের টার্মিনালে ব্যাটারি দুটো আটকাতে হবে। হয়তো কাজ হবে তাতে। লোকেটর কার্ড সিগন্যাল পাঠাবে তো? আশা ছাড়া আর কিছু করবার নেই তাঁর।

শীতল বাতাসে একটু শিউরে উঠল সাবরিনা, গায়ে রোব জড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়। ঘুম যখন আসছে না তখন চেষ্টা করে লাভ নেই।

পায়চারি শুরু করল সে। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে রাতের আকাশ দেখছে। মনে মনে হিসাব কষল, আর ঠিক বারো ঘণ্টার মধ্যে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে। ইংল্যান্ডে নিরাপদে ফিরে যাবে সে। মিডিয়াতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেবে। বলবে, সাধ্য মতো সবকিছু করবে সে ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের পক্ষ থেকে, যাতে বিপর্যয় পরবর্তী অবস্থায় যথাসম্ভব সাহায্য করা যায়।

বিপর্যয়···

যা ঘটতে চলেছে সেটাকে যথার্থ ভাবে প্রকাশ করতে হলে বিপর্যয় শব্দটা ব্যবহার না করে কোন উপায় নেই। চিন্তাটা সাবরিনার ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে দিল। দুর্দান্ত একটা পরিকল্পনা করেছে তারা। কেউ জানবে না সবকিছুর পিছনে আসলে সে আছে। নিজের লোকরা কিছুতেই মুখ খুলবে না। তারা সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত।

একটু খারাপই লাগছে তুখোরভের পরিণতি চিন্তা করে, কিন্তু সেটা অনিবার্য। তুখোরভ নিজেই ধ্বংস আর মৃত্যুর এই পরিকল্পনায় সায় দিয়েছে। এমনিতেই তুখোরভ বেশিদিন আর বাঁচত না। তার অভাব সাবরিনা অনুভব করবে, কিন্তু পরিবর্তনের এই বিশাল কর্মকাণ্ডে ওটুকু ক্ষতি তো মেনে নিতেই হবে! বেচারা ওকে ভালবেসে ফেলেছে সেটা তো আর ওর দোষ নয়!

প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করেছে তুখোরভ। মানুষটা আশেপাশে থাকলে ভাল হতো, কিন্তু আহত মাথা নিয়ে···নাহ্, অনুভূতিহীন অবস্থায়···তুখোরভের সাধ্য নেই তাকে সুখী করে, যেভাবে পারবে মাসুদ রানার মতো সক্ষম পুরুষ। তুখোরভের প্রতি নিজের অনুভূতি কখনও খতিয়ে দেখেনি সাবরিনা। একদিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় লোকটা তাকে কিডন্যাপ করেছিল। আবার এটাও ঠিক যে অন্তরঙ্গতা হওয়ায় মানুষটা তার উদ্দেশ্য পূরণে সাধ্য মতো করছে।

আর···মাসুদ রানা? রহস্যময় একজন মানুষ, যে তীব্র ভাবে আকর্ষণ করে।

লোকটা বোধহয় ইস্তাম্বুলের পথে আছে। বিগ জিম গেলোসকে চাকরি

দেওয়াটা বুদ্ধিমতির কাজ হয়েছে। পয়সা খরচ করলে যে-কাউকে কেনা যায়। বিগ জিমও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে স্বর্ণালি দাঁতওয়ালা লোকটাকে, মাসুদ রানার ব্যবস্থা সে-ই করবে। সময় মতো মার্ভিন লংফেলোর খোঁজ মাসুদ রানা কিছুতেই পাবে না। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে মারা পড়বে মার্ভিন আঙ্কেল আর মাসুদ রানাও।

মুহূর্তখানেক হত্যাযজ্ঞের দুঃখজনক পরিস্থিতি চিন্তা করল সাবরিনা। অন্তত আশি লক্ষ লোক মারা যাবে। সত্যিই দুঃখজনক। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল সাবরিনার। এর আগেও যুগে যুগে এর চেয়ে অনেক কম প্রয়োজনে অনেক বেশি মানুষ খুন হয়েছে। তা ছাড়া আগামী দশ বছরে যে-পরিমাণ টাকাপয়সা ও উপার্জন করতে যাচ্ছে তাতে গোটা এলাকা আবার গড়ে তুলতে পারবে ইচ্ছে করলেই।

হয়তো সবাই মিলে তাকে পরিত্রাতা শাসক হিসাবেই গ্রহণ করতে চাইবে!

আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে সৎ বাবা আর নিজের মা'র কথা ভাবল সাবরিনা। সার মাহতাব? নিজেকেই প্রশ্ন করল। কী ভাবছে সে এখন তার ছোট্ট রাজকুমারীকে নিয়ে? গর্বিত বোধ করছে? কেন নয়? নিজের দক্ষতা কি ও প্রমাণ করেনি? শুধু যদি লোকটা দেখে যেতে পারত বিশ্বের পরিবর্তিত অবস্থায় তারই সৎ মেয়ে কেমন ক্ষমতাময়ী হয়ে উঠবে! বলতে গেলে দুনিয়ার সত্যিকার রানী! ভাবতেই শিউরে উঠল সাবরিনা।

ঠিক তখন আকাশে দেখা দিল প্রভাত-সূর্যের লাল-সোনালী রশ্মি।

বাড়ির ভিতরের জেটিতে চলে এলো তুখোরভ তার লোকদের নিয়ে। কয়েক শতাব্দী ধরে টিকে আছে জেটিটা, যুগে যুগে আশ্রয় দিয়েছে বিপদাপন্ন জাহাজকে। ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজ বাড়ির দখল নেওয়ার পর বেশি কিছু করতে হয়নি তাদের, শুধু বাতি বসিয়েছে জেটিতে, সেই সঙ্গে তৈরি করেছে একটা প্ল্যাটফর্ম সহ ডক আর সিঁড়ি। এখন সহজেই মাঝারি কোন জাহাজ বা সাবমেরিন ভিড়তে পারবে জেটিতে।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল তুখোরভ। বারোটা তিরিশ। একটু দেরিই হয়ে গেল, কিন্তু তাতে আসলে কিছু যাবে আসবে না।

খানিক পর ঢেউয়ের তলায় দেখা দিল এসএসজিএন-এর দীর্ঘ কালো ছায়া। সাবমেরিনটা উঠতে শুরু করায় জেটির কাছে পানিতে অজস্র বুদ্বুদ দেখা দিল। জেটিতে মৃদু ধাক্কা খেয়ে থামল সাবমেরিন।

সঙ্গীদের নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এলো তুখোরভ।

দু'মিনিট পর সাবমেরিনের হ্যাচ খুলে গেল, বেরিয়ে এলো যুবক ক্যাপ্টেন, প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

'ক্যাপ্টেন নিকোভ,' হাত বাড়িয়ে দিল তুখোরভ।

'সার,' জবাবে হাত মিলিয়ে বলল ক্যাপ্টেন, 'আমরা আপনার কার্গো তোলার জন্যে তৈরি। হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, তারপরই আমাদের খুঁজতে শুরু করবে নেভি।'

'সঙ্গে ক্রু কম আছে তো?'

'জ্বী। আজকাল আমাদের কম ক্রু দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হয়।'

হাতের ইশারায় বাস্কেট দেখাল তুখোরভ। 'আপনাদের জন্যে ব্র্যান্ডি আর নাস্তার আয়োজন করা হয়েছে।'

তুখোরভের দুই সঙ্গী বাস্কেট ভরা খাবার নিয়ে এগিয়ে এলো। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যাপ্টেন নিকোভের চেহারা।

মনটা খুশি খুশি লাগছে তুখোরভের। ক্যাপ্টেনের চাচার সঙ্গে চুক্তি করেছিল সাবরিনা, কাজ হয়েছে তাতে। ইউরি পাতায়েভের সঙ্গে চেহারায় যথেষ্ট মিল আছে ক্যাপ্টেনের। চাচার মতোই টাকার ব্যাপারে তারও সমান আগ্রহ। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য সাবমেরিনটা নেভির তরফ থেকে *ধার* দিতে আপত্তি করেনি সে। যদি কোন নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন গোপনে টহল দিতে বের হয় তা হলে তাকে ঠেকাবে কে? কখনোই সাবমেরিনগুলো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ বজায় রাখে না।

ক্যাপ্টেন নিকোভ আর তার লোকেরা খুবই কাজে আসবে। প্রত্যেকে তারা শক্তিশালী, উৎসাহী আর উদ্যমী। কোন প্রশ্ন ছাড়াই নির্দেশ পালন করবে তারা।

খুবই দুঃখজনক যে মরতে হবে তাদের সবাইকে।

এস্কি ইস্তাম্বুল বা পুরোনো শহরটা খুব ভোরে জেগে ওঠে, শুরু হয়ে যায় দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা। রাস্তায় রাস্তায় ভিড় হয় ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাদের। তারা তাদের মালামাল নিয়ে যায় গ্র্যান্ড বাজারে। বর্তমান তুরস্কের হরেক রকম সংস্কৃতির ছোঁয়া পেতে হলে এখানে আসতেই হবে। শতাব্দী-প্রাচীন এই বিয্যান্টাইন শহরে মসজিদ, হিপোড্রাম, চার্চ, বাজার আর তোরণের আর শেষ নেই।

গ্র্যান্ড বাজার থেকে সামান্য দূরেই আছে অত্যন্ত পুরোনো একটা পাওয়ার স্টেশন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও ধ্বংস করা হয়নি। ধারণা করা হয়, ঐতিহাসিক কারণে রক্ষা পেয়েছে স্টেশনটা। স্থানীয়রা জায়গাটার কথা ভুলেই গেছে, যেন ওটার অস্তিত্বই নেই। রাতে বাকু থেকে এখানে আসবার সময় রানা আর গ্লোরিয়াকে জায়গাটা সম্বন্ধে বলেছে পাতায়েভ। স্টেশনটা শীতল যুদ্ধের সময় কেজিবির সেফ হাউস হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

'এখন যেটা এফএসএস,' বিল্ডিঙে ঢুকে ব্যাখ্যা করল পাতায়েভ। 'ফেডারাল সিকিউরিটি সার্ভিসেস। সেই আগেরই সংস্থা। নতুন নাম।'

বিল্ডিংটার ভিতরে সোভিয়েত জেনারেটর, বাতিল ইলেকট্রিক টাইপরাইটার, প্রাচীন কম্পিউটার, কপিয়ার আর সার্ভেইলেন্স ইকুইপমেন্টের অভাব নেই। জিনিসগুলো দশ থেকে চল্লিশ বছরের পুরোনো। বেশ কয়েকজন লোক এবং মহিলা তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে, যেন শীতল যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি।

একজন রেডিও অপারেটরের সামনে রানা আর গ্লোরিয়াকে নিয়ে থামল পাতায়েভ। তাদের পিছনে এসে দাঁড়াল বিগ জিম গেলোস। তার হাতে একটা ব্রিফকেস।

'ডেকেছেন?' জিজ্ঞেস করল পাতায়েভ।

'হ্যাঁ,' জানাল অপারেটর। 'জবাব দিচ্ছেন না।'

'ইমার্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে চেষ্টা করে দেখুন,' পরামর্শ দিল রানা।

'আপনার ভাতিজা কী ধরনের কার্গো বহন করবে সে-ব্যাপারে কিছুই জানেন না আপনি?' পাতায়েভকে প্রশ্ন করল গ্লোরিয়া।

'না। শুধু জানি তাকে এক মিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছে। আমার কমিশন তো আছেই। নেভির একটা বোট লাগবে তাদের। মালামাল নিতে কৃষ্ণ সাগর থেকে ইস্তাম্বুলে আসতে হবে ওটাকে। জানি নিকভ পার পেয়ে যাবে। ও একজন ক্যাপ্টেন।'

কৃষ্ণ সাগর আর বসফরাসের বিরাট একটা মানচিত্রের সামনে থামল ওরা। রঙিন পিন গেঁথে রাখা হয়েছে ম্যাপের এখানে ওখানে। ওগুলো সাবমেরিনের চিহ্ন।

বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পাতায়েভ। 'আগে আমরা অন্তত একশো জায়গা পেতাম যেখানে কারও চোখে ধরা না পড়ে উঠতে পারত সাবমেরিন।'

পাতায়েভের বাহুতে হাত রাখল রানা। 'সাবমেরিন? আমাকে আগে বলোনি কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল পাতায়েভ। 'বলিনি? আমি ভেবেছিলাম তুমি জানো। আমার ভাতিজা সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন।'

'কী ক্লাসের সাবমেরিন?'

'চার্লি।'

'নিউক্লিয়ার,' চট করে চিন্তাটা খেলে গেল রানার মাথায়। 'ইউরি, তোমার ভাতিজা কার্গো লোড করতে সাবমেরিন নিয়ে যায়নি। তুখোরভ ওই সাবমেরিনটাই চায়।' গ্লোরিয়ার দিকে তাকাল ও। 'ওরা রিয়্যাক্টরটা ব্যবহার করবে!'

'ঠিক!' গ্লোরিয়াও বুঝেছে। 'সাবের রিয়্যাক্টরে উইপন্স গ্রেড প্লুটোনিয়াম ভরে দিলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে মেল্টডাউন। সাবমেরিনটাই আণবিক বোমার কাজ করবে।'

'সবাই ভাববে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা,' যোগ করল রানা।

'কিন্তু কাজটা কেন করবে?' ভ্রূ কুঁচকে উঠল পাতায়েভের।

ম্যাপটা দেখাল রানা। 'কারণ বর্তমানের সবগুলো পাইপলাইন কাস্পিয়ান থেকে উত্তরে গেছে। এই যে এখানে। এখান থেকে ট্যাঙ্কারে তেল তোলার পর ব্ল্যাক সী পার করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসা হয। বিস্ফোরণটা ইস্তাম্বুল ধ্বংস করে দেবে। কয়েক দশকের জন্যে বিষাক্ত হয়ে যাবে বসফরাস। ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে। তখন কাস্পিয়ান সাগর থেকে তেল নেবার একটা মাত্র উপায় থাকবে।'

'ম্যাকেনরো পাইপলাইন,' বলল গ্লোরিয়া।

'সাবরিনার পাইপলাইন।'

ব্যাপারটা কতোখানি গুরুতর সেটা মাত্র বুঝতে শুরু করেছে পাতায়েভ। 'নিকোভকে সাবধান করে দিতে হবে!'

রেডিও অপারেটর ডাক দিল। 'একটা সিগন্যাল পাচ্ছি আমি!' কাগজ হাতে এগিয়ে এলো সে। বিগ জিম গেলোস ঝুঁকে এলো সে কী বলে শুনতে।

'ইমার্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সি। টু-সিক্স ডিজিট নাম্বার। পনেরো সেকেন্ড পরপর সিগন্যাল দিচ্ছে।'

'জিপিএস সিগন্যাল,' জানাল গ্লোরিয়া। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের মাধ্যমে

জানা যাবে ঠিক কোথা থেকে সঙ্কেতটা পাঠানো হচ্ছে। সাধারণত দূর সাগরে এধরনের সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়। 'জিনিসটা কী হতে পারে?'

'মিস্টার লংফেলো!' বলে উঠল রানা। 'কার্ডটা আমি তাঁকে কন্সট্রাকশন সাইটে দিয়েছিলাম। লোকেটর কার্ড! তিনিই সঙ্কেত পাঠাচ্ছেন।' রেডিওম্যানের কাগজটা নিয়ে মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল ও। কোঅর্ডিনেট ঠিক করে বলল, 'এখানে।'

'কিয কুলেসি,' বলল পাতায়েভ। 'মেইডেন্স টাওয়ার।'

'জায়গাটা চেনো?' পাতায়েভের দিকে ফিরল রানা। চোখের কোণে লক্ষ করল, বিগ জিম গেলোস ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার হাতের সেই বাদামী ব্রিফকেসটা এখন পড়ে আছে একটা চেয়ারের উপর।

'আফগান যুদ্ধের সময় জায়গাটা আমরা ব্যবহার করতাম,' বলতে শুরু করল পাতায়েভ।

রানার মনটা অস্বস্তিতে ছেয়ে গেল। কী যেন একটা গোলমাল আছে।

'অনেক পুরোনো একটা দুর্গ,' আবার শুরু করল পাতায়েভ। 'তৈরি করা হয়েছিল...'

কথাটা তাকে শেষ করতে দিল না রানা, চিৎকার করে উঠল, 'বোমা!' এক হাতে গ্লোরিয়াকে ধরে হ্যাঁচকা টানে একটা পুরোনো জেনারেটরের পিছনে নিয়ে গেল ও। পাতায়েভও ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। এক মুহূর্ত পরেই ঘটল বিস্ফোরণ। ধুলো আর ধোঁয়ায় ভরে গেল ঘর।

কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াল রানা। আহত না হলেও থমকে গেছে গ্লোরিয়া। ঘরে কয়েকজন মারা গেছে। বাকিরা অজ্ঞান। পাতায়েভ অচেতন হয়ে পড়ে আছে একটা চেয়ারের পাশে।

'চলো, বেরিয়ে পড়ি,' গ্লোরিয়ার হাত ধরে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল রানা।

রাস্তায় কোন অস্বাভাবিকতা নেই, তবে পাওয়ার স্টেশন থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দূরে একটা সাইরেন বাজছে, কাছিয়ে আসছে আওয়াজটা। বাড়ির কোনা ঘুরল ওরা দু'জন। থমকে দাঁড়াতে হলো ওখানেই। মেবার এবং কয়েকজন লোক অস্ত্র তাক করে ধরল রানার বুকে।

ওয়ালথার বের করতে হাত বাড়াল রানা ঝটিতে, কিন্তু থেমে যেতে হলো ওকে। ঠিক পিছন থেকে রাইফেল কক করবার ধাতব ক্লিক আওয়াজ হয়েছে।

'পিস্তলটা ফেলে দাও,' পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেল ও।

ঘাড় ফেরাল রানা, দেখল বিগ জিম গেলোস তার একে ৪৭ বাগিয়ে ধরেছে। সোনালী দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'জলদি!'

রানা আর গ্লোরিয়াকে সার্চ করল দু'জন। রানার দিকে নীরবে তাকাল গ্লোরিয়া, যেন জিজ্ঞেস করছে, 'এবার কী করবে?'

একই কথা ভাবছে রানাও।

বাড়ির কোনা ঘুরে কিঁচকিঁচ শব্দে ব্রেক কষে থামল একটা কালো সেডান।

'আমরা বেড়াতে যাচ্ছি,' বলল মেবার। 'মিস ম্যাকেনরো খুব খুশি হবেন আপনাদের দেখে।' কথা শেষে পিস্তল দিয়ে রানার পিঠে খোঁচা দিল সে।

'তোমার বস্ বিশ্বাসঘাতকতা পছন্দ করে না,' গেলোসকে বলল গম্ভীর রানা।

জবাবে সোনালী দাঁতগুলো বের করে আবার হাসল গেলোস।

'পাতায়েভ? খুব বাজে বস্ ছিল সে। প্রচুর কাজ করাত, সেই তুলনায় পয়সা ছিল না। এখন আমি নতুন কাজ পেয়েছি। দায়িত্ব বেশি, কিন্তু বিনিময়ে অনেক-অনেক টাকা।...গাড়িতে ওঠো।'

সেডানের পিছনের সিটে ওঠানো হলো রানা আর গ্লোরিয়াকে। দু'পাশে বসল দু'জন গার্ড। গাড়িটা রওনা হয়ে গেল।

চোদ্দো

নিরীহ চেহারার একটা লঞ্চ ভিড়ল মেইডেন্স টাওয়ারের জেটিতে। রানা আর গ্লোরিয়াকে হাত বেঁধে নামানো হলো লঞ্চ থেকে।

'এগোও,' রানার পিঠে পিস্তল দিয়ে খোঁচা দিল বিগ জিম গেলোস।

ভিতরে ঢুকবার আগে চারপাশে একবার তাকাল রানা। আশেপাশে আর কোন জলযান নেই যে ওদের দেখতে পাবে।

প্রাচীন দুর্গের এন্ট্রি হলে নিয়ে আসা হলো ওদের। অস্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙিন আলো আসছে অপূর্ব ঘরটায়। কেমন যেন গা শিউরানো একটা অনুভূতি হলো রানার। মনে হচ্ছে এখানেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর সমাপ্তি ঘটবে।

পাথরের সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজে তাকাল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বন্দি দু'জনের সামনে দাঁড়াল সাবরিনা। খুশি খুশি লাগছে তাকে দেখতে।

'ইস্তাম্বুলে স্বাগতম, রানা,' মৃদু হাসল সাবরিনা। 'যাত্রাটা আরামদায়ক হয়েছে তো? আশা করি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়নি?' গ্লোরিয়ার দিকে তাকাল সে। 'নতুন বান্ধবী জুটেছে দেখছি। চমৎকার! এ-ও যেন তোমার মতো প্রথম শ্রেণীর খাতির পায় সেটা আমি দেখব।'

'সত্যি খুব অতিথিপরায়ণা তুমি,' শুকনো গলায় বলল রানা।

শীতল হাসল সাবরিনা, মেবারকে নির্দেশ দিল, 'এদের ওপরে নিয়ে যাও।...চিন্তা কোরো না, রানা, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি এসে তোমার সঙ্গে কুশল বিনিময় করব। তার আগে সামান্য কিছু কাজ সেরে নিতে হবে আমাকে।'

ধাক্কা দিয়ে রানাকে সামনে বাড়ানো হলো। ওর পাশে বিপর্যস্ত চেহারায় হাঁটছে গ্লোরিয়া।

মেইডেন্স টাওয়ারের অন্য একটা ঘরে হাতঘড়ি দেখল তুখোরভ। আস্তে করে মাথা কাত করে ইশারা করল সঙ্গীদের। 'যথেষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। চলো।'

প্যাসেজ ধরে গোপন জেটিতে চলে এলো তারা, প্ল্যাটফর্ম থেকে সাবের ব্রিজে উঠল। হ্যাচ খোলাই আছে, ঢুকল অন্ধকার বোটের ভিতর। অসুস্থ একটা পরিবেশ। ম্লান সবুজ আলো জ্বলছে সীলিং থেকে। নীরবতা গায়ে শিহরণ জাগায়।

মেসে চলে এলো তুখোরভ। টেবিলে আর মেঝেতে পড়ে আছে ক্যাপ্টেন নিকোভ আর তার ক্রুরা। তাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে আধখাওয়া স্যান্ডউইচ আর খালি ব্র্যান্ডির গ্লাস। একজন ক্রু বমি করেছিল। তারই মধ্যে পড়ে আছে লাশ। প্রত্যেকের নিষ্প্রাণ চোখ বিস্ফারিত, চেহারায় আতঙ্কের মুখোশ।

'বিষটা খুব দ্রুত কাজ করে,' তুখোরভের এক সঙ্গী মন্তব্য করল।

'এগুলোকে নিয়ে গিয়ে সাগরে ফেলে দাও,' নির্দেশ দিল তুখোরভ। 'পুরোটা সাব চেক করবে। কেউ যেন বাকি না থাকে।'

ক্যাপ্টেন নিকোভকে হেঁচড়ে সরানো হলো। মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে পড়ে গেল তার। ওটা তুলে নিয়ে পরল তুখোরভ। একেবারে খাপে খাপে বসে গেল জিনিসটা, যেন তার জন্যই তৈরি।

'দু'ঘণ্টা পর রওনা হবো আমরা, ততোক্ষণ চিন্তা করতে থাকো কতো বড়লোক হয়ে যাবে তোমরা প্রত্যেকে।'

সঙ্গীদের একজন তুখোরভের হাতে ভারী সীসার কেসটা তুলে দিল। 'প্লুটোনিয়াম, সার।' জিনিসটা তুলে ধরতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে তার।

তুখোরভ কেসটা নিয়ে নিল, যেন ওটা পালকের মতো হালকা। অনুভব করল, আগের চেয়েও অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সে। পিয়েরে স্মারনভের হাতে কেস তুলে দিল। সে চেষ্টা করল যাতে কেউ না বোঝে জিনিসটা তুলে ধরে রাখতে কতোটা কষ্ট হচ্ছে তার।

'রিয়্যাক্টরের বাইরের চেম্বারে এক্সট্রুডার পাবে,' বলল তুখোরভ। 'কাজে লেগে যাও।'

হ্যাচ গলে বেরিয়ে গেল পিয়েরে স্মারনভ।

পুরো সাবমেরিন খুঁজে দেখা হলো আরও কোন লাশ পাওয়া যায় কি না, তারপর প্ল্যাটফর্মে নামল তুখোরভ, নিজের লোকদের নির্দেশ দিল, যেন যার-যার জিনিস নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিল সাবরিনা। সবাই চলে যেতে তুখোরভ বলল, 'রিয়্যাক্টর সিকিওর করা হয়েছে। সবকিছু তৈরি। ঠিক মতোই ঘটবে সব। তোমার কপ্টার রেডি তো?'

'আধঘণ্টা পর আমাকে নিতে আসবে,' জানাল সাবরিনা।

জেটিতে চোখ বুলাল তুখোরভ। ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। সাবরিনার কাছ ঘেঁষে চোখে চোখ রাখল তুখোরভ। এটা এমন একটা মুহূর্ত যে-মুহূর্তটা আসবে ভেবে গত কয়েক সপ্তাহ ভয় পেয়েছে সে। হাত বাড়িয়ে সাবরিনার রেশমী কোমল চুল স্পর্শ করল। 'এবার শেষ বিদায়ের পালা,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'না। এ হচ্ছে শুরু। দুনিয়া আর আগের মতো হবে না কখনও।'

'তোমার সঙ্গে থেকে দেখতে পারলে সত্যি খুশি হতাম।'

একটু দ্বিধা করল সাবরিনা, তারপর বলল, 'আমি···আমিও।'

তুখোরভের মনে হলো, তার প্রতি দুর্বলতা লুকিয়ে রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে সাবরিনা। ওকে আলিঙ্গনে বাঁধতে ইচ্ছে হলো তার, কিন্তু ইচ্ছেটা গলা টিপে মারল। সাবরিনা যখন শীতল নীরব বিদায় চাইছে তবে শীতল নীরব বিদায়ই ঘটুক ওদের মাঝে।

ক্যাপ্টেনের হ্যাট মাথা থেকে খুলল তুখোরভ। চেহারার অর্ধেকটা অনুভূতিশূন্য হলেও দুঃখবোধটা লুকিয়ে রাখতে পারল না সে। আলতো করে সাবরিনার গাল ছুঁতে ইচ্ছে করল, কিন্তু হাত বাড়িয়েও ফিরিয়ে নিল। কী চাইছিল তা যেন সাবরিনা বুঝতে না পারে তাই বিদায়সূচক হাত নাড়ল।

'ভবিষ্যৎটা তোমার। ভাল থেকো।'

ক্যাপ্টেনের হ্যাট ধরিয়ে দিল সে সাবরিনার হাতে, ঘুরে দাঁড়াল, তারপর একবারও পিছনে না তাকিয়ে উঠে পড়ল সাবমেরিনে।

মিশ্র অনুভূতি নিয়ে তুখোরভের যাওয়া দেখল সাবরিনা। তুখোরভকে যেমন বাহুর মধ্যে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে জাগল, তেমনি ইচ্ছে হলো তাকে আঘাত করে। হ্যাচ গলে ঢুকছে তুখোরভ। ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো সাবরিনাকে দেখল। সাবরিনা শপথ করে বলতে পারবে, তুখোরভের চোখে অশ্রু দেখেছে সে। বুকের মধ্যে একটা জমাট কুণ্ডলী মতো অনুভব করল সাবরিনা। কয়েকটা মুহূর্ত কাটল নিজের সঙ্গে লড়াই করে। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে তুখোরভকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মুখের ইশারায় নীরব বিদায় জানাল তুখোরভ, তারপর ঢুকে গেল সাবমেরিনের ভিতর।

চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো সাবরিনার, কাঁদতে ইচ্ছে হলো। অনুভব করল, যেন তারই একটা অংশ দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। জাহান্নামে যাক সব, ভাবল সাবরিনা। এসব সাধারণ মানবিক অনুভূতির অনেক উর্ধ্বে সে। এখন দুর্বলতা দেখানোর সময় নয়। সচেতন ভাবে হৃদয়ের উষ্ণ অনুভূতিগুলো মন থেকে দূর করে দিল। যেন মুহূর্তে তার হৃদয় পরিণত হলো একখণ্ড জমাট বরফে। অনুভূতিটা দ্বিধা আর অস্বস্তিতে ভরা। রাগ হলো সাবরিনার। রাগটা নিজের কোন ক্ষতি করে ফেলবার আগেই কারও উপর প্রকাশ করতে হবে। ঠিক কার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়া যায় সেটা সাবরিনা জানে।

বন্দি রানা!

সাবরিনার নির্দেশে গ্লোরিয়া আর রানাকে তার বেডরুমে নিয়ে গেল মেবার। জোর করে রানাকে বসানো হলো একটা কারুকার্যময় কাঠের পিঠসোজা চেয়ারে। হাতলের সঙ্গে দু'হাত কাফ দিয়ে আটকানো ওর। খুলবার চেষ্টা করে দেখেছে রানা, কাজটা অসম্ভব। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দু'হাত বাঁধা গ্লোরিয়া, কোন সাহায্য করতে পারবে না। তাকে পাহারা দিচ্ছে একজন গার্ড।

ঘরে ঢুকল সাবরিনা। ক্যাপ্টেনের হ্যাটটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এলো রানার দিকে, গ্লোরিয়াকে একবার দেখে নিয়ে প্রগাঢ় চুমু খেল রানার গালে।

'মাসুদ রানা,' মিষ্টি করে বলল। 'শুধু যদি তুমি দূরে সরে থাকতে! হয়তো পরে তোমার সঙ্গে কখনও দেখা হতো আমার। হয়তো প্রেমে পড়তে পারতাম আমরা।'

ভ্রূ কুঁচকাল গ্লোরিয়া। তার দিকে তাকাল সাবরিনা। 'হ্যাঁ, আগের মতো প্রেম করতে পারতাম আমরা। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না, গ্লোরিয়া, যে রানাকে তুমি একা পেয়ে যাবে জীবনের তরে? জানো না, রানা প্রেমিক পুরুষ?' মেবারের দিকে তাকাল

সে। 'মেয়েটাকে তুখোরভের কাছে নিয়ে যাও, এর শেষ সময়টা কীভাবে কাটবে সেটা তুখোরভই ঠিক করুক। আমরা এখানে একা থাকব। শুধু আমি আর রানা।'

গ্লোরিয়ার চোখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। দু'জন প্রহরী তাকে দু'পাশ থেকে ধরে নিয়ে গেল বাইরে। বিদায় নিল মেবার। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জানালার অস্বচ্ছ রঙিন কাঁচের ওপাশে অস্পষ্ট ভাবে তাদের ছায়া দেখতে পেল রানা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে পায়ের আওয়াজ।

জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সাবরিনা। ওখান থেকে পুরো ইস্তাম্বুল দেখা যায়। রানার দিকে তাকাল। 'মেয়েটা সুন্দরী। ওই গ্লোরিয়া। ওকেও তুমি নিয়েছ?'

জবাব দিল না রানা।

আফসোস করে মাথা দোলাল সাবরিনা। 'আমি তোমাকে কী না দিতে পারতাম! পুরো দুনিয়া পেতে তোমার হাতের মুঠোয়।'

'দুনিয়াই যথেষ্ট নয়,' ক্লান্ত শোনাল রানার কণ্ঠ।

'বোকার ধ্যান-ধারণা।' রানার কাছে ফিরে এলো সাবরিনা। সামনে ঝুঁকে এসে রানার চুলে আঙুল চালাল। পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ পেল রানা।

'দুর্গটা চমৎকার না? ভাড়া নিতে আব্বুর বেশ ঝামেলা হয়েছিল। টার্কিশ সরকার দিতে চায়নি। যখন আব্বু বলল ঐতিহাসিক দুর্গের চেয়ে তেল তাদের বেশি প্রয়োজন, তখন ফোঁস নামিয়ে দুর্গটা ভাড়া দেয়।'

আরও কাছে সরে এলো সাবরিনা, রানার কানে ঠোঁট বুলাল। 'সত্যি তুমি আকর্ষণীয়, রানা। দুঃখজনক যে আমরা দু'জন বিপক্ষ দলে।'

'এখনও সর্বনাশ এড়াতে পারো তুমি,' বলল রানা।

'পাগল না কি তুমি?' হাসল সাবরিনা। 'তুমি শেষ, রানা। তুমি ভাল করেই তা জানো।'

রানার গালে নখ দিয়ে আলতো আঁচড় কাটল। 'এখানে প্রত্নতাত্ত্বিকরা খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল। চমৎকার কিছু ফুলদানী পেয়েছিল। সেই সঙ্গে এই চেয়ারটাও পায়।' অলস ভঙ্গিতে চেয়ারের পিছন থেকে একটা চামড়ার ফিতে তুলে দেখাল সাবরিনা। জিনিসটা একটা কাঠের স্ক্রুর মাধ্যমে চেয়ারের সঙ্গে আটকানো। 'আজকাল আর এভাবে অত্যাচার করে কেউ কাউকে মারে না, কী বলো, রানা?'

রানার ঘাড়ে আর গলায় ফাঁসটা শক্ত করে আটকাল সে। আদুরে ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল। এক প্যাঁচ মারল স্ক্রুতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে স্ক্রুর খোঁচা খেল রানা। চমকে গেল ব্যথাটা পেয়ে। মাথা পিছন দিকে হেলে পড়েছে। জিনিসটা শুধু শ্বাসরোধ করেই মারবে না, একই সঙ্গে মেরুদণ্ডটা ভেঙেও দেবে!

'মিস্টার লংফেলো কোথায়?' ব্যথার দিক থেকে মনোযোগ সরাতে চাইল রানা।

'আছেন। এখনও। মারা যাবেন একটু পর।'

'তুখোরভকে ভালবেসে ফেলেছিলে বলে এতো মানুষের মৃত্যু ঘটবে?'

'আর সাতবার এক পাক করে স্ক্রু ঘোরালে তোমার ঘাড় ভেঙে যাবে।' চেয়ারের পিছনে গিয়ে আরেক প্যাঁচ স্ক্রু ঘোরাল সাবরিনা।

ব্যথাটা আরও বাড়ল রানার।

'তুখোরভকে ভালবাসিনি। তুখোরভই আমাকে ভালবেসে ফেলেছিল। সেই ছোটবেলা থেকেই পুরুষ জাতটার ওপর কর্তৃত্ব করতে পারি আমি। যখন বুঝলাম আমার সৎবাপ আমাকে কিডন্যাপারদের কাছ থেকে ছোটাবে না, তখন নতুন পক্ষ তৈরি করে নিলাম।'

বুঝতে পারল রানা। 'তুমি তুখোরভকে ব্যবহার করলে।'

'হ্যাঁ। ঠিক যেমন তোমাকে ব্যবহার করেছি। তবে তোমাকে পটানো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।'

কান থেকে দুল খুলে ছেঁড়া কানের লতি দেখাল সাবরিনা। 'আমি তুখোরভকে বলেছিলাম আমাকে তার আহত করতে হবে, যাতে ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন না ওঠে। সে যখন বলল পারবে না, তখন ঠিক করলাম কাজটা আমি নিজেই করব। তা-ই করেছি।'

স্ক্রুতে আরেক প্যাঁচ দিল সাবরিনা। তীব্র খোঁচাটা অনুভব করল রানা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল ওর কপালে। নিচু গলায় বলল, 'নিজের সৎবাবাকে খুন করেছ তুমি।'

'সে-ই আমাকে খুন করেছে! প্রথমে আমার আম্মুকে মেরেছে অবহেলা করে। আম্মু ভেবেছিল তাকে ব্যবহার করে উন্নতি করতে পারবে নিজেদের পরিবারের। কিন্তু তা হয়নি। তার কোন কথাই লোকটা কানে তুলতো না। আম্মুদের তেলের খনি কমদামে কিনে নিয়েছে, তারপর আম্মুকে হেলাফেলা করে শেষ করেছে। একাকী এক হতাশ দুঃখিনী মানুষের মতো মরতে হয়েছে তাকে। তারপর যেদিন লোকটা কিডন্যাপারদের মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করল, সেদিনই মারা গেছি আমি।' উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে সাবরিনার চেহারা।

ব্যাপারটা কী ঘটেছে বুঝতে পারছে রানা। তুখোরভ পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাওয়ার আশায় সাবরিনাকে অপহরণ করে। তারপর সার মাহতাব যখন মুক্তিপণ দিলেন না তখন সাবরিনার মনে হলো বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে তার সঙ্গে। ঠিক করল প্রতিশোধ নেবে। মোহমায়ায় জড়াল তুখোরভকে, তারপর তাকে বোঝাল, যাতে তুখোরভ সার মাহতাবকে খুন করতে তাকে সাহায্য করে।

'কিডন্যাপিঙের আগেই আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম কীভাবে আব্বুকে সরানো যায়।' চোখ চকচক করছে সাবরিনার। 'আম্মুর সম্পত্তি উদ্ধারের পরিকল্পনা আঁটছিলাম। তারপর কিডন্যাপ হওয়ায় ভয় পেয়ে যাই আমি। আমার হাত-পা বাঁধা ছিল। চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। জোর করে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বুঝলাম এতে করে আমার উপকারই হয়েছে। সৌভাগ্য বয়ে এনেছে অপহরণটা। তুমি যেমন বললে, রানা, সত্যি আমি বেচারা তুখোরভকে ব্যবহার করলাম। পটে গেল তুখোরভ। ওকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগালাম। ঠাণ্ডা মাথার খুনি ও, কিন্তু আমার কাছে পুরোপুরি অসহায় হয়ে গেল। সামান্য আদর দিয়ে ওকে জয় করে নিলাম আমি। পুরুষ মানুষ একটু ভালবাসার জন্যে সবকিছু করতে পারে, তুমি কী বলো, রানা?'

'শুধুই ক্ষমতার জন্য এতোকিছু করলে?' সময় চাইছে রানা। হাত মুচড়ে চেষ্টা করছে হ্যান্ডকাফ খুলবার।

'হ্যাঁ!' জ্বলজ্বল করে উঠল সাবরিনার চোখ।

'সব তো এমনিতেই তোমার হতো, সাবরিনা। তা হলে?'

'অপেক্ষা করতে চাইনি আমি। সার মাহতাব আরেকটা বিয়ে করলে? তখন আমি যেতাম কোথায়? আর এখন? মানচিত্র পাল্টে দেব আমি। আমার কাজ যখন শেষ হবে তখন সারা দুনিয়ার মানুষ আমার নাম জানবে।'

'মেল্টডাউনটাকে কেউ দুর্ঘটনা বলে বিশ্বাস করবে না।'

স্ক্রুতে আরেকটা মোচড় দিল সাবরিনা। কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ঝরল, 'বিশ্বাস করবে। বিশ্বাস করতেই হবে।'

আবার স্ক্রুতে মোচড়।

ব্যথা! চোখে ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছে না রানা। সারা মুখ ঘামে ভিজে গেছে।

'কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে!' দুলটা আবার কানে পরে নিল সাবরিনা, রানার কোলে বসে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমিও না, রানা।...জানো কী ঘটে মানুষের শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে?'

'সাবরিনা...' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে রানার। 'এখনও দেরি হয়ে যায়নি। আশি লক্ষ লোক মারা যাবে তুমি না বুঝলে।'

হাসল সাবরিনা, স্ক্রুতে আরেক প্যাঁচ দিল। দাঁতে দাঁত চেপে বসল রানার। হাড়ের গা গুলানো মটমট আওয়াজ শুনতে পেল দু'জন। চোখ বন্ধ করে যতোটা সম্ভব শান্ত থাকতে চেষ্টা করল রানা। টের পেল জিভ দিয়ে ওর ভ্রূর ঘাম চাটছে সাবরিনা। ফিসফিস করে বলল, 'সুযোগ থাকতে থাকতে আমাকে তোমার মেরে ফেলা উচিত ছিল, রানা। কিন্তু পারোনি তুমি। আমাকে খুন করতে পারবে না। আমাকে তুমি তো ভালবাসো। ভালবেসে নিজেই মরেছ।'

নড়েচড়ে বসল সাবরিনা। 'আর মাত্র দুটো মোচড়, রানা।'

উবু হয়ে স্ক্রুতে আরেকবার মোচড় দিল সে। এবার রানার মনে হলো গরম লোহার শিক ঢুকছে ঘাড় দিয়ে। চোখে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল। ফুঁপিয়ে উঠল রানা। অনেক কষ্টে বলল, 'তোমার...কোন মূল্য...নেই আমার কাছে।'

'রানা,' ফিসফিস করল সাবরিনা। আস্তে করে শেষ প্যাঁচটা কষতে শুরু করল।

জ্ঞান হারাচ্ছে রানা। অচেতনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। বাইরে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে চেতনা ধরে রাখবার চেষ্টা করল।

থমকে গেল সাবরিনা। শ্বাস আটকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনল। ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল জানালার কাছে।

বাইরে বোট থেকে নেমে পাথরের উপর দিয়ে দরজার দিকে ছুটে আসছে ইউরি পাতায়েভ, সঙ্গে তিনজন সশস্ত্র সঙ্গী। চারজনই অটোমেটিক কারবাইন থেকে বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়ছে। পাতায়েভের সারা গা রক্তে মাখামাখি। বিশাল বপু দুলিয়ে ছুটে আসছে লোকটা। তার পিছনে পথের উপর পড়ে আছে সাবরিনার দু'জন মৃত গার্ড।

ঢুকে পড়েছে পাতায়েভ এবং তার লোকরা। বাড়ির ভিতর গোলাগুলি শুরু হলো। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা নাইন এমএম ব্রাউনিং বের করল সাবরিনা। ঠিক তখনই একটা জানালার কাঁচ চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ল। সারা শরীরে ফুটো নিয়ে

ঘরের ভিতর আছড়ে পড়ল মেবারের লাশ।

পাথরের মেঝেতে দ্রুত রক্ত গড়াচ্ছে। সাবরিনার দু'জন গার্ড পিছু হটে ঘরের ভিতর ঢুকল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা শত্রুদের লক্ষ্য করে গুলি করছে তারা। পাতায়েভ এবং তার লোকদের গুলির তোড় অনেক বেশি। ঝাঁঝরা বুক নিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল গার্ড দু'জন।

ভাঙা কাঁচের ভিতর দিয়ে ঢুকল পাতায়েভ, কাঁধে গুলি খেয়েছে। চেহারা দেখে মনে হলো খোদ শয়তান। তার এক হাতে এখন পিস্তল, অন্য হাতে লাঠি। চেয়ারে রানাকে বন্দি দেখে সাবরিনার দিকে তাকাল। সাবরিনা পিস্তল ধরা হাতটা দেহের পিছনে নিয়ে রেখেছে।

ঘরের বাইরে আরেক দফা গোলাগুলি হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে বিগ জিম গেলোসকে দেখতে পেল পাতায়েভ। দানবটা একে ৪৭ নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

'বস্!' আহ্লাদী সুরে বলতে শুরু করল লোকটা, 'দারুণ খুশি লাগছে আপনি বেঁচে আছেন দেখে! এরা আমাকে বোকা বানিয়ে...'

সোজা বুকে গুলি করল পাতায়েভ, চোখের পাতাও কাঁপল না। ঘোঁৎ করে উঠল গেলোস, পাল্টা গুলি করল। কিন্তু অনেক দূর দিয়ে গেল তার লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি। ধপ করে মেঝেতে পড়ল গেলোসের লাশ।

সাবরিনার দিকে তাকাল পাতায়েভ। 'আমি একটা সাবমেরিন খুঁজছি। ওটার ক্যাপ্টেন আমার ভাতিজা।'

মেঝেতে পড়ে থাকা ক্যাপ্টেনের হ্যাট দেখতে পেল সে এবার। এর মানে কী হতে পারে বুঝতে দেরি হলো না। পিস্তল তুলল সে সাবরিনাকে লক্ষ্য করে। 'ওটা আমার কাছে দাও।'

উবু হয়ে হ্যাট তুলল সাবরিনা। হ্যাটের আড়ালে ব্রাউনিংটা লুকিয়ে রেখেছে। হ্যাট বাড়িয়ে ধরে বলল, 'দুঃখজনক। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তোমার।'

হ্যাটের ভিতর থেকে তিনটে গুলি করল সাবরিনা। তিনটেই পাতায়েভের বুকে গাঁথল। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছু হটল পাতায়েভ, দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে দেখল সাবরিনাকে, তারপর পিছলে উপুড় হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

তার কাছে চলে গেল সাবরিনা, পা দিয়ে পাতায়েভের হাতের পিস্তলটা সরিয়ে দিল।

মৃত্যু আর মাত্র একচুল দূরে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মেঝে থেকে এক মিলিমিটার তুলতে পারল পাতায়েভ তার লাঠিটা। বুকের সঙ্গে চেপে ধরল ওটার হ্যান্ডেল, ডগাটা তাক করল সরাসরি রানার দিকে। চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখছে সাবরিনা। টর্চার চেয়ারে বসা রানাকে দেখল পাতায়েভ। রানাও তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

চোখ সরু হলো পাতায়েভের, লাঠিটা এমন ভাবে ঝাঁকি দিল যে দেখে মনে হলো জিনিসটা পাম্প অ্যাকশন শটগান। একটা গুলি রানার পিছনে চেয়ারের কাঠের কুচি ওড়াল। সাবরিনা লক্ষ করল না রানার এক হাতের কাফ পুরোপুরি ছিঁড়ে দিয়ে গেছে গুলিটা। দুর্দান্ত, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ!

চোখের ভাষায় নীরব সমঝোতা হলো পাতায়েভ আর রানার। এটা ওদের দু'বন্ধুর একসঙ্গে লড়া শেষ লড়াই। মৃদু হাসল পাতায়েভ, তারপর তার চোখ থেকে জীবনের আলো নিভে গেল। আস্তে করে একদিকে কাত হয়ে গেল মাথা।

চোখে দ্বিধা নিয়ে পাতায়েভের দিকে তাকাল সাবরিনা। তার গুলিটা কী করেছে জানে না, শুধু জানে গুলিটা রানার গায়ে লাগেনি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার দিকে ফিরল। 'এক মিনিট, রানা। আমি কথা সেরে আবার তোমার সঙ্গে গল্প করব।' একটা ওয়াকিটকিতে বলল, 'ওপরে সব ঠিক আছে। তোমাদের কী অবস্থা? তৈরি?'

'হ্যাঁ,' ভেসে এলো তুখোরভের গলা। 'ভয় পাচ্ছিলাম তোমার না ক্ষতি হয়ে যায়।'

'আমি ঠিক আছি। এবার রওনা হয়ে যাও। বিদায়।'

'ঠিক আছে। বিদায়, সাবরিনা। আমাকে মনে রেখো।'

ওপ্রান্তে ওয়াকিটকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল সাবরিনা, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওয়াকিটকিটা রেখে পাতায়েভের লাশটা দেখল একবার, তারপর রানার দিকে ফিরল।

'পাতায়েভ তোমাকে ঘৃণা করত, তাই না, রানা?' খানিকটা বিস্ময় ঝরল সাবরিনার কণ্ঠে। আবার চেয়ারের কাছে চলে এলো সে, রানার কোলে বসে পড়ল। 'এবার তোমার প্রার্থনার সময় হয়েছে, রানা।'

দীর্ঘ চুমু দিল সাবরিনা রানার ঠোঁটে। সামনে ঝুঁকল স্ক্রুতে শেষ মোচড়টা দেওয়ার জন্য।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার দেহে, ঝটকা দিয়ে ছুটে এলো ওর এক হাত, খপ করে সাবরিনার গলা আঁকড়ে ধরল। শক্ত করে সাবরিনাকে ধরে রেখেছে রানা। দু'জনের মুখ এখন খুব কাছাকাছি। রানার চোখে সর্বনাশা দৃষ্টি। চাপ বাড়াল, তারপর ধাক্কা মেরে মেয়েটাকে গায়ের উপর থেকে সরাল ও। সাবরিনার নখের আঁচড়ে গাল চিরে গেল ওর।

মুহূর্তের জন্য বোকা হয়ে গেছে সাবরিনা, হোঁচট খেয়ে পিছাতে পিছাতে কোনমতে ভারসাম্য রক্ষা করল। দ্রুত অন্যহাতটা ক্ল্যাম্প মুক্ত করল রানা, ফাঁসটা টান দিয়ে ছুটিয়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। ততোক্ষণে সামলে নিয়েছে সাবরিনা, দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে।

আগে পাতায়েভের পালস দেখল রানা, তারপর রক্তাক্ত পিস্তলটা তুলে নিল। ওয়াকিটকিটা নিয়ে ইতস্তত করল সামান্য। সাবমেরিনের দিকে যাবে, না সাবরিনার পিছু নেবে?

সাবরিনার পিছনে যাওয়াই ঠিক করল। ডাইনীটাকে ধরা দরকার।

জেটিতে গম্ভীর গর্জন ছেড়ে চালু হলো সাবমেরিনের এঞ্জিন।

পনেরো

এঞ্জিন চালু হওয়ায় মৃদু মৃদু কাঁপছে সাবমেরিন। মাথার ভিতর বুলেটের নড়াচড়া টের পেল তুখোরভ। কেমন যেন একটা দপদপে অনুভূতি। কিন্তু তা কী করে হয়! এ স্রেফ মনের ভুল, কল্পনা। তার নার্ভগুলো তো সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। তবে এধরনের ব্যাপার ঘটবে, সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল হারামজাদা সিরিয়ান ডাক্তার। দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে নোভোকেইন দেওয়ার পর রোগীর যেমন লাগে, ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম। ডাক্তাররা তখন বলে, সামান্য চাপ অনুভব করবেন আপনি। ঠিকই তা-ই অনুভব করছে তুখোরভও। সামান্য একটা চাপ।

গত চব্বিশ ঘণ্টায় শারীরিক কিছু পরিবর্তন লক্ষ করেছে সে। সাবরিনাকে কিছু বলেনি। দ্রুত বাড়ছে তার শক্তি আর সহ্যক্ষমতা, সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে ঘ্রাণ, স্বাদ আর স্পর্শের অনুভূতি। এখন কোন অনুভূতিই নেই। সে যেন একটা লাশ!

ডাক্তার গাধাটা বলেছিল একেবারে শেষের আগে এমনটা ঘটবে। কথাটা পছন্দ হয়নি তুখোরভের। লোকটা তার মাথার ভিতর থেকে বুলেটটাও বের করতে পারেনি। কাজেই মরতে হয়েছে তাকে।

সাবের কন্ট্রোল রুমের ভিতর চোখ বুলাল তুখোরভ। তার সামান্য যে-ক'জন ক্রু আছে তারা নিজেদের জায়গায় তৈরি। দু'জন এখানে, একজন ট্যাঙ্ক রুমে, একজন টর্পেডো রুমে। এরা মনে করছে একেকজন বিরাট বড়লোক হয়ে ফিরে আসবে। জানে না নিয়তির হাতে নিজেদের নিঃশেষ করতে হবে তাদের। নড়তে শুরু করেছে সাব। এখন সে না চাইলে এটাকে ঠেকানো যাবে না। সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক চলছে। কোন সমস্যা নেই।

তা হলে এতো অলস লাগছে কেন? শেষের কাছে চলে এসেছে বলে? মারা যাচ্ছে সে?

রিফ্লেক্স পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আঙুল আর হাত নেড়ে কয়েকটা সাধারণ ব্যায়াম করল তুখোরভ।

সব তো ঠিকই আছে! চোখের দৃষ্টিও তার পরিষ্কার। কানে শুনতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে সে যেন দেহের ভিতর নেই, অনেক উপর থেকে দেখছে সবকিছু। কিছুই বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না।

ঠিক আছে, যদি মারা যেতেই হয় তা হলে কাজটা শেষ করে তবেই মরবে সে। প্রয়োজনে সময়ের আগেই ঘটাতে হবে যা ঘটাবার। শুধু খেয়াল রাখতে হবে সাবরিনা যাতে সরে যেতে পারে।

টাওয়ারে কী ঘটেছে সেটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না তুখোরভ। ওয়াকিটকিতে সাবরিনাকে হাঁপাতে শুনেছে সে। সাবরিনা বলেছে সব ঠিক আছে।

আচ্ছা, মাসুদ রানা পালায়নি তো? অসম্ভব। সাবরিনা লোকটাকে ধীরে ধীরে

কষ্ট দিয়ে মারবে ঠিক করেছে। হয়তো কাজটা করবার উত্তেজনাতেই হাঁপাচ্ছিল সাবরিনা।

গত একটা বছরের কথা চিন্তায় এলো তার। মানুষ হিসাবে কতোটা বদলে গেছে সে ভাবলে বিস্ময় লাগে। সাবরিনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত তিক্ত মনের এক একাকী-সন্ত্রাসী ছিল সে। কখনও মেয়েদের ব্যাপারে সফলতা পায়নি। একবার এক জেলখানার সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছিল, ছোট বেলায় আদর ভালবাসা না পাওয়াটাই তার ভিতর খারাপের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হওয়ার কারণ।

মায়ের কথা ভাবল তুখোরভ। তার মা ছিল মস্কোর এক বারের বাঁধা পতিতা। বড় তিন বোন আর তাকে মোটেই সময় দিতে পারত না মহিলা। বলা যায় না, হয়তো তাদের চার ভাই-বোনের বাবা ভিন্ন-ভিন্ন। নিজের বাবাকে কখনও দেখেনি তুখোরভ।

গভীর রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত মা। ছোট্ট ঘুপচি ফ্ল্যাটে অ্যালকোহল আর সিগারেটের ধোঁয়ার কটু গন্ধের কথা মনে পড়ে গেল তুখোরভের। চিৎকার করবার জন্য কোন না কোন অজুহাত বের করেই নিত মহিলা। হয়তো কোন এক বোন কাপড় ধুতে ভুলে গেছে, আরেকজন টয়লেট পরিষ্কার করেনি, সে হয়তো মেঝে মোছেনি।

মাঝে মাঝে বোনরা তার ঘাড়ে নিজেদের দোষ চাপিয়ে দিত। তখন তাকে পিটাত মাতাল মহিলা। বোনরা দেখত আর খিলখিল করে হাসত। ওহ্, কী ঘৃণাই না করে সে ওদেরকে!

আরেকটা স্মৃতি হঠাৎ করে মনে পড়ল তুখোরভের। যেদিন সে ঘর ছাড়ল। বরফ পড়ছিল বাইরে। মেঘাতুর আকাশ। হিম ঠাণ্ডা। গায়ে তার গরম জামা নেই, পকেটে টাকা নেই। বয়স মাত্র চোদ্দো। সেই থেকে একা পথ চলার শুরু। আর কখনও মা কিংবা বোনদের খোঁজ নেয়নি সে।

পরে এক বোনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় জেনেছিল তার মাকে মাতাল এক নাবিক একটা বস্তিতে ছোরা মেরে খুন করেছে। তিন বোন তখন আলাদা হয়ে গেছে। তাদের দু'জন পতিতাবৃত্তি করে। বড়জন ওয়েইট্রেস। কারও কাছে টাকা-পয়সা নেই, ফকিরের মতো জীবনযাপন করছে। সাহায্য চেয়েছিল তার কাছে বড় বোন। তুখোরভ সাহায্য করেনি। ছোটবেলায় তার প্রতি কী আচরণ তারা করেছে সেটা কখনও ভুলতে পারেনি সে। তারপর থেকে আর কোন খোঁজ জানে না সে বোনদের। জানবার আগ্রহও নেই।

আঠারো বছর বয়সে সোভিয়েত আর্মিতে যোগ দিল সে। অবিশ্বাস্য দ্রুত উন্নতি করল। পাঁচ বছরে পদোন্নতি পেয়ে হয়ে গেল মেজর। কমান্ডো ট্রেইনিং নিল। কর্নেল হওয়ার পর ডাক পড়ল কেজিবি থেকে। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে কেজিবিতেই ছিল। এসময়ে সে তিনজন বিএসএস এজেন্ট, চারজন সিআইএ এজেন্ট এবং সাতজন মোসাদ এজেন্টকে হত্যা করে। অফিসের দেয়ালে একটা চার্ট ঝুলিয়ে রাখত তুখোরভ, কাদের কাদের খুন করেছে তার চার্ট।

এরমধ্যে কয়েকবারই নারীসঙ্গ ভোগ করেছে সে। একবারও তৃপ্তি পায়নি।

শেষে মেনে নিয়েছিল, তার পক্ষে নারী সম্ভোগের আনন্দ লাভ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু তারপর পত্রিকার পাতায় সাবরিনাকে দেখল সে। বিরাট বড়লোকের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, অসাধারণ সুন্দরী। প্রথম দেখাতেই প্রেম। তুখোরভ ঠিক করে ফেলল, একে তার চাই। যেমন করে হোক। এর ত্বক স্পর্শ করতে হবে, দেহের ঘ্রাণ নিতে হবে, এর অধরসুধা উপভোগ করতে হবে। সম্পূর্ণ নিজের করে দখল করতে হবে একে।

তখনই কিডন্যাপিঙের পরিকল্পনা করল সে। প্রথমে মুক্তিপণের টাকাও একটা বড় ব্যাপার ছিল, যতোদিন না সাবরিনার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে।

কী অপূর্ব সুন্দরী সাবরিনা!

প্রথম প্রথম তার সঙ্গে মোটেই কথা বলত না সাবরিনা। একবার মুখে থুতুও মেরেছিল। তখন চড় কষে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

কিডন্যাপিঙের দ্বিতীয় দিন মুক্তিপণ চেয়ে প্রথম চিঠি পাঠানো হয়। সার মাহতাব জানালেন আরও সময় দরকার তাঁর। খবরটা যখন সাবরিনা শুনল, কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিল ও।

'আরও সময়?' জিজ্ঞেস করেছিল। 'কীসের জন্যে? টাকার তো অভাব নেই আব্বুর!'

তারপর থেকে বদলে যেতে শুরু করল সাবরিনার আচরণ। যখন খাবার সময় হতো, সাবরিনা অনুরোধ করত যাতে সে নিজে খাবার নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে অনুরোধ করত, যাতে সে পাশে বসে, গল্প করে সাবরিনার খাওয়ার সময়। আস্তে আস্তে তার ব্যাপারে সাবরিনার ভয় কমে গিয়েছিল।

সাবরিনাকে দেখতে ভাল লাগত তার, কথা শুনতে পছন্দ করত, কাজেই আপত্তি করেনি সে। বুঝেছিল মেয়েটার প্রতি সাঙ্ঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে সেটা গোপন রেখেছিল। এখন বুঝতে পারে তার অন্তরের ভিতরটা পর্যন্ত দেখে নিয়েছিল সাবরিনা, জানত ঠিক কী করতে হবে তাকে নিজের কাজে জড়িয়ে নিতে হলে।

এতো বুদ্ধিমতী মেয়ে আগে কখনও দেখেনি তুখোরভ।

অপহরণের সাতদিন পার হওয়ার পর জানানো হলো, মুক্তিপণ দিতে আরও সময় দরকার সার মাহতাবের। স্পষ্ট বোঝা গেল, সময় নষ্ট করছেন তিনি। গোপন সূত্রে তুখোরভ খবর পেল, বিএসএস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন সার মাহতাব। খবরটা যখন সাবরিনা শুনল, রাগে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল বেচারী।

'আমার দাম কি মাত্র পাঁচ মিলিয়ন ডলারও না? ওটুকু টাকা তো আব্বুর মতো বড়লোকের কাছে পায়ের নখের ময়লা।'

সেরাতে ব্যতিক্রমী একটা ঘটনা ঘটল। যতোক্ষণ বেঁচে আছে সেই স্মৃতি কখনও ভুলতে পারবে না তুখোরভ।

সেরাতে সাবরিনা তাকে ডেকে আনাল, বিশেষ করে অনুরোধ করল একটা আইস বাকেট আর শ্যাম্পেন নিয়ে আসতে। তুখোরভ ঘরে ঢুকবার পর দেখল বিছানায় শুয়ে আছে সাবরিনা। গায়ে ধবধবে সাদা চাদরটা ছাড়া আর কিছু নেই ওর শরীরে।

খুব ধীরে ধীরে তাকে উত্তেজিত করেছিল সাবরিনা। প্রথমে খুব নার্ভাস বোধ করছিল সে, ভয় পাচ্ছিল আবারও একটা বাজে অভিজ্ঞতা হবে। কিন্তু তার ভয় দূর করে দিয়েছিল সাবরিনা। পুরোপুরি উৎসর্গ করেছিল নারীত্ব, উজাড় করে দিয়েছিল নিজেকে। নিষ্পাপ ছিল না ও।

সেই প্রথম নারীর কাছে যাওয়ার আনন্দ কী তা বুঝল তুখোরভ।

তারপর থেকে সে সবসময় ক্রীতদাস আর সাবরিনা তার রানী। কথাটা ভাল না শোনালেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তার। কাঙালের মতো ভালবেসেছে সে সাবরিনাকে। ওর জন্য করতে পারবে না সে এমন কাজ নেই।

সেরাতে একসময় ব্যবসার কথা তুলল সাবরিনা। সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার প্রিয় আব্বুকে খুন করতে কেমন লাগবে তোমার?'

ব্যাখ্যা করে বলেছিল নিজে ও ম্যাকেনরো ইন্ডাস্ট্রিজের কর্তৃত্ব চায়। মা'র তরফ থেকে পাওয়া তেলে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। দারুণ একটা পরিকল্পনা আছে ওর, সে-অনুযায়ী কাজ করলে গোটা দুনিয়ার তেল-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ও আর তুখোরভ।

কয়েকদিন মনের ভিতর সাবরিনার পরিকল্পনা নেড়েচেড়ে দেখল তুখোরভ। এর মধ্যে নিজের পুরো ছকটা ভাল করে তাকে বুঝিয়ে দিল সাবরিনা। জানাল কীভাবে ওর জীবনে আসবে তুখোরভ, দু'জন দু'জনকে ভালবেসে প্রাচুর্যের মাঝে আনন্দে জীবন কাটাবে।

ভবিষ্যতের পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করল সাবরিনা তার সঙ্গে। কাজ হলে তারা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালীদের অন্যতম। এর জন্য বসফরাস আর ইস্তাম্বুল ধ্বংস করতে হবে। এতে করে পশ্চিম ইউরোপে বর্তমান তেলের লাইনগুলো তাদের কার্যকারিতা হারাবে। তেলের একটা মাত্র লাইন থাকবে তখন। ম্যাকেনরো পাইপলাইন। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালিনী মহিলায় রূপান্তরিত হবে সাবরিনা।

সাবরিনা প্রস্তাব দিল, ওর কথা মতো চললে নিজের ডানহাত হিসাবে সাথে রাখবে তুখোরভকে, আজীবন।

প্রথম কাজ সাবরিনার পালানোটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা। তিন সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পর সাবরিনা সিদ্ধান্ত নিল, সবচেয়ে ভাল হয় যদি এমন ভাবে ব্যাপারটা সাজানো যায় যে, কপাল ভাল হওয়ায় কিডন্যাপারদের কয়েকজনকে খুন করে পালিয়েছে সে। পালানোর সুযোগের জন্য একজন প্রহরীকে শরীর দিয়েছে বলতেও দ্বিধা নেই তার। তারপর গুলি করে তিনজনকে মারে।

সাবরিনা পালানোর পরে বলবে সেসময় তুখোরভ ছিল না। আসলে তুখোরভই তার সঙ্গীদেরকে গুলি করে মারে। ভাবনাটা আসায় মৃদু হাসল তুখোরভ। সাবরিনা এতোই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কাজটা করতে একটুও বাধেনি তার।

অবশ্য তেমন কাজের লোক ছিল না তার সঙ্গীদের কেউ।

তারপর সত্যি সত্যি পালিয়েছে সেটা প্রমাণ করবার সময় এলে দুর্দান্ত সাহস দেখিয়েছিল সাবরিনা। তিনবার তুখোরভকে ওর মুখে ঘুসি মারতে বাধ্য করে সে। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। একটা চোখে কালো দাগ হয়ে যায়।

'অত্যাচারের চিহ্ন থাকতে হবে, গুস্তাভ,' শান্ত স্বরে বলেছিল সাবরিনা। 'নইলে কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। পালানো সহজ হয়নি সেটা বোঝাতে হবে।'

প্লায়ার্স বাড়িয়ে দিয়েছিল, বলেছিল ওর কান কেটে নিতে।

এবার স্রেফ মানা করে দিয়েছিল তুখোরভ। তখন সাবরিনা উৎসাহ দিয়েছিল। 'তুমি তো করেছ এসব কাজ। এ তো তোমার জন্যে কিছুই না, গুস্তাভ। কানের লতিটা কেটে নাও।'

একচুল নড়েনি তুখোরভ। বলেছিল, 'আমি তোমার একটা লোমেরও ক্ষতি করতে পারব না।'

'কেন?'

'আর ব্যথা দিতে পারব না আমি। যথেষ্ট হয়েছে! তোমার কষ্ট হবে।'

মুচকি হেসেছিল সাবরিনা, বলেছিল, 'বেঁচে থেকে কী লাভ, যদি বেঁচে থাকাটা অনুভবই করা না যায়!'

শেষে নিজেই নিজের কাজ সেরেছিল সাবরিনা, সামান্যতম দ্বিধা না করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্লায়ার্স দিয়ে নিজের কানের লতি কেটে ফেলেছিল। রক্ত ছিটাচ্ছিল ক্ষতটা থেকে। ব্যথায় একটু শব্দও বের হয়নি ওর মুখ দিয়ে। এখন ঠিক মনে পড়ছে না, তবে রক্ত দেখে যেন সামান্য হেসেওছিল সাবরিনা।

তুখোরভ ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। সাবরিনাকে দেখতে অত্যাচারিত অপহৃতার মতো দেখাচ্ছে বুঝে নেওয়ার পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেয় দু'জন। তুখোরভ পিছনে তিনটে লাশ ফেলে রেখে রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা দেয়, সাবরিনা বেরিয়ে পড়ে বাড়িটা থেকে। একটা লরি থামায় পথে। লরি তাকে পৌঁছে দেয় থানায়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল সার মাহতাবকে সরানো। রাশিয়ার উপর মহলে যোগাযোগ আছে তুখোরভের। সেই যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে রাশিয়ান অ্যাটমিক এনার্জির একটা ভুয়া রেকর্ড সার মাহতাবের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করতে ঝামেলা হয়নি। সেই সঙ্গে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছিল। টাকাগুলোকে বিস্ফোরকে পরিণত করে সে। সাবরিনা আর সে ঠিক করেছিল কাজটা সারবার আগে এক বছর সময় পার হওয়া দরকার। তাতে বিপদের ঝুঁকি কমবে। এরইমধ্যে সিরিয়ায় বিএসএস-এর এজেন্টের গুলিতে মাথার ভিতর বুলেট রয়ে গেল তার। কিন্তু তাতে পরিকল্পনা থমকে থাকেনি। খুন হয়ে গেলেন সার মাহতাব।

পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল আণবিক বোমা চুরি করে প্লুটোনিয়াম দখল করা। আইডিএ আর রাশিয়ান আর্মির নাকের ডগা দিয়ে হাইজ্যাক করা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনে করে বোমাটা সরিয়ে নিয়ে যায় তুখোরভ। সাবরিনা নিজের প্রভাব আর টাকা খাটিয়ে রাশিয়ান সাবমেরিন হাতে পাওয়ার ব্যবস্থা করে। চমৎকার ভাবে খাপে খাপে মিলে গেছে সব, কাজে কোন খুঁত নেই।

শুধু যদি বিএসএস-এর এজেন্ট তার মাথায় গুলিটা না করত! শুধু যদি অনুভূতি থাকত তার আজও! তা হলে আজকে দোজখের পথে তাকে ওয়ানওয়ে টিকেট কাটতে হতো না। সুচারু ভাবে সব সেরে সাবরিনার পাশে ক্ষমতার আসনে বসতে পারত সে। হয়তো সাবরিনার ভালবাসাও ধরে রাখতে পারত। কুত্তার বাচ্চা

মাসুদ রানাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠত না সাবরিনা।

যাই হোক, এখন আর এসব ভেবে কোন লাভ নেই। সাবরিনাকে তৃপ্ত করা তার সাধ্যের বাইরে। সাবরিনার চাহিদা সে অস্বীকার করবে কী করে! খুবই শরীরতান্ত্রিক মেয়ে সাবরিনা। রানার প্রতি সাবরিনার আকর্ষণ জন্মেছে, জানে সে। সেরাতে ওরা দু'জন ক্যাসিনো থেকে বের হওয়ার পর…রানাকে তখনই খতম করে দিতে পারত সে, কিন্তু সাবরিনার প্রতি ভালবাসার কারণে পারেনি। একটা রাতের সুখ উপহার দিতে চেয়েছিল সে সাবরিনাকে। হোক সাবরিনার সেই সুখদাতা তার চরম শত্রু।

আর এখন?

সাবমেরিনে বসে আছে সে। একটু পরেই পানিতে ডুব দেবে সাবমেরিন। এক বছর আগে যা শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটবে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের মাধ্যমে।

তুখোরভের মনের ভিতর বিরাট একটা শূন্যতা আর দুঃখবোধ ছাড়া আর কিছুই নেই।

সাবরিনার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছে সে। আর সাবরিনাকে দেখবে না সে কখনও। এই সাবমেরিনের সঙ্গেই সলিল সমাধি ঘটবে তারও। ভালবাসার জন্য এরচেয়ে বেশি ত্যাগ আর কী-ই বা করতে পারত সে?

ভালবেসে জীবনের একমাত্র ভাল কাজটাই বোধহয় করেছে সে।

একদিন…একদিন অনেক পরে…হয়তো সাবরিনার সঙ্গে আবার দেখা হবে তার, পরস্পরকে ভালবাসবে তারা আবারও… দোজখে।

ষোলো

সাবরিনার পিছু ধাওয়া করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা ব্যালকনির দিকে ছুটল রানা।

পাথুরে ঘরে সাবরিনার গলা প্রতিধ্বনিত হলো। 'রানা, আমাকে খুন করতে পারবে না তুমি। ঠাণ্ডা মাথায় এ তোমার পক্ষে অসম্ভব।'

থামল না রানা, পাতায়েভের রক্তাক্ত পিস্তলটা উঁচিয়ে প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে একই গতিতে উঠছে। ল্যান্ডিঙের একটা কোনা ঘুরতেই একটা দরজার ওপাশ থেকে অপ্রত্যাশিত গলাটা শুনতে পেল।

'রানা!'

লাথি দিয়ে দরজটা ভাঙল রানা। খালি একটা ঘর। এক পাশের গরাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন মার্ভিন লংফেলো। রানাকে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

তালায় গুলি করে সেলের দরজা খুলল রানা। 'কিছু হয়নি তো আপনার?'

'না।' বেরিয়ে এলেন লংফেলো। মুহূর্তের আবেগ সামলে নিয়েছেন। রানাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে বললেন, 'রানা, সাবমেরিনের পিছনে যাও! মেয়েটাকে বাদ দাও, রানা! আগে সাবমেরিন!'

সবচেয়ে উপরের ব্যালকনিতে পৌঁছে গেছে সাবরিনা। ওখান থেকে বসফরাস আর ইস্তাম্বুলের অসাধারণ সৌন্দর্য দেখা যায়। সাগরের দিকে তাকাল সাবরিনা। জেটি ছেড়ে সাগরে বেরিয়ে পড়েছে সাবমেরিন।

সাবরিনার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। পালানোর কোন পথ নেই এখন ডাইনীটার। ওয়াকিটকি বাড়িয়ে ধরে কঠোর গলায় বলল, 'ফিরে আসতে বলো ওকে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রানার চোখে তাকাল সাবরিনা।

পিস্তল তাক করল রানা। 'তৃতীয়বার আমি বলব না। ফিরে আসতে বলো ওকে!'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানাকে দেখল সাবরিনা। রানা যা বলছে সেটা কি সত্যি? একটু দ্বিধা করে ওয়াকিটকিটা নিয়ে মুখের কাছে তুলল।

তোমার শেষ সুযোগ, মনে মনে বলল রানা।

'গুস্তাভ…' ডাকল সাবরিনা।

অপেক্ষা করছে রানা।

'তুমি আমাকে খুন করবে না,' আদুরে গলায় ফিসফিস করল সাবরিনা, রানার দিকে চেয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসছে। 'আমাকে তুমি ভালবাসো।' ওয়াকিটকিতে চিৎকার করে বলল, 'ডাইভ! ডাইভ! রানা…'

রানার গুলির ধাক্কায় ব্যালকনির রেইলিঙের সঙ্গে বাড়ি খেল সাবরিনা, হাত থেকে ওয়াকিটকিটা খসে পড়ল। বুক থেকে বের হওয়া রক্তের মোটা ধারার দিকে তাকাল, তারপর চোখে অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে রানাকে দেখল, যেন রানা তাকে গুলি করবে এ অসম্ভব। আস্তে করে পিছলে পড়ে গেল সাবরিনা মেঝেতে। একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।

দরজায় এসে দাঁড়ালেন মার্ভিন লংফেলো। পুরোটা দেখেছেন তিনি। সাবরিনার লাশের উপর থেকে চোখ সরিয়ে রানাকে দেখলেন একবার, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে মৃত আত্মার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করলেন।

ব্যালকনির রেইলিং ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। বসফরাসে মাত্র নাক ঢুকিয়েছে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনটা। অর্ধেকটা ডুবে গেছে এরইমধ্যে।

ওটার হ্যাচ এখনও খোলা। কার্নিসে নেমে পড়ল রানা, তারপর নিজেকে মনে মনে তৈরি করে নিল। দ্বিতীয়বার কোন চিন্তা মাথায় আসতে না দিয়ে একশো ফুট উপর থেকে সোয়ান ডাইভ দিল সে সাগরে। তীক্ষ্ণধার একটা ছুরির মতো পানির ভিতর ঢুকে গেল ও।

তীব্র ঠাণ্ডা পানি। দম নিতে উঠল ও সাবমেরিনের পাশে। মইটা ধরে ফেলতে পারল। উঠতে শুরু করল উপরে। রেইলের উপর সাগরের পানি গড়াচ্ছে, তার ভিতর দিয়ে ছপছপ আওয়াজ তুলে হ্যাচের দিকে এগোল। অবাক হয়ে ওকে দেখল হ্যাচ বন্ধ করতে আসা অপ্রস্তুত নাবিক। ঢাকনিটা তার মাথার উপর গায়ের জোরে বন্ধ করল রানা, তারপর আবার খুলে নামল। মইতে দাঁড়িয়ে হ্যাচটা হুইল ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিল, তারপর অচেতন নাবিককে পার হয়ে প্রায়ান্ধকার সাবমেরিনের ভিতর পা বাড়াল।

তুখোরভের লোকরা সাবমেরিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। নীরবতা বজায় রাখা এখন প্রথম কাজ। কন্ট্রোল রুমে উঁকি দিল ও, তুখোরভ আর তার দুই সঙ্গীকে কয়েকটা প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তাদের ওপাশে মেশিন রুম আর রিয়্যাক্টর রুমের চেম্বার।

বোতে চলে এলো রানা, একটা মই পেয়ে নীচে নামল, চলে এলো লিভিং কোয়ার্টারে। এখানে এক লোক রেডিওর দায়িত্বে আছে। সিগারেট ফুঁকছে লোকটা।

তার গোল মাথাটার ঠিক চাঁদিতে পিস্তল ঠেসে ধরল রানা।

'সাবধান। বেয়াড়াপনা করলে মরবে। আমাকে বন্দি মেয়েটার কাছে নিয়ে চলো।'

চমকে যাওয়ায় লোকটার মুখ থেকে সিগারেট খসে পড়ল। তবে বুঝেছে সে। আস্তে করে মাথা দোলাল।

তাকে অনুসরণ করে আরেকটা মই বেয়ে নামল রানা, চলে এলো ক্রু রুমে। মজবুত একটা লোহার দরজা দেখাল লোকটা।

'ওর ভিতরে আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা দোলাল লোকটা।

'চাবি?'

পকেট থেকে চাবি বের করে দিল সে।

'ঠিক আছে। এবার আমরা নক করব।'

আবার মাথা দোলাল লোকটা।

এক হাতে লোকটার ঘাড় ধরে মাথাটা দরজায় বার দুয়েক ঠুকে দিল রানা। কাঁচা বেলের মতো শক্ত গোল মাথা, নিরেট আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেল রেডিওম্যান। এবার দরজার তালা খুলে ভিতরে তাকাল ও, দেখল একটা দড়ির কটে বসে আছে গ্লোরিয়া।

'রানা!' অবাক হয়ে গেল মেয়েটা।

গ্লোরিয়ার হাতের বাঁধন খুলে দিল রানা, ঠোঁটে আঙুল রেখে নীরব থাকতে বলল, তারপর তাকে নিয়ে ছায়াময় সাবমেরিনের ভিতর দিয়ে কন্ট্রোল রুমের দিকে এগোল। তার আগে পার হতে হবে ট্যাঙ্ক রুম। আড়াল থেকে ওখানে এক লোককে কাজ করতে দেখল ও।

তুখোরভের গলা ভেসে এলো। 'ট্যাঙ্ক চার ও পাঁচে পানি ভরে ফেলো।'

টেবিলের উপর রাখা রেডিওতে কথাটা আওড়াল লোকটা। 'ট্যাঙ্ক চার আর পাঁচে পানি ভরা হচ্ছে।' কাজটায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। অপেক্ষা করল রানা, তারপর লোকটার কাজ শেষ হয়েছে বুঝে পিস্তলের বাঁটের এক বাড়িতে তার খুলি ফাটিয়ে দিল। ধপ করে মেঝেতে পড়ল অজ্ঞান লোকটার দেহ।

'আমাদের রিয়্যাক্টর রুমে যেতে হবে,' জানাল রানা। 'কন্ট্রোল রুমের ওপাশে ওটা। কিন্তু কন্ট্রোল রুমে তুখোরভ আর দু'জন লোক আছে।'

'আর কোন পথ নেই যাওয়ার?' জিজ্ঞেস করল গ্লোরিয়া।

'আছে। টর্পেডো বে'র ভিতর দিয়ে যেতে হবে।'

ওর নড়বার আগেই হ্যাচ গলে ভিতরে ঢুকল এক লোক। দ্রুত তার দিকে এগোল রানা, কিন্তু সে-ও কম ক্ষিপ্র নয়। হাত তুলে রানার ঘুসি ঠেকিয়ে দিল সে, পরক্ষণেই প্রচণ্ড এক লাথি ঝেড়ে দিল রানার বুকে। হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেল ওর, পিছলে দূরে চলে গেল।

অসহায় চোখে দুই পুরুষের নীরব হিংস্র লড়াই দেখছে গ্লোরিয়া। লোকটা পিস্তল বের করল। রানার লাথি খেয়ে উড়াল দিয়ে দূরে গিয়ে পড়ল যন্ত্রটা। পরমুহূর্তেই ঘুসি মেরেছে রানা, সেটা সোজা লোকটার চিবুকের নীচে লাগল। হুড়মুড় করে পিছিয়ে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে রেডিও টেবিলের উপর পড়ল লোকটা। দিশে হারায়নি, ফায়ার অ্যালার্মের দিকে হাত বাড়াল। তার দু'পা ধরে টেনে টেবিল থেকে মেঝেতে ফেলল ওকে রানা। সুযোগটা কাজে লাগাল তুখোরভের সঙ্গী, পড়বার আগেই রানার পেটে কনুই দিয়ে জোরাল এক গুঁতো বসিয়ে দিল।

'ট্যাঙ্ক খুলে দাও,' ইন্টারকমে ভেসে এলো তুখোরভের নির্দেশ।

পেটে গুঁতো খেয়ে কুঁজো হয়ে গেছে রানা, ওই অবস্থাতেই লাফ দিল, লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলল টেবিলের গায়ে। চট করে রেডিও রিসিভারটা তুলে নিল, তারপর কেবলটা লোকটার গলায় পেঁচিয়ে জোর টান লাগাল, শ্বাস রোধ করে দিতে চাইছে।

'ট্যাঙ্ক খুলে দাও,' আবার নির্দেশ দিল তুখোরভ। 'শুনতে পাচ্ছ না?'

কেবলে টান আরও বাড়াল রানা। বিস্ফারিত হয়ে গেল লোকটার দু'চোখ। এক হাতে মাইক্রোফোনের ট্র্যান্সমিট বাটন অন করল ও, গলা অন্যরকম করে বলল, 'ট্যাঙ্ক খুলে দেয়া হলো।'

লোকটা শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়েছে। শিথিল দেহটা মেঝেতে পড়ে থাকল। গ্লোরিয়ার চেহারা দেখে মনে হলো চোখের সামনে এসব দেখে অসুস্থ বোধ করছে। পিস্তলটা তুলে নিল রানা, গ্লোরিয়ার হাত ধরে সামনে বাড়ল।

সাবমেরিনের ভিতরে কী ঘটে চলেছে জানে না তুখোরভ। সে মেশিন রুমে গেল পিয়েরে স্মারনভের কাছে। এক্সট্রুডার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে স্মারনভ। জিনিসটা দেখতে বিশালাকার একটা ভিএইট এঞ্জিনের মতো। সাবধানে অর্ধেক প্লুটোনিয়ামের কোরটা ধাতব বাক্স থেকে বের করল সে, তারপর এক্সট্রুডারের ভিতর রাখল। এক্সট্রুডার জিনিসটাকে গলিয়ে একটা রিয়্যাক্টর কন্ট্রোল রডের আকৃতি দেবে। ঠিক মতোই কাজ এগোচ্ছে দেখে সন্তুষ্ট হলো তুখোরভ, আবার ফিরে এলো কন্ট্রোল রুমে।

রানা আর গ্লোরিয়া একটা হ্যাচ খুঁজে পেয়েছে। ওটার কাঁচের ভিতর দিয়ে কন্ট্রোল রুমটা দেখা যায়। পাঁচজন ক্রুকে কয়েকটা কন্সোলের সামনে ব্যস্ত দেখল রানা। তাদের পিছনে অস্থির পায়ে পায়চারি করছে তুখোরভ।

'একশো ফুটে সমান্তরাল করো,' নির্দেশ দিল সে। 'একই গভীরতা বজায় রাখবে।'

রানার সবচেয়ে কাছের ক্রু বয়্যান্সি কন্ট্রোল করছে। ঘরের আরেকদিকে হেলমসম্যান এঞ্জিন থ্রাস্ট কমাল। সাবমেরিনের যাত্রাপথ পরিবর্তিত হচ্ছে, টের

পেল তুখোরভ। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল, তারপর রিয়্যাক্টর রুমের দিকে পা বাড়াল আবার।

গ্লোরিয়ার কানে ফিসফিস করল রানা, 'ওদের যদি আমরা ওপরে উঠতে বাধ্য করি তা হলে স্পাই স্যাটালাইটে ধরা পড়বে। নেভি চলে আসবে তা হলে। তুমি এখানেই দাঁড়াও, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?' চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল গ্লোরিয়া।

'কন্ট্রোল রুমে।'

স্মারনভের কাছে মেশিন রুমে চলে এসেছে আবার তুখোরভ। দেখল এক্সট্রুডারের অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে আসছে প্লুটোনিয়াম রড।

হ্যাচ খুলে কন্ট্রোল রুমে পা রাখল রানা। বয়্যান্সি কন্ট্রোল করছে যে-লোকটা তার মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল ও। অন্যান্য ক্রুরা সচেতন হয়ে গেছে। অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল সবাই। কিন্তু রানার গতি তাদের চেয়ে দ্রুত।

প্রত্যেককে পিস্তলের নল ঘুরিয়ে কাভার করল ও।

'আগে যে পিস্তল বের করবে তাকেই মরতে হবে।'

কাছের কন্ট্রোলগুলো এক পলক দেখল রানা চোখের কোণে। চারটে ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেল দেখতে পেল। ওগুলো ব্যবহার করলে বয়্যান্সি ট্যাঙ্কগুলো পানিতে ভরাট হয়ে যাবে। সামনের ট্যাঙ্কের হ্যান্ডেল দুটো ধরে টান দিল ও।

সাবমেরিনের ভিতর অ্যালার্ম বেজে উঠল। বাতাসের হিসহিস শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দেওয়ার মতো জোরাল। সামনের মেইন ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক পানিতে ভরে উঠতে শুরু করেছে। অ্যাফট ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরেনি রানা, চাইছে নাক খাড়া করে ডুব দিক সাবমেরিনটা।

ঠিক তা-ই হলো।

অস্ত্র বাগিয়ে ধরে কন্ট্রোল রুমে ছুটে এলো তুখোরভ, ক্রুদের থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। রানাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'গুলি করো ওকে!'

নিজেই গুলি করেছে তুখোরভ। রানাও গুলি করেছে। সাবমেরিনটা বেকায়দা ভাবে নামতে শুরু করায় কারও গুলি লক্ষ্যে আঘাত করল না। কন্ট্রোল প্যানেলে লেগে ছিটকে গেল বুলেট, চুরমার করে দিল প্যানেল। আড়াল পাওয়ার জন্য এদিক ওদিক ডাইভ দিয়ে পড়ল ক্রুরা।

রিয়্যাক্টর রুমের হ্যাচের কিনারা ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল তুখোরভ। তার অন্যান্য ক্রুরা ধরবার মতো কিছু না পেয়ে মেঝেতে গড়াচ্ছে। দু'জন ক্রু রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু আগের জায়গা ছেড়ে সরে গেছে রানা। বুলেটগুলো বয়্যান্সি কন্ট্রোল প্যানেল ভেঙে অকেজো করে দিল। উন্মাদের মতো গুলি করছে দুই ক্রু। পিছাতে বাধ্য হলো রানা, হ্যাচ পেরিয়ে গ্লোরিয়ার পাশে চলে এলো।

গ্লোরিয়ার হাত ধরে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ছুটল রানা। ওদিকেও দু'জন ক্রু আছে। করিডরে ওদের দেখেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। এক হাতে গ্লোরিয়াকে জড়িয়ে ধরে মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা, অন্যহাত বাড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করে ট্রিগার স্পর্শ করল। গুলি হলো না। পিস্তল খালি! শরীর গড়িয়ে দিল রানা, গ্লোরিয়াকে নিয়ে বামপাশের একটা হ্যাচ গলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে ঢুকেই

ধাতব দরজাটা বোল্ট টেনে বন্ধ করে দিল ও। চারপাশে তাকাল এবার। বুঝতে পারল বো'র টর্পেডো রুমে আছে ওরা।

সাবমেরিনের নাক এখনও নীচের দিকে নামছে। যেসব জিনিস স্ক্রু দিয়ে আটকানো নেই সেগুলো খসে পড়তে শুরু করল। সরে দাঁড়াতে হলো রানা আর গ্লোরিয়াকে। কাছের শক্ত করে আটকানো জিনিসপত্র ধরে ভারসাম্য রক্ষা করতে হচ্ছে। ঘরের মেঝেটা এখন পুরোপুরি নব্বুই ডিগ্রি।

'সমান্তরাল করো!' কন্ট্রোল রুমে ক্রুর কানের কাছে চেঁচাল তুখোরভ। বয়্যান্সি কন্ট্রোল ধরে ঠেলে দিল ক্রু, কোন সাড়া পেল না। গোলাগুলিতে যন্ত্রপাতির বারোটা বেজে গেছে।

'কাজ হচ্ছে না!' পাল্টা চেঁচাল সে।

আরও খাড়া হচ্ছে সাবমেরিন। একেবারে সিধে করে ধরা একটা পেন্সিলের মতো পানির ভিতর স্থির হলো।

নিচু গলায় গাল বকল তুখোরভ, তারপর এটা ওটা ধরে মেশিন রুমে ফিরল, পায়ের কাছে চলে আসা দরজাটা বন্ধ করে দিল পিছনে।

ক্রুরা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। তাদের একজন দুর্ঘটনাবশত এঞ্জিন কন্ট্রোলে ধাক্কা মেরে বসল। ফুল অ্যাহেড হয়ে গেল লিভারটা। বিকট ঝাঁকি খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সাগরের তলা লক্ষ্য করে রওনা হলো সাবমেরিন। ছিটকে পড়ল সবাই।

টর্পেডো র‍্যাকের উপর হুমড়ি খেল রানা আর গ্লোরিয়া। এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর গর্জনের আওয়াজে চারপাশ এখন প্রকম্পিত হচ্ছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল গ্লোরিয়া। তাকে ধরে চারপাশে আবারও তাকাল রানা। বাল্কহেডে নেট দিয়ে আটকানো আছে ইমার্জেন্সি ইকুইপমেন্ট। স্ট্র্যাপ টেনে নেট খালি করল রানা, ভিতরে ভরে দিল গ্লোরিয়াকে। নিজেও ঢুকে পড়ল। পরক্ষণেই জোর ঝাঁকি খেল সাবমেরিন, সাগরের বালুময় মেঝেতে নাক ঢুকে গেছে ওটার। গোটা জলযান এমন ভাবে কাঁপতে শুরু করল যে মনে হলো প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে।

মেশিন রুমের দেয়ালে জোর ধাক্কা খেল তুখোরভ, পড়ে গেল উপুড় হয়ে। কন্ট্রোল রুমের ক্রুরা তার মতো অতো ভাগ্যবান নয়, চেয়ার আর ভারী ডেস্কগুলো তাদের গায়ের উপর চড়ে বসল। ভাঙাচোরা মেশিনারির গায়ে আছড়ে পড়ল লোকগুলো।

কয়েক মুহূর্ত পর থেমে গেল সমস্ত নড়াচড়া। চারপাশে বিরাজ করছে অদ্ভুত একটা ভুতুড়ে নীরবতা। মাঝে মাঝে সে-নীরবতা ভেঙে দিচ্ছে সাবমেরিনের খোলের গোঙানি।

চোখের সামনের ঝাপসা ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে তুখোরভ, দেখল এক্সট্রুডার পিছলে গিয়ে স্মারনভকে পিষে মেরেছে। তার শক্ত মুঠোয় এখনও প্লুটোনিয়াম রডটা ধরা। উঠে দাঁড়িয়ে ওটা মৃতদেহের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল সে। পরীক্ষা করে দেখল, কন্ট্রোল রুমের হ্যাচ ঠিক মতোই আটকানো হয়েছে।

ধাতব একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো রানারা যে চেম্বারে ঢুকেছে সেখানে। নেট থেকে বেরিয়ে এলো ওরা দু'জন। টর্পেডো যে-র‍্যাকে রাখা আছে সেটার দেয়ালে

দীর্ঘ একটা চিড় ধরেছে। সাগরের পানি হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করল ফাঁকটা দিয়ে।

'এসো!' গ্লোরিয়ার হাত ধরে টান দিল রানা। দরজা খুলে ফেলল। 'জলদি, গ্লোরিয়া!' সাবমেরিনে প্রবল বেগে পানি ঢুকছে। ওদের হাঁটু ডুবিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। হ্যাচটা বন্ধ করে দিয়ে কন্ট্রোল রুমের দিকে এগোল রানা গ্লোরিয়াকে নিয়ে।

রিয়্যাক্টর রুমে ঢুকে পড়েছে তুখোরভ, জ্বলজ্বলে রিয়্যাক্টরের কভারটা খুলে ফেলল। ভুতুড়ে নীল আলো ছড়াল চারপাশে। নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট নয় তুখোরভ, কিন্তু কাজটা সমাপ্ত করতে হলে কী করতে হবে সেটা সে ভাল করেই জানে। রিয়্যাক্টরের একমাত্র কাজ তাপ তৈরি করে পানিকে বাষ্পে রূপান্তরিত করা। বাষ্পচালিত টারবাইন আর রিয়্যাক্টরের মধ্যে একমাত্র তফাৎ হচ্ছে রিয়্যাক্টরের শক্তি জমা থাকে রিয়্যাক্টর কোরের আণবিক ফুয়েলে। ফলে বাতাসের কোন প্রয়োজন পড়ে না।

নিউক্লিয়ার ফিশনের ব্যাপারটা খুব একটা জটিল কিছু নয়। একটা অ্যাটম ভেঙে দুটো নিউট্রন বের করা হয়, ফলে তাপরূপী শক্তির সৃষ্টি হয়। দুটো নিউট্রন যখন আরও দুটো অ্যাটম কাছে পায় তখন তৈরি হয় আরও চারটে নিউট্রন। এভাবে চলতে থাকে। এক সময় দেখা দেয় অনিয়ন্ত্রণসাধ্য ফিশন প্রতিক্রিয়া। আণবিক বিস্ফোরণ।

সাবমেরিনে বিভক্ত অ্যাটম আর নিউট্রনের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে-শক্তি সৃষ্টি হয় সেটা নিয়ন্ত্রণ করে কন্ট্রোল রড। ওটা তৈরি হয় নিউট্রন গ্রহণকারী পদার্থ দিয়ে, যেমন ক্যাডিয়াম অথবা হ্যাফনিয়াম। রডগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ নিউট্রন গ্রহণ করে বলেই অ্যাটম-নিউট্রনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া একটা সীমার মধ্যে থাকে। ফলে ক্রিটিকাল ফিশন চলতে থাকে। এতে করে যে পরিমাণ তাপ সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে যে পরিমাণ পানি বাষ্পীভূত হয় তাতে সাবমেরিনের টারবাইন কোন সমস্যা ছাড়াই এক নাগাড়ে কয়েক বছর চলতে পারে।

জ্বলজ্বলে রিয়্যাক্টর কোরের দিকে তাকাল তুখোরভ আবার। মুহূর্তের জন্য অবাক লাগল তার জিনিসটা কতো প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে ভেবে। সাবধানে দেখছে সে। ইউরেনিয়াম ফুয়েল এলিমেন্ট খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। জিনিসটা বাসনের মতো। প্রাইমারি কূলেন্ট লূপে সর্বোচ্চ তাপ প্রদান করে। রিয়্যাক্টর ভেসেলের তলায় একটা সাপোর্ট স্ট্রাকচারে দুটোর সমান্তরাল অবস্থান। ফুয়েল এলিমেন্টগুলোর মাঝখানে আছে কন্ট্রোল রডগুলো। রিয়্যাক্টরে কোন সমস্যা দেখা দিলেই ওগুলো নিজেদের খাপে বসে যাবে। প্রাইমারি লূপের কূলেন্ট কোরটা ঘিরে রেখেছে। তপ্ত কূলেন্ট সংযুক্ত হয়েছে বাষ্পচালিত জেনারেটরের সঙ্গে। এটা আবার বাষ্পকে নিয়ে যায় দ্বিতীয় একটা কূলেন্ট লূপে। সেটা মেশিনারির হাই-প্রেশার টারবাইনে শক্তি যোগান দেয়। ওখানে বাষ্প পানিতে পরিণত হয়ে ফিরে আসে বাষ্পচালিত জেনারেটরে। টারবাইনগুলো মেইন প্রপেলার শ্যাফট ঘোরাতে শুরু করে। একই সঙ্গে যোগান দেয় সাবমেরিনের যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রিকাল পাওয়ারের।

প্লুটোনিয়াম রডটা শক্ত করে ধরল তুখোরভ, কাজটা করবার আগে সামান্য সময় মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিল। কাজটা নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই করতে হচ্ছে।

আবার নড়ে উঠল সাবমেরিন, থরথর করে কাঁপছে। মেঝেতে পড়ে গেল তুখোরভ, তারপর উঠে দাঁড়াল আবার। ক্লান্তি লাগছে তার খুব। অজানা কোনও কারণে মাথার যেখানে গুলিটা আছে সেখানে তীব্র ব্যথা লাগছে। এতোদিন পর ওখানে কোন কিছু অনুভব করাটা কেমন যেন বিস্ময়কর। বুলেট কি নড়ছে আবার? ডাক্তার যে-সময় বেঁধে দিয়েছিল তা কি শেষ? না! সাবরিনার পরিকল্পনা আগে বাস্তবায়িত করতে হবে তাকে!

বেগুনী-নীল আভার দিকে তাকাল সে। অপূর্ব অপরূপ সৌন্দর্য। চোখকে মোহিত করে তোলে। অনেকটা যেন সাবরিনার মতোই।

একটা বাটন চাপ দিল তুখোরভ। রিয়্যাক্টর থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠে এলো একটা নিউট্রন গ্রহণকারী রড। হাত বাড়িয়ে জিনিসটাকে খাপ থেকে তুলে নিল সে, ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের আরেক প্রান্তে। সাবধানে মেঝে থেকে তুলল প্লুটোনিয়াম রড, তারপর তৈরি হলো ওটাকে নির্দিষ্ট খাপে বসাতে।

হাসবার চেষ্টা করল তুখোরভ, কিন্তু মাথার ব্যথাটা অসহ্য!

কন্ট্রোল রুমে ঢুকে একটা প্যানেলে আলো জ্বলতে দেখল গ্লোরিয়া। রানার বাহুতে নখ চেপে বসল তার। 'ঈশ্বর! লোকটা রিয়্যাক্টর খুলেছে!' আরও কয়েকটা বাতির ওপর ঘুরে এলো গ্লোরিয়ার দৃষ্টি। আঁৎকে উঠল। 'দরজা আটকে দিয়েছে! কন্ট্রোল রড সরিয়ে ফেলেছে একটা! এবার প্লুটোনিয়াম ঢোকাবে।' রানার চোখে তাকাল উদ্বিগ্ন চেহারায়। 'কী করব আমরা?'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ট্যাঙ্কের কাছের কন্ট্রোলের কাছে সরে গেল। চার সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ওগুলোর দিকে, তারপর একটার পর একটা সুইচ টিপতে শুরু করল। রাশান ভাষায় কোনটার কী কাজ তা লেখা আছে। 'ফরোয়ার্ড অ্যান্ড অ্যাফট এস্কেপ চেম্বার' লেখা প্যানেলে চোখ বুলাল। মুখ তুলে দেখল ফরোয়ার্ড এস্কেপ হ্যাচটা এ-ঘরেই। দেয়ালে একটা ক্যাবিনেটও আছে।

আঙুল তুলে ক্যাবিনেট দেখাল রানা। 'ওগুলোর ভেতর রিব্রিদার আছে কি না দেখো তো।'

ক্যাবিনেট খুলল গ্লোরিয়া। বের করে আনল সব কটা। সবগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। 'স্যাবোটাজ। সাবমেরিন থেকে কাউকে জীবিত বের হতে দেয়ার উপায় রাখেনি।'

প্যানেলের আরেকটা বাটনে চাপ দিল রানা। ছাদের কাছে খুলে গেল অ্যাফট এস্কেপ হ্যাচ। এস্কেপ চেম্বার পানিতে ভরা। বাইরের একটা দরজা সাবমেরিনের ভিতর পানি ঢুকতে বাধা দিচ্ছে।

হঠাৎ গ্লোরিয়া বুঝতে পারল রানা কী করতে চাইছে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সে।

'এছাড়া আর কিছু করার নেই,' বলল রানা। ফরোয়ার্ড এস্কেপ চেম্বারের ভিতরের দরজা খুলে ফেলল ও, ফিরে তাকাল গ্লোরিয়ার দিকে। 'বিশ পর্যন্ত

গুনবে। বিশ গোনা শেষ হলে এস্কেপ হ্যাচ লেখা বাটনটায় চাপ দেবে। ওটা ইনার ডোরের বাটন। অ্যাফট এস্কেপ হ্যাচ খুলে দেবে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড খোলা রাখা সম্ভব হবে, নইলে ডুবে মরব আমরা।'

'কিন্তু যদি...'

'বিশ গুনবে। আমি তৈরি থাকব। আরও পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করবে, তারপর পার্জ বাটন টিপবে। চেম্বার থেকে পানি বের হয়ে যাবে তা হলে।'

রানা হ্যাচ গলে বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজাটা সীল করে দিল গ্লোরিয়া। এবার একটা লিভার টেনে নামাল। বাইরের চেম্বারটা এখন পানিতে ভরে উঠবে।

বড় করে শ্বাস নিয়ে নিল রানা। ছোট্ট পরিসরে অত্যন্ত দ্রুত উঠে আসছে পানি।

কন্ট্রোল প্যানেলে একটা সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। বাটন টিপে দিল গ্লোরিয়া, খুলে গেল ফরোয়ার্ড এস্কেপ হ্যাচ। অন্ধকার পানিতে বেরিয়ে পড়ল রানা, খাড়া সাবমেরিনের গা ঘেঁষে সাঁতরে উপরে উঠতে শুরু করল।

দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। সমস্যা হয়ে যেত কনিং টাওয়ারটাকে রানা সামনে বেড়ে থাকতে না দেখলে। মনে হচ্ছে বাতাসের অভাবে ফেটে যাবে ফুসফুস। চলে আসবার কথা ওর জায়গা মতো। কোথায় জিনিসটা?

ওই যে!

অ্যাফট এস্কেপ চেম্বারের হ্যাচটা খুলে দিয়েছে গ্লোরিয়া। ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা, লিভার টেনে হ্যাচ বন্ধ করল।

সময় গুনছে গ্লোরিয়া। বিশ গোনা শেষ হতেই বাটনে চাপ দিল।

ভিতরের হ্যাচ খুলে গেল। ঢুকল রানা। চেম্বারটা এখনও পানিতে ভরা। পার্জ বাটন টিপতে হবে গ্লোরিয়াকে, নইলে এখানেই কবর হয়ে যাবে রানার।

বাটনের দিকে হাত বাড়িয়েছে গ্লোরিয়া, মনে মনে আশা করল ও। জানে না ওর ধারণা মতো কিছু ঘটছে না। বাটন টিপতে যাচ্ছিল গ্লোরিয়া, এমন সময় উপরের ডেকে যাওয়ার হ্যাচটা ভেঙে খুলে গেল। হুড়মুড় করে পানি ঢুকতে আরম্ভ করেছে। পানির ধাক্কায় ছিটকে পড়ল গ্লোরিয়া।

এদিকে উপরের চেম্বারে দম শেষ হয়ে আসছে রানার। কানের ভিতর যেন ড্রাম বাজছে। পার্জ বাটন টিপছে না কেন গ্লোরিয়া!

কন্ট্রোলের দিকে এগোনোর চেষ্টা করল গ্লোরিয়া। মৃত এক ক্রুর গায়ে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভয়ে ঝটকা দিয়ে সরে গেল, তারপর বুঝতে পারল লোকটা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কন্ট্রোল রুমের ভিতর দ্রুত বাড়ছে পানি। ডুবে গেল গ্লোরিয়া। পানির ভিতর দিয়ে এগোল কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে, তারপর আলোটা দেখে পার্জ বাটন টিপে দিল।

গ্লোরিয়া দরজা বন্ধ করতেই করিডরে ঢুকল রানা। কয়েক সেকেন্ড সময় ব্যয় করল দম নিতে, তারপর উঠতে শুরু করল রিয়্যাক্টর রুমের দিকে। চার মিনিট লাগল ওখানে পৌঁছুতে।

দরজাটা সীল করা!

এবার? ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। চারপাশে তাকাল। ইমার্জেন্সি ইউয ওনলি

লেখাটা চোখে পড়ল। বিরাট বড় লেকচার মারা হয়েছে কখন এবং কী কারণে সমস্যার সময় এভাবে দরজা খোলা যাবে। ডেঞ্জার লেখা আছে লিভারের পাশে। ওটা ধরে গায়ের জোরে টান দিল রানা। হ্যাচের কব্জাগুলো বিস্ফোরিত হলো। ছিটকে পড়ে গেল হ্যাচটা।

ক্রল করে ঢুকল রানা রিয়্যাক্টর রুমে। জঞ্জালের ভিতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে গুস্তাভ তুখোরভ । তার পাশেই আছে প্লুটোনিয়াম রডটা। কন্ট্রোলের সামনে চলে এলো রানা।

টেম্পারেচার গজ চার হাজার ডিগ্রি দেখাচ্ছে। দ্রুত তাপ বাড়ছে আরও। নীচে একটা ধপধপ আওয়াজ ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল। দরজার জানালার ওপাশে গ্লোরিয়াকে দেখতে পেল ও। পানির ভিতর আছে সে, ডুবে মরতে বসেছে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে দিল রানা, হাত বাড়িয়ে টেনে তুলল গ্লোরিয়াকে, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার।

রিয়্যাক্টরের কাছে ফিরে এলো ওরা। গ্লোরিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রিয়্যাক্টরের কূলেন্ট যতোক্ষণ না ফেটে যাবে ততোক্ষণ আমরা রেডিয়েশন থেকে নিরাপদ। লোকটা যদি এখন প্লুটোনিয়াম রডটা রিয়্যাক্টরে দিত তা হলে গোটা ইস্তাম্বুল মুছে যেত ম্যাপ থেকে।'

হঠাৎ একটা হাত রানার গলা পেঁচিয়ে ধরল। জ্ঞান ফিরেছে তুখোরভের। শক্তি সঞ্চয় করে আক্রমণ করে বসেছে সে চরম শত্রুকে। গ্লোরিয়া তুখোরভকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। লাভ হলো না কোন। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল সে দেয়ালের গায়ে। সেখান থেকে মেঝেতে। আরেকটু হলেই একটা হ্যাচ গলে পড়ে যাচ্ছিল, শেষ সময়ে একটা পাইপ ধরে রক্ষা পেল।

তুখোরভের পেটে কনুই দিয়ে গায়ের জোরে গুঁতো বসাল রানা। মনে হলো পাথরের দেয়ালে গুঁতোটা দিয়েছে। সামনে ঝুঁকল ও, তুখোরভকে পিঠের উপর দিয়ে এগিয়ে আনতে চাইছে। একটা প্যানেলের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তুখোরভ। লাফ দিল রানা, হাতের নাগালে পেয়ে তুখোরভের মুখে ঘুসি মারল। আবার। আবার! তুখোরভকে বাধা দেওয়ার কোন সুযোগই দিচ্ছে না ও। খুন চেপে গেছে মাথায়।

পুরো এক মিনিট একের পর এক ঘুসি মারল রানা। তুখোরভকে দেখে মনে হলো একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। শেষ একটা ঘুসি মেরে উঠল রানা, ফিরে এলো রিয়্যাক্টরের কাছে। ভাবতেও পারেনি কতো দ্রুত সামলে নেবে তুখোরভ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে রানার পিছনে, তারপর এমন ভাবে রানাকে ঘরের আরেক দিকে ছুঁড়ে দিল, রানা যেন পলকা একটা পুতুল। গ্লোরিয়া চলে এসেছে। বাঁ হাতে গ্লোরিয়ার চড় ঠেকাল তুখোরভ, উল্টো হাতের চাপড়ে ছিটকে ফেলে দিল ওকে দেয়ালের গায়ে। দেয়ালটাই এখন মেঝে। মাথা ঠুকে গেল গ্লোরিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

'মাসুদ রানা!' প্রায় চিৎকার করছে তুখোরভ। 'এই ঐতিহাসিক অভিযানে আমার সঙ্গী হয়েছ তুমি। স্বাগত জানাই তোমাকে আমার আণবিক পরিবারে।'

মাথা নেড়ে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করল রানা, খেয়াল করল ওর

হাতের নাগালের ঠিক বাইরেই পড়ে আছে প্লুটোনিয়াম রডটা।

'সত্যি সাবরিনার জন্যে নিজের জীবন দিয়ে দেবে তুমি?' সময় চাইছে রানা।

'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ,' বলল তুখোরভ। 'আমি এমনিতেই মৃত।'

'খবরটা শোনোনি? সাবরিনাও মারা গেছে।'

কথাটা শুনে রানার চোখে তাকাল তুখোরভ, রানা সত্যি বলছে বুঝে শরীরে যে অনুভূতি সে অনুভব করে না সেটারই প্রবল ছাপ পড়ল তার চেহারায়। গলা থেকে একটা বুনো গর্জন বেরিয়ে এলো। মনে হলো আহত সিংহ রাগে উন্মাদ হয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে।

প্লুটোনিয়াম রডটা তুলে উঠে দাঁড়াল রানা। সময় নষ্ট না করে ওটা দিয়ে বাড়ি মারল তুখোরভের মাথার পাশে। আঘাতটা যেন কিছুই নয়, দু'হাতে রানার দু'কাঁধ আঁকড়ে ধরল তুখোরভ, ধাতব দেয়ালে ঠুকতে শুরু করল ওকে। হাত থেকে রডটা পড়ে গেল রানার। মাথায় ব্যথা পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল। বিনা বাধায় ওকে একটা টাইট মেশের মধ্যে ভরল তুখোরভ, মেশ এমন ভাবে বন্ধ করল, রানা যাতে বের হতে না পারে।

অসহায় রানা দেখল প্লুটোনিয়াম রড তুলে নিয়েছে তুখোরভ।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। কিছু একটা করতে হবে উন্মাদটাকে ঠেকাতে হলে। কী? প্রাইমারি কূলেন্টের একটা হোসের উপর চোখ পড়ল ওর। ওটা খুলে গেছে। জ্যান্ত সাপের মতো কিলবিল করছে জিনিসটা ভয়ানক উত্তপ্ত বাষ্পের কারণে।

রিয়্যাক্টরে ধীরে ধীরে প্লুটোনিয়াম রডটা রাখল তুখোরভ। সঙ্গে সঙ্গে রিয়্যাক্টরের আলোটা আরও গাঢ় নীল হয়ে গেল। নিয়ন বাতির আভার মতো একটা আভা ছড়াচ্ছে রিয়্যাক্টর এখন। রিয়্যাক্টর কোরের ওয়াটার কূলেন্ট বলকাতে শুরু করল।

টেম্পারেচার গজ এখন চার হাজার পাঁচশো ডিগ্রি দেখাচ্ছে।

রিয়্যাক্টরের এক পাশে প্লুটোনিয়াম রডের এক প্রান্ত দেখতে পেল রানা। এখন একটা কাজই করবার আছে। শার্ট ছিঁড়ে ফেলল রানা, কাপড়টা হাতে পেঁচিয়ে কিলবিল করা হোসটা তুলে নিল, তারপর ভরে দিল ওর দিকের রিয়্যাক্টর চেম্বারে। প্রেশার বাড়তে শুরু করল দ্রুত।

রিয়্যাক্টরের আরও ভিতরে প্লুটোনিয়াম রডটা ভরছে তুখোরভ। তাপমাত্রা এখন লালের ঘরে।

পাঁচ হাজার ডিগ্রি।

হোসের কারণে রিয়্যাক্টরের ভিতর প্রেশার বাড়ছে আরও। প্লুটোনিয়াম রডটা বুলেটের মতো ছিটকে বের হলো। সরাসরি তুখোরভের হৃৎপিণ্ডে গাঁথল ওটা। অবাক হয়ে রানাকে দেখল তুখোরভ। তার পিঠ ফুঁড়ে বের হয়েছে রডটা, যেন একটা বল্লম।

ফিসফিস করল তুখোরভ, 'ও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

গ্লোরিয়ার পাশে ঢলে পড়ল সে।

জ্ঞান ফিরছে গ্লোরিয়ার, উঠে দাঁড়াল, টলল খানিক, তারপর মেশ খুলে

রানাকে বের হতে সাহায্য করল। এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল ও নিজের কাজে। রিয়্যাক্টরের পাশেই পেল আসল কন্ট্রোল রডটা। ওটা তুলে নিয়ে খাপের মধ্যে বসিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে রিয়্যাক্টরের তাপ কমতে শুরু করল। কিন্তু এইচ-টু মিটার চলে গেছে হলুদের ঘরে। লালের দিকে এগোচ্ছে। কাঁটার গতি দেখে রানার বাহুতে হাত রাখল গ্লোরিয়া। 'হাইড্রোজেন গ্যাস লেভেল অনেক ওপরে উঠে গেছে। একটা স্পার্ক হলেই রিয়্যাক্টর রুম উড়ে যাবে। বিপদ এড়ানো গেল না।'

দ্রুত চিন্তা করল রানা। 'রিয়্যাক্টরটা যদি আমরা পানিতে ডুবিয়ে দিই?'

'তা হলে বিস্ফোরণ ঘটবে না।'

'ঠিক আছে, তুমি মাইন রুমে যাও। আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।'

পাশের চেম্বারে চলে গেল গ্লোরিয়া। কন্ট্রোল রুমে যাওয়ার হ্যাচ খুলল রানা। রিয়্যাক্টর চেম্বারে গলগল করে পানি ঢুকতে শুরু করল। পানির বাধা ঠেলে মেশিন রুম হ্যাচের দিকে এগোল রানা, ওটা খুলে ভিতরে ঢুকল, পিছনে বন্ধ করে দিল হ্যাচ। এখন আর মেশিন রুমে পানি আসছে না। মাইন রুমে গ্লোরিয়াকে পেল ও। আরেকটা এইচ-টু মিটার দেখাল ওকে গ্লোরিয়া। এটার কাঁটা লাল ঘরে পৌঁছে গেছে।

'এ-ঘরটা এখন বিরাট একটা বোমা। ফাটলে মাইনগুলোও ফাটবে!'

মনে মনে সায় দিল রানা, মুখে বলল, 'রিয়্যাক্টর রুম সীল করে দিয়েছি, বিস্ফোরণে ওটার কোন ক্ষতি হবে না। রেডিয়েশন লিকেজের ভয় নেই।' একটা মাইন লঞ্চিং টিউবের দিকে গ্লোরিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। 'ভেতরে ঢোকো।'

দ্বিধা করল গ্লোরিয়া।

'এছাড়া উপায় নেই।' রানার চেহারা শান্ত।

টিউবের ভিতর ঢুকে পড়ল গ্লোরিয়া। কন্ট্রোল পরীক্ষা করে দেখল রানা, সময় নির্দিষ্ট করে দিল, তারপর ঢুকে পড়ল গ্লোরিয়ার পিছনে। স্বয়ংক্রিয় ভাবে ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ।

ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগোচ্ছে।

লঞ্চিং ডোর খুলে গেল। প্রচণ্ড চাপের মুখে ছিটকে বের হলো গ্লোরিয়া আর রানা। সাবমেরিন থেকে অনেকটা সরে এসেছে ওরা। এবার উপরে উঠতে শুরু করল।

পরিত্যক্ত মাইন রুমের ভিতর ছেঁড়া একটা ইলেকট্রিক কেবল বাল্কহেড ছুঁলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল বিস্ফোরণ। চড়চড় করে ফেটে গেল সাবমেরিনের কিছুটা অংশ। পানির তলায় থাকায় বিস্ফোরণের আওয়াজটা ওদের কানে ভোঁতা শোনাল। ঘাড় ফেরাল রানা। সাবমেরিনটা আস্তে আস্তে বসফরাসের মেঝেতে নামছে।

পানির উপর মাথা তুলল ওরা।

চারপাশে তাকাল গ্লোরিয়া। কোন জলযান নেই। 'আমি আর বেশিক্ষণ সাঁতার কাটতে পারব না।' ক্লান্ত শোনাল ওর কণ্ঠ।

'আমার কাঁধ ধরে থাকো,' পরামর্শ দিল রানা। দূরে একটা লঞ্চ দেখতে

পেয়েছে ও। ওগুলোতে করে সাগরে ঘুরতে বের হয় টুরিস্টরা। সেদিকে কিছুদূর এগোল ও গ্লোরিয়াকে নিয়ে। ওদের দেখতে পেয়েছে লঞ্চ থেকে।

মুখ ঘুরে গেল লঞ্চটার। এগিয়ে আসতে শুরু করল এদিকে।

ঠিক দুইদিন পর।

বিএসএস হেডকোয়ার্টার। চীফ মার্ভিন লংফেলোর অফিস।

মার্ভিন লংফেলো মুক্তি পাওয়ার পরপরই লন্ডন চলে এসেছেন একটা এয়ারফোর্স ফাইটার প্লেনে করে। এখন তাঁর উল্টোদিকে আর্মচেয়ারে বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। ঢাকা থেকে এইমাত্র পৌঁছেছেন। দেরি না করে চলে এসেছেন বিএসএস হেডকোয়ার্টারে।

দুই দেশের দুই ইন্টেলিজেন্স চীফের চেহারাই গম্ভীর।

'সাবমেরিনটা ডুবে গেছে,' নিচু গলায় বললেন লংফেলো। 'সেই সঙ্গে রানাও। বাঁচার উপায় ছিল না।'

রাহাত খানের চেহারা দেখে মনে হলো কথাটা মানতে পারছেন না। 'পাওয়া গেল?' শামশের আলী এসে ঢুকতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'ঘড়িটা হাতে থাকলে পাওয়া যাবে, সার,' একটা কন্সোলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন শামশের আলী, কয়েকটা সুইচ টিপলেন। স্যাটেলাইট থার্মাল ইমেজ অন হলো।

'রেডিও অ্যাকটিভ হাতঘড়ি দিয়েছি মিস্টার রানাকে,' ব্যাখ্যা করলেন শামশের আলী। 'উনি কোথায় আছেন তা জানতে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা না। অবশ্য যদি…' কথাটা আর শেষ করা হলো না তাঁর। থেমে গেলেন।

বিরাট স্ক্রিনে দুটো লাল বিন্দু দেখা গেল।

'এই যে,' বলে উঠলেন শামশের আলী। 'বেঁচে আছেন, সার! কিন্তু–' অবাক শোনাল তাঁর গলা। 'কিন্তু আরেকটা ইমেজ এলো কোথা থেকে!' আরও কয়েকটা সুইচ টিপলেন তিনি, ইনফ্রারেড রে অন করলেন। জুম করলেন ইনফ্রারেড আরও। এবার বিন্দু দুটো মানুষের আকৃতি পেল। লাল দুটো দেহ, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। রানার চেহারাটা চেনা যাচ্ছে, কিন্তু অপরজনকে চেনা গেল না–যদিও আবছা আকৃতিটা কোন্ লিঙ্গের তা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

'মেয়েটার নাম গ্লোরিয়া,' বললেন মারভিন লংফেলো।

রাহাত খান তাকিয়ে আছেন শামশের আলীর ব্যাখ্যার জন্য।

আকৃতি দুটো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। এক হয়ে গেছে দুটো দেহ। নাচছে দুজন কোনও নির্জন সৈকতে। পরম আবেগে চুম্বন করছে ওরা পরস্পরকে।

বেয়ারিং দেখলেন শামশের আলী। বললেন, 'বসফরাস সাগর-সৈকতের কাছেই কোথাও আছেন মাসুদ রানা। সিগনাল দেব, সার?'

খুকখুক করে কেশে উঠলেন মার্ভিন লংফেলো, লজ্জা পেয়েছেন। লালচে হয়ে উঠেছে রাহাত খানের চেহারাও। ওদিকে আশেপাশে কেউ নেই মনে করে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যুবক-যুবতী, মেতে উঠেছে পরস্পরকে নিয়ে, এবার টানাটানি করে খুলছে পোশাক।

ভ্রূ কুঁচকে বাঘের দৃষ্টিতে শামশের আলীর দিকে তাকালেন মেজর জেনারেল। বেহায়া দুটো আরও লজ্জাজনক কিছু করে বসবার আগেই বলে উঠলেন, 'না! সিগনাল দেয়ার দরকার নেই। জানা গেল বেঁচে আছে। ব্যস, বন্ধ করো, শামশের।'

সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত চেহারায় কন্সোলের বোতাম টিপে ছবিটা দূর করে দিলেন প্রতিভাবান আত্মভোলা বিজ্ঞানী। অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে রেখে হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন কামরা থেকে।

হাঁপ ছেড়ে পরস্পরের দিকে চাইলেন দুই বৃদ্ধ।

***